গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা
www.nbr.gov.bd

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৩০.২০.০০২.২৪.১০৬ তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ১২ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

আয়কর পরিপত্র ২০২৪-২০২৫

বিষয়: <u>আয়কর আইন, ২০২৩; অর্থ আইন, ২০২৪; উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এবং বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আয়করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তন সম্পর্কিত স্পষ্টিকরণ</u>।

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর ও সারচার্জের হার নির্ধারণ এবং আয়কর আইন, ২০২৩ ও ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। অধিকন্তু, উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর মাধ্যমে বিভিন্ন উৎসে করহার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪; আয়কর আইন, ২০২৩; উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ ও সময়ে সময়ে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানসমূহ করদাতাগণকে সহজভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নে ব্যাখ্যা ও উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হলো:-

১। ২০২৪-২০২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার

১.১ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের জন্য করহার

অর্থ আইন, ২০২৪ এ বর্ণিত করহারের তফসিল-২ অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাভাবিক ব্যক্তি (বাংলাদেশী নন এরূপ বাংলাদেশে অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ:

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	৫%

(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	২৫%

তবে, উল্লেখিত করহার করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তাছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) করদাতা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা নিম্নরূপ:

১. মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে ৪,০০,০০০ টাকা;

২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০ টাকা;

৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে ৫,০০,০০০ টাকা।

করমুক্ত সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।

মোট আয়ের পরিমাণ করমুক্ত আয়ের সীমার অধিক হলে করদাতার অবস্থানভেদে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

এলাকা	ন্যূনতম কর (টাকা)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০

অর্থাৎ করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় রয়েছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ বা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ন্যূনতম আয়করের চেয়ে কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও তাকে প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১.২ স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য করহার

অর্থ আইন, ২০২৪ এ বর্ণিত করহারের তফসিল-৩ অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাভাবিক ব্যক্তি (বাংলাদেশী নন এরূপ বাংলাদেশে অনিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতীত), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও ফার্মের মোট আয়ের উপর আয়করের হার নিম্নরূপ:

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	৫%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২৫%
(ছ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	৩০%

তবে, উল্লেখিত করহার করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তাছাড়া, তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা, মহিলা করদাতা, ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) করদাতা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা নিম্নরূপ:

১. মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার ক্ষেত্রে ৪,০০,০০০ টাকা;

২. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে ৪,৭৫,০০০ টাকা;

৩. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে ৫,০০,০০০ টাকা।

করমুক্ত সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন।

মোট আয়ের পরিমাণ করমুক্ত আয়সীমার অধিক হলে করদাতার অবস্থানভেদে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

এলাকা	**ন্যূনতম কর (টাকা)**
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০

অর্থাৎ করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় রয়েছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ বা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ ন্যূনতম আয়করের চেয়ে কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও তাকে প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১.৩ ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ, সমবায় সমিতি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কতিপয় করদাতাদের জন্য ২০২৪-২০২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের করহার

(১)	কোম্পানি এবং ব্যক্তি-সংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৩০%
(২)	কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৪৫%

(৩)	কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%: তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে
(৪)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২০%
(৫)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্বৃত্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ১৫%

১.৪ কোম্পানির জন্য ২০২৪-২০২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের করহার

কোম্পানির বর্ণনা	প্রযোজ্য করহার	*শর্ত পরিপালনে করহার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২০%

পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২৫%	২২.৫%
আয়কর আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত কোম্পানিসমূহের মধ্যে যারা পাবলিকলি ট্রেডেড নয়	২৭.৫%	২৫%
এক ব্যক্তি কোম্পানি	২২.৫%	২০%
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭.৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না	৪০%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এমন মোবাইল ফোন কোম্পানি	৪৫%	শর্ত প্রযোজ্য নয়
শর্ত: বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।		

১.৫ সারচার্জ

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। সারচার্জ পরিগণনা বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যাখ্যাসমূহ প্রযোজ্য হবে, যথা:

(১) "নীট পরিসম্পদের মূল্যমান" বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বুঝাবে; এবং

(২) "মোটর গাড়ি" বলতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হবে।

১.৬ পরিবেশ সারচার্জ

বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান হতে পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহ:

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির (any individual) একাধিক মোটর গাড়ি থাকলে তার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে, যথা:-

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
(১)	(২)	(৩)
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধের শর্তাবলি:

(১) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হবে সে গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে;

(২) গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে উৎসে পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহ করবেন;

(৩) একাধিক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হলে যে অর্থবর্ষে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হয়েছে তার পরবর্তী অর্থবর্ষগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে;

(৪) কোন করদাতা শর্ত (৩) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হবে, যেখানে-

ক = বিগত বছর বা বছরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,

খ = যে বছরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করছেন সে অর্থ বছরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;

(৫) একাধিক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবছর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হলে উপকর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে তা আদায় করবেন;

(৬) পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্যকোন প্রকারের কর বা সারচার্জের সাথে সমন্বয়যোগ্য হবে না;

(৭) "মোটর গাড়ি" বলতে পরিবেশ সারচার্জের ক্ষেত্রে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পরিবেশ সারচার্জ সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর		
প্রশ্ন-১	:	মিজ অরণ্য অহম একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি। তাঁর ১৫০০ সিসির একটি সেডান কার এবং ১৭৫ কিলোওয়াটের একটি টেসলা কার রয়েছে। দুটো গাড়ির জন্য-ই কি পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে? গাড়ির ফিটনেস নবায়নকালে নবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পরিবেশ সারচার্জ বাবদ কত টাকা এ-চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে?
উত্তর	:	কোনো করদাতার একাধিক গাড়ি থাকলে একের অধিক যতটি গাড়ি থাকবে ততটি গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হবে। মিজ অরণ্য অহমের দুটো গাড়ি রয়েছে। তাঁকে কেবল একটি গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে। একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যে গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হতে পারে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির জন্য প্রযোজ্য হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে, ১৫০০ সিসির একটি সেডান গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ হচ্ছে ২৫,০০০ টাকা এবং ১৭৫

		কিলোওয়াটের গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা। এ দুটি গাড়ির মধ্যে ১৭৫ কিলোওয়াটের গাড়ির জন্য পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা অধিক হওয়ায় করদাতা কর্তৃক পরিবেশ সারচার্জ হিসেবে ২,০০,০০০ টাকা প্রদেয় হবে। এ-চালানের মাধ্যমে উক্ত সারচার্জের অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে এ-চালানের কপি গাড়ির ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।
প্রশ্ন-২	:	পরিবেশ সারচার্জের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট প্রযোজ্য হবে কিনা?
উত্তর	:	পরিবেশ সারচার্জের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট প্রযোজ্য হবে না।
প্রশ্ন-৩	:	পরিবেশ সারচার্জের ক্ষেত্রে টিআইএন (Taxpayer's Identification Number) বা পিএসআর (PSR or Proof of Submission of Return) এর প্রযোজ্যতা রয়েছে কিনা?
উত্তর	:	না।
প্রশ্ন-৪	:	পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত সারচার্জ সংগ্রহে ব্যর্থ হলে কোনো প্রকারের দায় সৃষ্টি হবে কিনা?
উত্তর	:	হ্যাঁ, পরিবেশ সারচার্জ সংগ্রহের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।

১.৭ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য কর রেয়াত

কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হতে নিয়োগ করলে উক্ত করদাতা তার প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যা কম, কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন।

কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হতে নিয়োগ করলে উক্ত করদাতা তার প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যা কম, কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন।

১.৮ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ সারচার্জ

কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে।

২। রপ্তানি আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ৪৪-আইন/আয়কর-২৫/২০২৪, তারিখ: ৪ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ (অতঃপর এ প্রজ্ঞাপন) অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলে উল্লেখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত সকল প্রকার আয়ের উপর শর্ত সাপেক্ষে, আয়কর অব্যাহতি বা, ক্ষেত্রমত, হ্রাস করে প্রদেয় করহার নিম্নবর্ণিতভাবে ধার্য করল, যথা:-

(ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক অর্জিত আয়ের ৫০% করমুক্ত থাকবে;

(খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করহার ১২% হবে; এবং

(গ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের উপর ১০%

২.১ কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহারের শর্তাবলি

১। রপ্তানিকারককে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)-ধারী হতে হবে এবং উক্ত আইনের বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;

২। কোনো আয়বর্ষে (income year) পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপিত হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধযোগ্য হবে।

৩। এ প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় এবং ধার্যকৃত করহার উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, যথাক্রমে, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় এবং হ্রাসকৃত করহার বলিয়া গণ্য হবে না।

৪। (ক) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার জন্য প্রযোজ্য করহার কোনো প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে হ্রাস করে ১২% (বারো শতাংশ) এর নিম্নে ধার্য করা হয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত

করদাতা কর্তৃক পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের উপর উক্তরূপ হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য হবে;

(খ) যেক্ষেত্রে উক্ত আইনের কোনো বিধানের ফলে কোনো করদাতার জন্য প্রযোজ্য করহার আনুপাতিক হার প্রয়োগ করে ১২% (বার শতাংশ) এর নিম্নে ধার্য হবে সেক্ষেত্রে উক্ত করদাতা কর্তৃক পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের উপর উক্তরূপ আনুপাতিক হারে হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য হবে;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্য রপ্তানি হতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে এ প্রজ্ঞাপনের করহার প্রযোজ্য হবে এবং কোনভাবেই এ হার আর হ্রাস করা যাবে না।

৫। উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে (ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১)-তে উল্লিখিত করহার × ক/১২)% অথবা (ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১)-তে উল্লিখিত করহার × খ/১২)% নিয়মে পরিগণিত করহার প্রযোজ্য হবে এবং সনদে উল্লেখ করতে হবে; যেখানে-

ক = এরূপ করহার যা ১২% এর নিম্নে হয়; এবং

খ = (২৭.৫ × বিবেচ্য করবর্ষে করদাতার মোট রপ্তানি আয়ের যত শতাংশ করযোগ্য উক্ত শতাংশ)/১০০; যেইক্ষেত্রে করদাতা সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে, অথবা

খ = (৩০ × বিবেচ্য করবর্ষে করদাতার মোট রপ্তানি আয়ের যত শতাংশ করযোগ্য উক্ত শতাংশ)/১০০; যেইক্ষেত্রে করদাতা সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে না।

২৬ জুন ২০২৩ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং-২১০-আইন/আয়কর-০৫/২০২৩ এ প্রজ্ঞাপন দ্বারা রহিত করা হয়েছে।

এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে এবং ৩০ জুন ২০২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য, যেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের একই খাতে দেশীয় ও রপ্তানি আয় রয়েছে, সেক্ষেত্রে আনুপাতিক আয় ও ব্যয় বিভাজন প্রযোজ্য হবে।

৩। কতিপয় শিল্প ও কতিপয় উৎসের আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

৩.১ সুতা উৎপাদন, ডায়িং, ফিনিসিং ইত্যাদি হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

এস. আর. ও. নং ১৫৯-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখ: ০১ জুন,২০২২ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা বস্ত্র উৎপাদনের সহিত জড়িত কোন সুতা উৎপাদন, সুতা ডাইয়িং, ফিনিশিং, কোনিং, কাপড় তৈরী, কাপড় ডাইয়িং, প্রিন্টিং অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোন কোম্পানির উল্লেখিত শিল্পের ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্রদেয় আয়করের হার হ্রাস করে ১৫% (পনের শতাংশ) ধার্য করা হয়েছে-

(ক) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে;

(খ) এই প্রজ্ঞাপনের সুবিধা পেতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;

(গ) কোন আয়বর্ষে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান লংঘনের দায়ে সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদন্ড আরোপিত হলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধ করতে হবে;

হ্রাসকৃত করহারের এই সুবিধা ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত করবর্ষ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩.২ হাঁস-মুরগীর খামার, হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে আয়ের জন্য হ্রাসকৃত করহার

এস. আর. ও. নং ১৫৭-আইন/আয়কর/২০২২, তারিখ: ০১ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ দ্বারা হাঁস-মুরগীর খামার, হাঁস-মুরগী, চিংড়ি ও মাছের হ্যাচারী (hatchery) এবং মৎস্য চাষ হতে অর্জিত আয়ের উপর আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি পরিপালন সাপেক্ষে উক্ত আইনের অধীনে প্রদেয় আয়কর হ্রাসপূর্বক নিম্নরূপে ধার্য করা হয়েছে, যথা:-

আয়ের পরিমাণ	**আয়করের হার**
প্রথম ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%
পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%
অবশিষ্ট আয়ের উপর	১৫%

৪। অর্থনৈতিক অঞ্চলে এবং হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের করহার

৪.১ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের করহার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও নং ২৪৪-আইন/আয়কর-৩৮/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ (অতঃপর এ প্রজ্ঞাপন বলে উল্লেখিত) দ্বারা অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিম্নবর্ণিতভাবে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর তারিখ হতে ১ম, ২য় ও ৩য় বৎসরের জন্য ১০০%, ৪র্থ বৎসরের জন্য ৮০%, ৫ম বৎসরের জন্য ৭০%, ৬ষ্ঠ বৎসরের জন্য ৬০%, ৭ম বৎসরের জন্য ৫০%, ৮ম বৎসরের জন্য ৪০%, ৯ম বৎসরের জন্য ৩০% এবং ১০ম বৎসরের জন্য ২০% হারে প্রদেয় আয়কর হতে শর্ত সাপেক্ষে অব্যাহতি পাবে।

৪.১.২ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর অব্যাহতির শর্তাবলি

(ক) প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে, যথা:-

- (অ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত নূতন কোম্পানি হতে হবে এবং বিদ্যমান কোনো কোম্পানির কোনো ইউনিট হতে পারবে না;
- (আ) বিদ্যমান ব্যবসার পুনর্গঠন, মার্জার, ডিমার্জার এর ফলশ্রুত কোম্পানি হতে পারবে না;
- (ই) ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে এরূপ কোনো মেশিন, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের কোনো শিল্প ইউনিট স্থাপনে ব্যবহার করা যাবে না;
- (ঈ) উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরে কোনো শিল্প ইউনিট পরিচালনা করতে পারবে না এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত হতে হবে;
- (উ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ট্রেডিং কোম্পানি হতে পারবে না;
- (উ) বোর্ডের নিকট অব্যাহতির উপযুক্ত শিল্প হিসেবে পরিগণিত হতে হবে;

(খ) উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত যেসকল প্রতিষ্ঠান ভোজ্য তেল, চিনি, আটা, ময়দাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং সিমেন্ট, লোহা ও লৌহজাতীয় পণ্য উৎপাদন হতে আয় প্রাপ্ত হয় সেসকল প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনের সুবিধা প্রাপ্য হবে না;

(গ) প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হবার বৎসর হতে দশম বৎসর পর্যন্ত এই হ্রাসকৃত করহারের সুবিধা প্রাপ্য হবে;

(ঘ) এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এ প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কোনো শর্ত বা শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তৎকর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করতে পারবে;

(ঙ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;

(চ) কোনো আয়বর্ষে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির উপর পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গের দায়ে জরিমানা আরোপ করা হলে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এ প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত কর অব্যাহতি পাবে না; এবং

(ছ) ৩০ জুন ২০৩৫ তারিখের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যসায়িক কার্যক্রম শুরু করিতে ব্যর্থ হলে এ প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো প্রকার অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

৪.১.৩ শর্তের শিথিলতা, রহিতকরণ ও হেফাজত

এস, আর, ও নং ১০৪-আইন/আয়কর/২০২০, তারিখ: ২৫ মার্চ, ২০২০ ও এস, আর, ও নং ১৫৯-আইন/আয়কর-৩৪/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে, ২০২৪ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইলো এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এ প্রজ্ঞাপনের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে এ প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ১ এর শর্তানুচ্ছেদ (ক) তে উল্লিখিত অনুমোদনের শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে না, যথা:-

(ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইউনিট যারা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করেছে;

(খ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প বা শিল্প ইউনিট স্থাপনের উদ্দেশ্যে যারা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

৪.২ হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর করহার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও নং ২৪৫-আইন/আয়কর-৩৯/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ (অতঃপর এ প্রজ্ঞাপন বলে উল্লেখিত) দ্বারা হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নবর্ণিতভাবে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী ঘোষিত হাই-টেক পার্কে পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর তারিখ হতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসরের জন্য ১০০% এবং ৮ম, ৯ম ও ১০ম বৎসরের জন্য ৭০% হারে প্রদেয় আয়কর হতে শর্ত সাপেক্ষে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

৪.২.১ হাই-টেক পার্কে কর অব্যাহতির শর্তাবলি

(ক) প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে, যথা:-

(অ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত নূতন কোম্পানি হতে হবে এবং বিদ্যমান কোনো কোম্পানির কোনো ইউনিট হতে পারবে না;

(আ) বিদ্যমান ব্যবসার পুনর্গঠন, মার্জার, ডিমার্জার এর ফলশ্রুত কোম্পানি হতে পারবে না;

(ই) ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে এরূপ কোনো মেশিন, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি উক্ত পার্কের কোনো শিল্প ইউনিট স্থাপনে ব্যবহার করা যাবে না;

(ঈ) উক্ত হাই-টেক পার্কের বাহিরে কোনো শিল্প ইউনিট পরিচালনা করতে পারবে না এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত পার্কে অবস্থিত হতে হবে;

(উ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ট্রেডিং কোম্পানি হতে পারবে না;

(ঊ) বোর্ডের নিকট হাই-টেক শিল্প হিসেবে পরিগণিত হতে হবে;

(খ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;

(গ) প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হবার বৎসর হতে দশম বৎসর পর্যন্ত এ হ্রাসকৃত করহারের সুবিধা প্রাপ্য হবে;

(ঘ) এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এ প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কোনো শর্ত বা শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তৎকর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারবে;

(ঙ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে;

(চ) কোনো আয়বর্ষে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির উপর পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গের দায়ে জরিমানা আরোপ করা হলে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এ প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত কর অব্যাহতি পাবে না; এবং

(ছ) ৩০ জুন ২০৩৫ তারিখের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যসায়িক কার্যক্রম শুরু করতে ব্যর্থ হলে এ প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো প্রকার অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

৪.২.২ শর্তের শিথিলতা, রহিতকরণ ও হেফাজত

এস, আর, ও নং ২২৮-আইন/২০১৫, তারিখ: ০৮ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ ও এস, আর, ও নং ১৬০-আইন/আয়কর-৩৫/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইলো এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এ প্রজ্ঞাপনের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তাদের ক্ষেত্রে এ প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ১ এর শর্তানুচ্ছেদ (ক) তে উল্লেখিত অনুমোদনের শর্তাবলি প্রযোজ্য হবে না, যথা:-

(ক) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান যে সকল শর্তে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী হাই-টেক পার্ক হিসেবে ঘোষিত হয়েছে এবং তার সমর্থনে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন রয়েছে;

(খ) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান যে সকল শর্তে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী ঘোষিত হাই-টেক পার্কে শিল্প বা শিল্প ইউনিট স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েছে।

৫। **আয়কর আইন, ২০২৩ উল্লেখিত কতিপয় শব্দ ও রেফারেন্স সংশোধন।**

অর্থ আইন, ২০২৩ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এ নিম্নবর্ণিত শব্দ ও রেফারেন্সসমূহ সংশোধন করা হয়েছে, যথা-

(ক) সর্বত্র উল্লেখিত "আর্থিক প্রতিষ্ঠান", "আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে", "আর্থিক প্রতিষ্ঠানে" ও "আর্থিক প্রতিষ্ঠানের" শব্দগুলোর পরিবর্তে যথাক্রমে "ফাইন্যান্স কোম্পানি", "ফাইন্যান্স কোম্পানিকে", "ফাইন্যান্স কোম্পানিতে" ও "ফাইন্যান্স কোম্পানির" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে আয়কর আইনে ব্যবহৃত "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" বা এতদ্‌সম্পর্কিত শব্দগুলোর পরিবর্তে "ফাইন্যান্স কোম্পানি" বা এতদ্‌সম্পর্কিত শব্দগুলো ব্যবহার করতে হবে।

(খ) ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৮) এর দফা (ক) তে উল্লেখিত "আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন)" শব্দগুলো, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯ নং আইন) শব্দগুলো, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

(গ) সর্বত্র উল্লেখিত "Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969)" শব্দগুলো, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) শব্দগুলো, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত "অধ্যায়ের অধীন" শব্দগুলোর পরিবর্তে "অংশের অধীন" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ ধারা ১৪২ এর বিধানাবলি পুরো অংশ ৭ এর জন্য প্রযোজ্য হবে তা সুস্পষ্ট করা হলো।

(ঙ) ধারা ২৬০ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লেখিত "১৬৭" সংখ্যাটির পরিবর্তে "১৬৬" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই রেফারেন্স সংশোধনের ফলে রিটার্ন দাখিলের ধারা ১৬৬ এর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিষয়টি ধারা ২৬০ এ সুস্পষ্ট হলো।

৬। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ আনীত সংশোধনঅসমূহ

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। নিম্নে আনীত সংশোধনীসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৬.১ অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল" এবং "অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল" এর সংজ্ঞায় সংশোধন

আয়কর আইনে অনুমোদিত "আনুতোষিক তহবিল" এবং "অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল" বলতে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল, বার্ধক্য তহবিল ও পেনশন তহবিল বুঝাতো। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনের ফলে অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল, বার্ধক্য তহবিল ও পেনশন তহবিল বলতে কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল, বার্ধক্য তহবিল ও পেনশন তহবিল বুঝাবে।

৬.২ "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" এর সংজ্ঞা এর বিলোপ

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (১১) তে "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল। উক্ত সংজ্ঞাতে "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়েছিল। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) বিলুপ্তির ফলে উক্ত সংজ্ঞা অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়।

৬.৩ "আয়" এর সংজ্ঞায় সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (১৩) তে "আয়" এর সংজ্ঞা রয়েছে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে এই দফায় সংশোধনীর মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত উপায়ে অর্জিত পরিসম্পদ ব্যতীত অন্য যেকোনোভাবে অর্জিত পরিসম্পদ "আয়" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা;-

(অ) প্রাকৃতিকভাবে অর্জিত পরিসম্পদ;

(আ) কোনো ব্যক্তির স্বীয় সৃষ্ট পরিসম্পদ;

(ই) কোনো দায় বা বন্ধকের বিপরীতে অধিগ্রহণকৃত (foreclosure) পরিসম্পদ;

(ঈ) উত্তরাধিকার, উইল, অছিয়ত বা ট্রাস্টমূলে অর্জিত কোনো পরিসম্পদ;

(উ) বিনিময় বা ক্রয়মূলে অর্জিত কোনো পরিসম্পদ।

এই পরিবর্তনের ফলে সকল প্রকার দান,অনুদান, উপহার, বা অন্য কোনোভাবে অর্জিত পরিসম্পদ আয় হিসাবে গণ্য হবে এবং করারোপিত হবে।

৬.৪ "কর্মচারী" এর সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন

আয়কর আইন, ২০২৩ ধারা ২ এর দফা (২৫) অনুযায়ী "কর্মচারী" অর্থ কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে, অর্থ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য যেকোনো পরিচালক ও এইরূপ কোনো ব্যক্তি এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন পদবি নির্বিশেষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালন করেন।

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে উক্ত সংজ্ঞা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। নূতন সংজ্ঞা অনুযায়ী "কর্মচারী" অর্থ যেকোনো কর্মচারী এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন, যথা:-

(অ) কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে, তার যেকোনো পরিচালক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পদবি নির্বিশেষে ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালন করেন এরূপ কোনো ব্যক্তি;

(আ) কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, পদবি নির্বিশেষে ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালন করেন এরূপ কোনো ব্যক্তি;

(ই) এরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি নিয়োগকারী হতে বেতন প্রাপ্ত হন, নিয়োগকারীর নিয়ন্ত্রণাধীন ও নিয়োগকারীর নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হন এবং নিয়োগকারী কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে কাজ করেন;

(ঈ) আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী চাকরি হতে আয় প্রাপ্ত হয় এরূপ সকল ব্যক্তি।

তবে, চা-বাগানের কোনো শ্রমিক এবং দিনমজুর এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৬.৫ "কর কমিশনার" এর সংজ্ঞা সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (২৬ক) সংযোজনের মাধ্যমে "কর কমিশনার" এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী "কর কমিশনার" অর্থ ধারা ৪ এ উল্লেখিত এবং ধারা ৫ এর অধীন নিযুক্ত বা পদায়িত কর কমিশনার, মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) ও মহাপরিচালক (পরিদর্শন)।

৬.৬ "কর নির্ধারণ" এর সংজ্ঞা সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (২৬খ) সংযোজনের মাধ্যমে "কর নির্ধারণ" এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী "কর নির্ধারণ" অর্থ এই আইনের অধীন যেকোনো প্রকারের কর নির্ধারণ এবং পুনঃকর নির্ধারণ, অতিরিক্ত কর নির্ধারণ, অধিকতর কর নির্ধারণও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬.৭ "চার্টার্ড সেক্রেটারি" এর সংজ্ঞা সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৩৬ক) সংযোজনের মাধ্যমে "চার্টার্ড সেক্রেটারি" এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী "চার্টার্ড সেক্রেটারি" অর্থ চার্টার্ড সেক্রেটারীজ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত কোনো চার্টার্ড সেক্রেটারি।

৬.৮ "দাতব্য উদ্দেশ্য" এর সংজ্ঞায় সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৪৩) এ সংশোধন আনীত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর পূর্বে সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার দাতব্য উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হতো না যদি না তা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়; এবং যদি তা নিম্নবর্ণিত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়-

(১) কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির কোনো কার্যক্রম তা যেকোনো ধরনের বা প্রকারের হোক না কেন; অথবা

(২) পণের বিনিময়ে কোনো সেবা প্রদান করলে এবং কোনো আয়বর্ষে এরূপ পণের মোট মূল্য ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে;

আনীত সংশোধনীর ফলে সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার দাতব্য উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হবে না-

(অ) যদি না তা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হয়; এবং

(আ) যদি তা নিম্নবর্ণিত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়-

(১) কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির কোনো কার্যক্রম তা যেকোনো ধরনের বা প্রকারের হোক না কেন; অথবা

(২) পণের বিনিময়ে কোনো সেবা প্রদান করলে এবং কোনো আয়বর্ষে এরূপ পণের মোট মূল্য ১ (এক) কোটি টাকা অতিক্রম করলে;

৬.৯ দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সত্তাসমূহের করারোপণ সংক্রান্ত স্পষ্টিকরণ।

আয়কর আইন, ২০২৩ ধারা ২ এর দফা (১৩) তে সংজ্ঞায়িত ‘আয়’ রয়েছে এমন সকল করযোগ্য সত্তার আয়কর পরিশোধের আইনানুগ বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ১ এর দফা ১২ অনুযায়ী যেকোনো দান বা অনুদান যদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্য পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় তা মোট আয় হইতে বাদ যাবে। অর্থাৎ উক্তরূপ voluntary contribution বা grant বা donation যদি কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয় তবে তা উক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে না। এছাড়াও এ সকল voluntary contribution বা grant বা donation যদি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয় তবে তাও উক্ত ব্যক্তির হাতে করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে না। তবে এক্ষেত্রে সবর্দা আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) ও (৬) প্রযোজ্য হবে। ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ১ এর দফা ১২ নিম্নরূপ, যথা:-

(১২) যেকোনো দান বা অনুদান যদি উহা-

(ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্য পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়; বা

(খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়।

৬.৯.১ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আইনানুগ সংজ্ঞা কী?

আয়কর আইনে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। তবে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৪৩) এ দাতব্য উদ্দেশ্য এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। ফলে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি আইনে সংজ্ঞায়িত দাতব্য উদ্দেশ্যে কোনো voluntary contribution বা grant বা donation গ্রহণ করে তবে তাকে কেবল উক্ত voluntary contribution বা grant বা donation গ্রহণের প্রেক্ষিতে দাতব্য প্রতিষ্ঠান বলা যাবে না। দাতব্য প্রতিষ্ঠান হতে হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং এ মর্মে কর কমিশনার হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৬.৯.২ প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি দাতব্য কার্যক্রম পরিচালনা কি প্রতিষ্ঠানকে দাতব্য প্রতিষ্ঠান করে তোলে?

কোনো প্রতিষ্ঠান তার স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি দাতব্য উদ্দেশ্যে যেকোনো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার আইনগত বাধা নেই। তবে, এক্ষেত্রে এই আইনের উদ্দেশ্যে কেবল কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান-ই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হবেন। এই ক্ষেত্রে কর কমিশনার কঠোরভাবে আয়কর আইন, ২০২৩ এবং এই পরিপত্রের অনুশাসন ও ব্যাখ্যা অনুসরণ করবেন।

৬.৯.৩ কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সাধারণভাবে দাতব্য উদেশ্যে পরিচালিত কিন্তু আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত 'দাতব্য উদ্দেশ্য' পরিচালিত না হলে তাকে দাতব্য প্রতিষ্ঠান বলা যাবে কি?

না। যেমন আয়কর আইন অনুযায়ী কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান পণের বিনিময়ে সেবা প্রদান করলে এবং কোনো আয়বর্ষে এরূপ পণের মোট মূল্য ১ (এক) কোটি টাকা অতিক্রম করলে উক্ত প্রতিষ্ঠান দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় বলে গণ্য হবে।

৬.৯.৪ Non-Profit Organization কি দাতব্য প্রতিষ্ঠান?

যদি কোনো Non-Profit Organization এর কার্যক্রম কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির হয় অথবা কোনো Non-Profit Organization পণের বিনিময়ে সেবা প্রদান করলে এবং কোনো আয়বর্ষে এরূপ পণের মোট মূল্য ১ (এক) কোটি টাকা অতিক্রম করলে উক্ত প্রতিষ্ঠান দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় বলে গণ্য হবে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৭০) অনুযায়ী "**ব্যবসা**" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;

(খ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা;

(গ) লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তার পণ্য বা সেবার বিনিময়; বা

(ঘ) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি;

অর্থাৎ ব্যবসা For Profit এবং Not for Profit হতে পারে।

৬.৯.৫ দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কি করমুক্ত?

না। দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে আয়কর আইনের কোনো বিধান দ্বারা করমুক্ত কোনো সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়নি। তবে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা কেবল ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে তা মোট আয় হইতে বাদ যাবে। এছাড়া, দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যকোনো প্রকার আয় না থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাভাবিক নিয়মে কর পরিশোধ করতে হবে না।

উদাহরণ ১

নাসির উদ্দিন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট চট্টগ্রাম ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান যা সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসারে নিয়োজিত। এর সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার ব্যতীত অন্য কোনো কর্মকান্ডে কোনো প্রকারের সংশ্লেষ নেই। এ ট্রাস্ট কেবল গৃহীত দান বা অনুদানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ ট্রাস্ট কোনো প্রকারের বাণিজ্য বা ট্রেডিং বা কারবার প্রকৃতির কোনো কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত নয়। ট্রাস্টের সুদ আয় এবং গৃহীত দান-অনুদান ব্যতীত অন্যকোনো আয় নেই। নাসির উদ্দিন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর কমিশনার কর্তৃক দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত। আইনের অন্যান্য বিধান পরিপালন সাপেক্ষে এই ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কেবল দান বা অনুদান করমুক্ত থাকবে।

উদাহরণ ২

সবুজ বাংলা ফাউন্ডেশন ডেইরি, গবাদি পশুর মোটা-তাজাকরণ ও মাংস বিক্রয় কর্মকান্ডে নিয়োজিত। এ সকল কর্মকান্ড হতে তাদের আয় রয়েছে। এছাড়াও তারা বিভিন্ন ব্যক্তি হতে দান অনুদান প্রাপ্ত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের সকল প্রকার আয় দিয়ে সাধারণ জন-উপযোগের উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসারে নিয়োজিত। এ প্রতিষ্ঠান দাতব্য উদ্দেশ্যে পরিচালিত বলে গণ্য হবে কিনা? না। হবে না। যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির কোনো কার্যক্রমের সাথে জড়িত সেহেতু তার সকল প্রকারের আয় স্বাভাবিক নিয়মে করযোগ্য হবে।

৬.৯.৬ দাতব্য উদ্দেশ্য কী এবং এর ব্যাপ্তি কত?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২(৪৩) এ দাতব্য উদ্দেশ্য এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

“**দাতব্য উদ্দেশ্য**” অর্থ-

(ক) দরিদ্রের জন্য ত্রাণ, শিক্ষা ত্রাণ, চিকিৎসা ত্রাণ; এবং

(খ) সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার,

তবে সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার দাতব্য উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না-

(অ) যদি না উহা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হয়; এবং

(আ) যদি উহা নিম্নবর্ণিত কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়-

(১) কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায় প্রকৃতির কোনো কার্যক্রম উহা যেকোনো ধরনের বা প্রকারের হোক না কেন; অথবা

(২) পণের বিনিময়ে কোনো সেবা প্রদান করিলে এবং কোনো আয়বর্ষে এইরূপ পণের মোট মূল্য ১ (এক) কোটি টাকা অতিক্রম করিলে;

অর্থাৎ দরিদ্রের জন্য যেকোনো প্রকারের ত্রাণ, যেকোনো শিক্ষা ত্রাণ, যেকোনো চিকিৎসা ত্রাণ কোনো প্রকারের শর্ত পরিপালন ব্যতিরেকেই দাতব্য উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়াও নিম্নবর্ণিত তিনটি শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে সাধারণ জন-উপযোগের কোনো উদ্দেশ্যের উন্নতি বা প্রসার দাতব্য উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হবে, যথা:-

অ। উক্তরূপ সাধারণ জন-উপযোগের উন্নতি বা প্রসার কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

আ। উক্তরূপ সাধারণ জন-উপযোগের উন্নতি বা প্রসার কোনো প্রকারের কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসায়িক প্রকৃতির হওয়া যাবে না;

ই। উক্তরূপ সাধারণ জন-উপযোগের বা উপযোগসমূহের উন্নতির বা প্রসারের বিনিময়ে কোনো পণ গ্রহণ করিলে তার মোট মূল্য বার্ষিক অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা হবে।

ত্রাণসহ সাধারণ জন-উপযোগসমূহের উন্নতি বা প্রসার বলতে কী কী কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার একটি বিবরণ নিম্নবর্ণিত সারণীতে উপস্থাপন করা হলো, যথা:

সারণী

ক্রমিক নং	বর্ণনা	কার্যক্রম
১। দরিদ্রের জন্য ত্রাণ		
১।	খাদ্য বিতরণ কর্মসূচী	বিনামূল্যে দরিদ্র মানুষের মাঝে যেকোনো প্রকারের খাদ্য সরবরাহ, যেকোনো মুদি সরবরাহ।
২।	পোষাক বিতরণ কর্মসূচী	বিনামূল্যে দরিদ্র মানুষের মাঝে যেকোনো প্রকারের পোশাক, জুতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা।
৩।	আশ্রয়ণ সহায়তা	গৃহহীনদের জন্য বিনামূল্যে গৃহের ব্যবস্থা।
৪।	স্বাস্থ্য পরিষেবা	বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান।
৫।	প্রশিক্ষণ	দারিদ্রতা হতে উত্তরণের নিমিত্ত বিনামূল্যে যেকোনো কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬।	কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প	যেকোনো প্রকারের অবকাঠামোগত, স্যানিটেশন, এবং বিশুদ্ধ পানিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত বিনিময়হীন যেকোনো উদ্যোগ।
৭।	দুর্যোগ ত্রাণ	খাদ্য, জল, বস্ত্র বিতরণ এবং অস্থায়ী আশ্রয় প্রদানসহ যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা জরুরী পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে বিনামূল্যে সহায়তা করা।
৮।	অ্যাডভোকেসি এবং সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান	দারিদ্র্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, নীতি পরিবর্তনের পক্ষে বিনামূল্যে অ্যাডভোকেসি করা এবং দারিদ্র্য ও অসমতার মূল কারণগুলিকে মোকাবেলা করার লক্ষ্যে গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপ যার বিনিময়ে কোনো ব্যক্তি বা কমিউনিটিকে কোনো মূল্য পরিশোধ করতে হয় না।
২। চিকিৎসা ত্রাণ		
১।	ওষুধ ও চিকিৎসার	বিনামূল্যে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি বিতরণ।

	সরঞ্জামাদি বিতরণ	
২।	মেডিক্যাল ক্যাম্প	সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য চেক-আপ, পরামর্শ, টিকা এবং প্রাথমিক চিকিৎসাসহ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন।
৩।	মোবাইল ক্লিনিক	প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় বিনামূল্যে ওষুধসহ যেকোনো প্রকারের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
৪।	ডিজাস্টার রেসপন্স টিম	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংঘাত, বা মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও কমিউনিটিকে জরুরী চিকিৎসা সেবা এবং সহায়তা প্রদানের জন্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, ওষুধ, চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবকদের একত্রিত করা এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
৫।	স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম	প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন, পুষ্টি এবং রোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো দল বা কমিউনিটিকে সচেতন করার জন্য কর্মশালা, সেমিনার এবং সচেতনতা প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
৬।	টেলিমেডিসিন পরিষেবা	ভৌগলিক বাধা, চলাফেরার সমস্যা বা অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে স্বাস্থ্যসেবায় অধিগম্যতার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বাধা দূরীকরণে বিনামূল্যে প্রদত্ত যেকোনো টেলিমেডিসিন পরিষেবা।
৭।	অরক্ষিত (Vulnerable) জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য পরিষেবা	অরক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন- উদ্বাস্তু, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে প্রদত্ত যেকোনো প্রকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা।
৮।	প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি	স্বাস্থ্যসেবা, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং জরুরী প্রতিক্রিয়া (emergency response) প্রদানে স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটি সদস্যদের জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সদস্যদের জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং কর্মশালা পরিচালনা করা।

৯।	মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা	ট্রমা, স্ট্রেস, বা মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাধি দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, কাউন্সেলিং এবং মনোজাগতিক সাহায্য প্রদান।
১০।	স্বাস্থ্য অবকাঠামো	সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, ক্লিনিক এবং হাসপাতালগুলির নির্মাণ, সংস্কার এবং উন্নতিতে অর্থ দান বা এ সকল অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক হস্তান্তর বা স্থাপন।
১১।	মেডিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট	স্বাস্থ্যসেবায় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং স্বাস্থ্যের ফলাফল উন্নত করতে চিকিৎসা গবেষণা, উদ্ভাবন এবং নতুন চিকিৎসা, ওষুধ এবং প্রযুক্তির উন্নয়নে বিনিয়োগ।
১২।	সহযোগিতা এবং অ্যাডভোকেসি	সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবায় অধিগম্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত নীতি এবং উদ্যোগের পক্ষে সমর্থন করার জন্য সরকারি সংস্থা, এনজিও, স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা এবং অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলির সাথে সহযোগিতা করা।
৩। শিক্ষা ত্রাণ		
১।	শিক্ষা দান ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	দরিদ্রজনগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে শিক্ষা দান এবং কর্মমুখী টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
২।	স্কুল নির্মাণ এবং অবকাঠামোর উন্নতি	সুবিধাবঞ্চিত বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনুকূল শিক্ষার পরিবেশ প্রদানের জন্য স্কুল, শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি এবং অন্যান্য শিক্ষাগত সুবিধা তৈরি করা।
৩।	শিক্ষা উপকরণ বিতরণ	অসমর্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক, স্কুল সরবরাহ, ইউনিফর্ম এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা।
৪।	শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি	শিক্ষকদের শিক্ষাদানের দক্ষতা, শিক্ষাগত জ্ঞান এবং শ্রেণীকক্ষ পরিচালনার কৌশলগুলিকে উন্নত করার

		জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং কর্মশালা পরিচালনা করা।
৫।	বৃত্তি এবং আর্থিক সহায়তা	দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, অনুদান এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান।
৬।	কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার	দরিদ্র শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিপূরক টিউটরিং, মেন্টরিং এবং একাডেমিক সাহায্য প্রদানের জন্য কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার বা স্কুল-পরবর্তী প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা।
৭।	ডিজিটাল লিটারেসি প্রোগ্রাম	ছাত্র-ছাত্রী বা কমিউনিটির জন্য কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ এবং ডিজিটাল সাক্ষরতায় অধিগম্যতা নিশ্চিত গৃহীত যেকোনো কার্যক্রম।
৮।	প্রারম্ভিক শৈশব শিক্ষা-উদ্যোগ	প্রাথমিক শৈশব শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্রি-স্কুলগুলিকে যেকোনো প্রকারের সহায়তা।
৯।	বিশেষ শিক্ষা সহায়তা	ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষভাবে গৃহীত যেকোনো শিক্ষামূলক পরিষেবা ও সম্পদের বিতরণ।
১০।	শিক্ষাক্রম উন্নয়ন	শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনদের সাথে সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পাঠ্যক্রম বিকাশের জন্য সহযোগিতা করা।
১১।	গণসাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম	বয়স্কদের জন্য সাক্ষরতা ক্লাস, বয়স্ক শিক্ষা কোর্স এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম প্রদান করা।
১২।	জরুরি পরিস্থিতিতে সংকট মোকাবেলার প্রশিক্ষণ	জরুরি অবস্থা, সংকট বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত শিশু বা কমিউনিটিকে এ সকল অবস্থা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সম্পদ প্রদান করা।
৪। সাধারণ গণ-উপযোগের উন্নতি বা প্রসার		
৪.১। জন-সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী		
১।	তথ্য প্রচারণা অভিযান	গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা, পরিবেশ দূষনজনিত উদ্বেগ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও স্থানীয় সমাজের উন্নয়নমূলক

		কর্মসূচী সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ।
		ব্রোশারস (brochures), পোস্টার (posters) এবং ফ্লাইয়ারের (flyers) মতো তথ্যমূলক সামগ্রী বিতরণের মধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা এবং আচরণগত পরিবর্তনে উৎসাহিত করা।
২।	কর্মশালা এবং সেমিনার	স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আর্থিক সাক্ষরতা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব বজায় রাখা এবং নাগরিক সম্পৃক্ততার মতো বিষয়সমূহে কর্মশালা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন।
		বিশেষজ্ঞ, পেশাদার এবং বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দদের আমন্ত্রণ জানানো, যাতে করে তারা অংশগ্রহণকারীদের সাথে জ্ঞান, দক্ষতা এবং স্ব স্ব বিভাগের সর্বোত্তম অনুশীলনসমূহ জানতে ও জানাতে পারেন।
৩।	যোগাযোগ ও গণমাধ্যমের প্রসার	তথ্য প্রচার এবং জনসাধারণের সাথে জড়িত থাকার জন্য প্রচলিত গণমাধ্যম (টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র) এবং আধুনিক/ডিজিটাল মাধ্যম (সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট, ব্লগ) ব্যবহার করা।
		আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু, বৈচিত্র্যময় ভিডিও এবং তথ্যচিত্র তৈরি করে দর্শকদের কাছে মূল্যবান বার্তা পৌঁছে দেয়া এবং তাদের কর্মে উৎসাহিত করা।
৪।	কমিউনিটি সংলাপ ও আলোচনা	উন্মুক্ত যোগাযোগ, সহযোগিতা, এবং স্থানীয় ইস্যুতে ঐকমত্য সৃষ্টির জন্য কমিউনিটি সংলাপ, গোলটেবিল আলোচনা, উঠান বৈঠক এবং টাউন হল সমাবেশ এর প্রসার করা।
		বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষকে তাদের মতামত জানানো, অভিজ্ঞসতাসমূহ নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া।
৫।	সামাজিক সমস্যাসমূহের	বাল্যবিবাহ, পারিবারিক নির্যাতন, মাদকাসক্তি এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিকলাঙ্গতার মতো সামাজিক

	সচেতনতামূলক প্রচারণা	সমস্যাসমূহের ব্যাপারে প্রচার-প্রচারনা, সেমিনার ও কমিউনিটি আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৪.২ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী		
১।	জীবিকা অর্জনে সহায়তাকরণ উদ্যোগ	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দারিদ্রসীমার মাঝে বসবাসকারী মানুষদের আয়ের স্থায়ী উৎস তৈরিতে এবং তাদের আর্থিক উন্নয়নের সম্ভাবনার বিকাশ করা।
		দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ছোট ব্যবসা আরম্ভ বা প্রসারিত করতে এবং তাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, বিভিন্ন সঞ্চয় গোষ্ঠীসমূহে অন্তর্ভুক্তি এবং আর্থিক সাক্ষরতার বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
২।	সমাজকল্যাণ পরিষেবা	অর্থনৈতিক সংকটাপন্ন পরিবার ও ব্যক্তিদের খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা, বাসস্থানের সহায়তা এবং বস্ত্র বিতরণের মতো জরুরি সেবা প্রদান করা।
		সরকারি দপ্তর, এনজিও এবং কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন চিহ্নিতকরণ এবং তা পূরণে উদ্যোগ গ্রহণ।
৩।	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান	নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তান ও প্রাপ্তবয়স্কদের মানসম্মত শিক্ষা, সাক্ষরতা কর্মসূচী এবং শিক্ষা উপকরণের সুযোগ নিশ্চিত করতে শিক্ষা ও শিক্ষা অবকাঠামোতে বিনিয়োগ।
		অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণে সহায়তা করতে বৃত্তি, অনুদান এবং মানসম্পন্ন পাঠদান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান।
৪।	কমিউনিটিসমূহের সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প	দারিদ্রপীড়িত এলাকাসমূহের অবকাঠামো, স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পানি সরবরাহ এবং জনসেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।

		উন্নয়নমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণে কমিউনিটিসমূহের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে কর্মসূচিগুলোর প্রতিটি সদস্যদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা।
৪.৩ নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত উদ্যোগ		
১।	লিঙ্গা-ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণে পৃষ্ঠপোষকতা	জনসচেতনতা অভিযান, নীতিগত সমর্থন ও আইনী সংস্কারের মধ্য দিয়ে লিঙ্গা-ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণে, নারীর অধিকার এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।
		লিঙ্গা-ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ, নারী নির্যাতন এবং লিঙ্গা বৈষম্য প্রতিষ্ঠা করে প্রচলিত এমন ক্ষতিকারক সাংস্কৃতিক প্রথার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি।
২।	নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম	নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ, পরামর্শদান ও পরস্পরের প্রতি যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং নিজ কমিউনিটি ও কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা পালনের ক্ষমতা বিকাশ করা।
		সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, শাসন কাঠামো, এবং স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে নারীদের অংশগ্রহণের প্রচার ও প্রসার।
৩।	জনসাধারণের সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিতকরণ	নারী উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আর্থিক সেবা, ঋণ, সঞ্চয়ী হিসাব এবং বীমা পণ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা।
		আয় উপার্জনকারী কর্মকাণ্ড, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ এবং নারী-মালিকানাধীন উদ্যোগ ও সমবায় সমিতিগুলোকে সমর্থন করার মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
৪।	স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকার	নারীদের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃসেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

		নারীদের প্রজনন অধিকার, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের সুযোগ, এবং মাতৃমৃত্যু ও এইচআইভি/এইডসের মতো লিঙ্গভিত্তিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যাপারে প্রচারণা বৃদ্ধি।
৪.৪ গণতন্ত্র এবং সুশাসনের উদ্যোগ		
১।	ভোটার সচেতনতা এবং নাগরিক সম্পৃক্ততা	নাগরিকদেরকে তাদের ভোটাধিকার, নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ভোটার শিক্ষা প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
		ভোটার নিবন্ধন তথ্যভাণ্ডার, টাউন হল সভা এবং প্রার্থীদের আলোচনা সভা (ফোরাম) আয়োজনের মাধ্যমে ভোটদান ও নাগরিক অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করা।
২।	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রচার	সরকারি প্রতিষ্ঠান, জনগণের অর্থ ব্যবহার, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নিশ্চিতকরণের পক্ষে প্রচারণা।
		গণতান্ত্রিক নীতি এবং জনগণের আস্থার প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকাণ্ড, বাজেট এবং নীতিগুলি পর্যবেক্ষণ করা।
৩।	নাগরিক সমাজ সংস্থাসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি	নাগরিক সমাজের সংগঠন, কমিউনিটি এবং তৃণমূল কর্মীদের প্রশিক্ষণ, সংস্থান এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে তাদের সহযোগিতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণের প্রচেষ্টাকে সুদৃঢ় করা।
		জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বর্ধনের লক্ষ্যে পর্যবেক্ষক দল, অ্যাডভোকেসি জোট (advocacy coalitions) এবং নাগরিক পর্যবেক্ষণ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নকে সমর্থন করা।
৪।	স্থানীয় শাসনব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ	স্থানীয় সরকার, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়ার্ড কাউন্সিলের দক্ষতা বৃদ্ধি করে কার্যকরভাবে জনসেবা প্রদান, নাগরিকদের সম্পৃক্ত করা এবং স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা।

		স্থানীয় পর্যায়ে সকলের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, জনগোষ্ঠীসমূহের সাথে আলোচনা এবং নাগরিক পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা।
৪.৫ মানবাধিকার বিষয়ক প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি		
১।	সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান	মানবাধিকার, সমতা, এবং বৈষম্যহীনতার প্রচার এবং প্রশারের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান ও গনশিক্ষামূলক উদ্যোগ পরিচালনা করা।
		গণযোগাযোগমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং কমিনিটিসমূহের সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের সহায়তায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়বস্তুসমূহ চিহ্নিতকরণ, জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং এ বিষয়ক আলোচনা ও উপলব্ধির উন্নয়ন।
২।	আইনগত সহায়তা ও সেবা	মানবাধিকার লঙ্ঘন, বৈষম্য বা অবিচারের সম্মুখীন ব্যক্তি এবং কমিউনিটিসমূহের জন্য বিনামূল্যে আইনি সহায়তা, পরামর্শ এবং মামলাজনিত প্রতিনিধিত্ব প্রদান।
		মানবাধিকার রক্ষা, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধীদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন সংস্কার, নীতি পরিবর্তন এবং বিদ্যমান আইন কঠোর প্রয়োগের পক্ষে সমর্থন প্রদান এবং প্রচার ও প্রসারে সহায়তা প্রদান।
৩।	মানবাধিকার লঙ্ঘনের নথিপত্র সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ	গবেষণা, নথি সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন, বৈষম্যের ঘটনাবলির চিত্রায়ন এবং নাগরিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনজনিত ঘটনাবলির নথিবদ্ধকরণ।
		মানবাধিকার পরিস্থিতি, পদ্ধতিগত অবিচার (systemic injustices) এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মান সংরক্ষণে ব্যর্থতার বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলিকে পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন জমা প্রদান।

৪।	অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন	নারী, শিশু, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু, শরণার্থী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও প্রান্তিক গোষ্ঠীকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হতে, সেবা গ্রহণে এবং বিভিন্ন বিষয়ে উক্ত জনগোষ্ঠী কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতায়ন করা।
		প্রান্তিক কমিউনিটির নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণ উন্নয়নে সহায়তা সেবাসহ আইনি সহায়তা এবং সমর্থন প্রদান করা।
৪.৬ ধর্মনিরপেক্ষতা		
১।	ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও আইনের পক্ষে সমর্থন	ধর্মনিরপেক্ষতা এবং আইন, নীতি ও সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা, বহুধর্মবাদ, ও সহনশীলতার সুরক্ষা নিশ্চিত করার পক্ষে সমর্থন প্রদান।
২।	আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং সহযোগিতা	শান্তি, সহাবস্থান, এবং সামাজিক সম্প্রীতি উন্নত করার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমির জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সংলাপ, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।
		আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠান, সম্মেলন ও ফোরাম আয়োজনের মাধ্যমে যৌথ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা, পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সমন্বয় সাধন করা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগানো।
৩।	চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষা	মানুষের স্বাভাবিক বিবেক, বিশ্বাস, ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করা, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয়, দার্শনিক, এবং মতাদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ ও প্রকাশের অধিকার।
		ধর্মীয় বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্য, নির্যাতন বা সহিংসতার বিরোধিতা করা এবং আইনের আশ্রয়ে তাদের সুরক্ষার পক্ষে সমর্থন জানানো।
৪।		ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ, মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, সমালোচনামূলক চিন্তাধারা, প্রমাণ-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত

	ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ এবং নীতির শিক্ষা	গ্রহণ, এবং ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার গুরুত্ব বিষয়ে শিক্ষা ও গণমাধ্যমে আলোচনা উৎসাহিত করা।
		ধর্মীয় মতবাদ বা অনুশীলনের বাইরে, নৈতিকতা, নীতিশাস্ত্র এবং নাগরিক মূল্যবোধকে সমর্থন করে এমন ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষামূলক উদ্যোগ, ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় এবং কর্মসূচি প্রণয়ন।
৪.৭ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের ক্ষমতায়ন		
১।	সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম	সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, কমিউনিটি পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন।
		সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, স্যানিটেশন, এবং বিশুদ্ধ পানির মতো মৌলিক পরিষেবাগুলিতে নিশ্চিতকরণ।
২।	জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	প্রান্তিক ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান এবং আয়-উপার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কাজের প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন।
		স্বাভাবিক ব্যক্তির ব্যবসা আরম্ভ করতে বা সম্প্রসারণে সহায়তা করার জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও ক্ষুদ্র ব্যবসাসমূহের ঋণ প্রাপ্তি সহজতর করা।
৩।	আইনগত সহায়তা ও সেবা	সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বৈষম্য, নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আইনি সহায়তা, পরামর্শ ও মামলাসমূহে তাদের প্রতিনিধিত্বকরণ।
		প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য নীতি পরিবর্তন, আইনি সংস্কার এবং বিদ্যমান আইন প্রয়োগের নিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় কর্মসূচীর প্রচার ও প্রসার।

৪।	স্বনির্ভরতা কার্যক্রম ও কর্মশালা	প্রান্তিক গোষ্ঠীর মাঝে আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা তৈরি করতে ক্ষমতায়ন কর্মশালা, সেমিনার, এবং নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা।
		প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠকরণ ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহকর্মী সহায়তা নেটওয়ার্ক, পরামর্শদাতা কর্মসূচি এবং কমিউনিটি সংগঠিত কর্মকান্ড সহজতরকরণ।
৫।	সচেতনতামূলক প্রচারণা এবং শিক্ষা	সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, বৈচিত্র্য এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতা সৃষ্টিকারী অভিযান ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
		প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং সহায়ক অন্যান্য সুবিধার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের স্বার্থে কথা বলার ক্ষমতা ও সহায়তা সেবা প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
৬।	জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও অধিকার আদায়ে সমর্থন	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, কমিউনিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্বার্থ সমর্থন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং তা সহজতর করা।
		প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিব্যক্তি ও আকাঙ্ক্ষা জোরদার করার জন্য, তৃণমূল আন্দোলন, অ্যাডভোকেসি গ্রুপ এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন গঠনে সহায়তা প্রদান।
৪.৮ শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন		
১।	শিক্ষা লাভের সুযোগ ও অধিকার	শিক্ষাবৃত্তি, স্কুলের সরঞ্জামের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষামূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুযোগ-সুবিধা সমৃদ্ধ মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।
		প্রতিবন্ধী শিশু, সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তা পূরণের লক্ষ্যে সকলের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি ও পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণ।

২।	শিশু সুরক্ষা ও কল্যাণ	শিশু নির্যাতন, শোষণ, উপেক্ষা ও পাচার প্রতিরোধ এবং এই সমস্যাগুলি মোকাবেলায় শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা, হটলাইন এবং নিরাপদ আশ্রয় স্থাপন করা।
		নির্যাতন, সহিংসতা ও শোষণের শিকার শিশুদের পরামর্শদান, পুনর্বাসন ও তাদের সমাজে পুনঃঅন্তঃর্ভুক্তি সেবা প্রদান করা।
৩।	কিশোর ও যুব নেতৃত্ব এবং দক্ষতার উন্নয়ন	নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, জীবন দক্ষতা কর্মশালা ও পরামর্শদানের কার্যক্রমের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী এবং যুবক-যুবতীদের সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের বাহক হিসেবে গড়ে তোলা।
		কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের নেতৃত্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সামাজিক ন্যায়ের মতো বিষয় সম্পর্কিত উদ্যোগ, কমিউনিটি সেবা প্রকল্প এবং সচেতনতামূলক আন্দোলন তৈরিতে সহায়তা করা।
৪।	স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুষ্টি সচেতনতা কর্মসূচি	শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সুস্থতা ও বিকাশের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি সহায়তা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান করা।
		সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধ এবং সুস্থ জীবনযাপন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইতিবাচক অভ্যাস ও আচরণ গড়ে তোলা।
৫।	সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড	শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক দক্ষতা বিকাশের জন্য শিল্পীসুলভ প্রতিভার প্রকাশ, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রমের সুযোগ প্রদান করা।
		ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিল্পকলা প্রদর্শনী, সঙ্গীত কর্মশালা ও নাট্য মঞ্চনা করে দলগত মনোভাব, সহনশীলতা এবং স্ব-অভিব্যক্তি উন্নয়নে সহায়তা করা।
৬।	শিশু অধিকার সচেতনতা ও অংশগ্রহণ	শিশুদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বর্ধনের জন্য শিক্ষামূলক প্রচার, কর্মশালা এবং শিশু-কেন্দ্রিক উপকরণের ব্যবহার।

		সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, কমিউনিটি উন্নয়নের উদ্যোগ ও নীতি সহায়ক কর্মকাণ্ডে কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।
৪.৯ বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা		
১।	বয়স্কদের জন্য সেবাকেন্দ্র	বয়স্কদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার বা ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন, সামাজিক কর্মকাণ্ড, বিনোদনমূলক কর্মসূচী এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।
		বয়স্কদের সামাজিক যোগাযোগ ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান ও কর্মশালা আয়োজন।
২।	বয়স্ক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সমর্থন ও এ বিষয়ক পরামর্শ প্রদান	বয়স্ক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, সামাজিক সুরক্ষা ও আইনগত অধিকার সংক্রান্ত বিশেষ প্রয়োজন ও উদ্বেগ মেটাতে পরামর্শ প্রদান।
		নিঃসঙ্গ, নির্যাতিত বা অবহেলিত বয়োজ্যেষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করার লক্ষ্যে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সরবরাহ।
৩।	বয়োজ্যেষ্ঠ ও তরুণদের মধ্যকার সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ কর্মসূচি	বয়োজ্যেষ্ঠ ও তরুণদের মধ্যকার সম্পর্ক সুদৃঢ়ীকরণ ও পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি, পারস্পরিক সহায়তা ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রজন্মসমূহের অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচি গড়ে তোলা।
		বয়োজ্যেষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ও দক্ষতা তরুণ সমাজের সদস্যদের সাথে বিনিময়ের মাধ্যমে কার্যকরী উদ্যোগ বাস্তবায়ন।
৪।	স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কর্মসূচি	বয়স্কদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কল্যাণমূলক ক্লিনিক পরিষেবা এবং শরীরচর্চা কর্মসূচি পরিচালনা করা।
		বয়স্কদের সাধারণ স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলি প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিষেধক এবং সহজতর রোগ নির্ণয় মাধ্যমের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ।

৫।	বয়স্ক স্বনির্ভরতা কার্যশালা	বয়স্কদের স্বাধীন ও সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সাক্ষরতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা ও আইনগত অধিকার বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন।
		প্রবীনদের সাথে নুতন প্রজন্মের মাঝে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের ফলে যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে তা দুরীকরণে ও তাদের অনলাইন মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা ও এর সাথে জড়িত যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিতকরণের স্বার্থে প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬।	পরিবহন পরিষেবা	বয়স্কদের চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ, সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিত করতে পরিবহন সেবা চালু করা অথবা স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রম গড়ে তোলা।
		বয়স্কদের চলাচল সহজতর করার লক্ষ্যে বয়স্ক-বান্ধব গণপরিবহন ও অবকাঠামোর নির্মাণের পক্ষে জোড়ালো দাবি জানানো।
৪.১০ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ		
১।	বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচি	বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনন্য শিক্ষণগত প্রয়োজনীয়তা পূরণকল্পে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশেষায়িত শিক্ষা কার্যক্রম প্রদান করা।
		কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং জীবনযাপনের দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে তাদের আয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা ও সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ।
২।	কর্মসংস্থানের সুযোগ	কর্মসংস্থান সহায়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, কর্মজীবনের প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
		বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক নিয়োগ পদ্ধতি এবং কর্মক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানের পক্ষে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করা।
৩।	সমাজে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী	বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজের বিভিন্ন স্তরে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে ঘিরে বিভিন্ন

	ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের কর্মসূচি	সামাজিক অনুষ্ঠান, বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
		কমিউনিটি-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সখ্যতা, আত্মমর্যাদাবোধ এবং এই সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তাদের অনুভূতি গড়ে তোলা।
৪।	অধিকার ও সমাজের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	বুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করা, যার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান এবং কমিউনিটি সেবার অন্তর্ভুক্তি রয়েছে।
		বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বাত্মকভাবে প্রতিটি স্তরে নাগরিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত পরিবেশ ও অবকাঠামো উন্নয়নে প্রাধান্য দেয়া।
৫।	পরিবার কল্যাণ সেবা	বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবারের জন্য পরামর্শ, অবকাশ যাপন সেবা এবং যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা সেবা প্রদান।
		পরিবারের সদস্যদের জন্য তাদের প্রিয় মানুষদের ব্যক্তিগত চাহিদা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য এবং তাদের বিকাশে সহায়তা করার উপায় সম্পর্কে প্রশিক্ষণের কর্মসূচি প্রদান করা।
৬।	আইনগত ও অভিভাবকত্ব সহায়তা	অভিভাবকত্ব ব্যবস্থাপনা এবং আইনগত স্বীকৃতির সমর্থনসহ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় আইনগত সহায়তা প্রদান।
		বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উন্নতির লক্ষ্যে আইনি সহায়তা প্রতিষ্ঠা করা।
৭।	স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তা প্রদান	বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়মিত চেকআপ এবং রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উন্নয়নসহ সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ।
		বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৪.১১ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন		
১।	অবকাঠামো উন্নয়ন এবং এর সুযোগের সহজলভ্যতা	সমাজের সকল স্তরে, ভবনে, পরিবহনে ও ডিজিটাল মাধ্যমগুলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা পূরণের এবং এর সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মান নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের পক্ষে সমর্থন প্রদান।
		নীতিনির্ধারক ও নগর পরিকল্পনাকারদের সহায়তায় সকলের জন্য অবাধ ও সহজলভ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো ও পরিবেশ নির্মাণ।
২।	সহায়ক উপকরণ ও প্রযুক্তি	শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীনতা, গতিশীলতা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার লক্ষ্যে সহায়ক উপকরন, গতিশীলতা সহায়ক সরঞ্জাম এবং অভিযোজিত (adaptive) প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার প্রদান।
		প্রতিদিনের কার্যকলাপ, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানে সহায়ক প্রযুক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে ব্যক্তিদের সহায়তা করার জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়ক সেবা প্রদান করা।
৩।	শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন	শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষাগত চাহিদা পূরণ করে এমন অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি ত্বরান্বিতকরণ।
		বিশেষায়িত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদান করা যা শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে ও তাদের কর্মজীবনের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম করে।
৪।	কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা	শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমান কর্মসংস্থানের সুযোগ, উপযোগী বাসস্থান এবং সহায়ক কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।
		আর্থিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে সক্ষম হবার জন্য উদ্যোক্তা, স্বাবলম্বিতা এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে উৎসাহিত করা।

৫।	ক্রীড়া, বিনোদনমূলক কার্যক্রম	শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সকল প্রকার ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।
		শারীরিক সুস্থতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সহানুভূতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের উপযোগী ক্রীড়া অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা এবং বিনোদনমূলক ভ্রমণের আয়োজন।
৪.১২ তৃতীয় লিঙ্গের ক্ষমতায়ন		
১।	সচেতনতা বৃদ্ধি ও সহায়তা কর্মসূচি	সমাজে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের অবস্থানের ব্যাপারে সচেতনতা, গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তি উন্নীত করতে সচেতনতা ও স্বাধীনতা চর্চা করা।
		মিডিয়া, কর্মশালা ও সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার, প্রতিবন্ধকতা এবং অবদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
২।	আইনগত অধিকার নিশ্চিতকরণ ও সহায়তা	তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান এবং আবাসন অধিকার রক্ষায় আইনগত সহায়তা প্রদান।
		তৃতীয় লিঙ্গের আইনগত স্বীকৃতি এবং তাদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় বৈষম্যবিরোধী আইন প্রণয়নের পক্ষে সমর্থন প্রদান।
৩।	স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ ও সহায়ক সেবাসমূহ	তৃতীয় লিঙ্গের কমিউনিটির অনন্য চাহিদা পূরণের জন্য বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও সহায়তা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা।
৪।	শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ	লিঙ্গ পরিচয় ও প্রকাশের ভিত্তিতে বৈষম্যহীন কর্মস্থল নীতিমালা ও সমান কর্মসংস্থানের সুযোগের পক্ষে সমর্থন।
		তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীসমূহে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি।

৫।	সামাজিক ও কমিউনিটি সহায়তা	তৃতীয় লিঙ্গের কমিউনিটির ব্যক্তিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল, সামাজিক কেন্দ্র এবং সহযোগী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, যেখানে তারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে, অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবে এবং সহকর্মীদের সমর্থন লাভ করতে পারবে।
		মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং বৈষম্য মোকাবেলায় তৃতীয় লিঙ্গের কমিউনিটি পরামর্শ, পর্যবেক্ষণ এবং সহকর্মী সহায়তা সেবা প্রদান করা।
৪.১৩ সম অধিকার এবং সমান অংশগ্রহণ		
১।	সমাজের বিভেদ নিরসনে আন্দোলন	বয়স্ক, নারী, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য ও কুসংস্কারপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ।
		সমাজের সর্বক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্মান, পরস্পরের প্রতি বোঝাপড়া বৃদ্ধি এবং গ্রহণযোগ্যতার চর্চা গড়ে তোলা।
২।	নীতি সংস্কার ও আইনগত সহায়তা	নীতি নির্ধারকদের সহযোগিতায় সকলের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিতকারী অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
		অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে এমন আইন ও নীতির বিরুদ্ধে আইনি সহায়তা প্রদান।
৩।	সার্বজনীন রূপরেখা প্রণয়ন	সমাজের সকল বয়স ও সামর্থের মানুষের নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রতিটি স্তরে, তাদের যাতায়াত ও ডিজিটাল ইন্টারফেস এ সার্বজনীন অধিগম্যতার রূপরেখা প্রণয়ন।
		ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের সহায়তায় বৈচিত্র্যময় চাহিদা পূরণে অন্তর্ভুক্তিকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ।
৪।	সামাজিক সম্পৃক্তি ও অংশগ্রহণ	সমাজের প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সমাজের সকল স্তরের মানুষের অন্তর্ভুক্তকরণকে উৎসাহিত করা।

		সামাজিক নীতিমালা ও উদ্যোগ গঠনে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে উপদেষ্টা বোর্ড বা কমিটি গঠনের উৎসাহ প্রদান।
৫।	জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি	প্রচলিত ধারণার বিলোপ সাধন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
		গণযোগাযোগ মাধ্যমের সহায়তায় বয়স্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ইতিবাচক গল্প ও চিত্রায়ন উপস্থাপন করার মাধ্যমে সমাজে তাদের প্রতি প্রচলিত নেতিবাচক ধারণাগুলির বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪.১৪ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন		
১।	শিক্ষা ও কর্মদক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচী	সামাজিক-অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক অবস্থান বা অন্যান্য কারণে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচীতে প্রবেশাধিকার প্রদান।
		সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষাগত ও কর্মজীবন উন্নয়নের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে বৃত্তি, শিক্ষা সহায়তা এবং পরামর্শদানমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা।
২।	উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আর্থিক সাক্ষরতা	অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, ক্ষুদ্র ব্যবসা আরম্ভ এবং তাদের অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা অর্জনে সহায়ক আর্থিক সাক্ষরতা কর্মশালা, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্রঋণ উদ্যোগ গ্রহণ।
		সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির চাহিদা অনুযায়ী গঠিত ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয় হিসাব এবং আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা।
৩।	স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তা প্রদান	সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, অন্যান্য সহায়ক সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
		বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন এবং সরকারী সংস্থার সহযোগিতায়

		সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের বৈষম্য মোকাবেলা এবং এর উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
৪।	সামাজিক উন্নয়ন এবং সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ	নির্দিষ্ট প্রয়োজন পূরণকল্পে ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা নিরসনে সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, যার মধ্যে বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন, আবাসন এবং অবকাঠামোগত উন্নতি সাধন অন্তর্ভুক্ত।
		প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং প্রক্রিয়াগত বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নীতিগত পরিবর্তন, সামাজিক সংস্কার এবং সম্পদ ও উপকরন সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণ।
৫।	সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচার	সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যসমূহের উদযাপন এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে আদিবাসী ভাষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।
		সংস্কৃতি বিনিময় কর্মসূচী, শিল্পকলা প্রদর্শনী এবং গল্পকথনের আসরের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত কমিউনিটির সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা।
৪.১৫ সামাজিক কর্মকাণ্ড		
১।	সামাজিক বা কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী	সামাজিক ঐক্য বৃদ্ধি, সামাজিক চাহিদা পূরণ এবং নিজেদের এ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অনুভূত হবার লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগ।
২।	কমিউনিটি কেন্দ্র	সামাজিক সেবা, শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিতকরণ ও বিনোদন সুবিধা প্রদানকারী কেন্দ্র স্থাপন।
৩।	প্রতিবেশীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী	প্রতিবেশীদের মধ্যে নিরাপত্তা জোরদার করা, অপরাধ ঠেকানো এবং একে অপরের প্রতি বিশ্বাস গড়ে তোলা।
৪।	সামাজিক বাগান ও বনায়ন	কমিউনিটিভিত্তিক বাগানের স্থান সৃজন, স্থায়িত্ব বর্ধন এবং উক্ত কমিউনিটির সহযোগিতা বৃদ্ধি।

৫।	যুব উন্নয়ন কর্মসূচি	তরুণদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শদান, নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা বর্ধনের কর্মসূচি গ্রহণ।
৬।	প্রবীণ সহায়তা সেবা	প্রবীণ নাগরিকদের সুস্থতা ও সামাজিক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে সহায়তা, সঙ্গ প্রদান এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৭।	সংকট নিরসন সেবা	মানসিক সমস্যা বা জরুরী পরিস্থিতিতে উপনিত ব্যক্তি ও পরিবারকে সহায়তা, পরামর্শ এবং যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ।
৮।	দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতি ও মোকাবিলা	প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জরুরী পরিস্থিতিতে স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ, ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় এবং সহায়তা প্রদান।
৯।	আন্তঃধর্মীয় সংলাপ উদ্যোগ	বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যকার সৌহার্দ্য, সহনশীলতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি।
১০।	কমিউনিটি-ভিত্তিক পুনর্বাসন কর্মসূচী	মাদকাসক্তি, মানসিক আঘাত (ট্রমা) ও অন্যান্য সমস্যা হতে সুস্থতা অর্জনের লক্ষ্যে পুনর্বাসন সেবা প্রদান ও সহায়ক গোষ্ঠীর মাধ্যমে সহায়তার ব্যাবস্থা করা।
৪.১৬ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম		
১।	সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ প্রকল্প	ঐতিহ্যগত শিল্প, কারুশিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, এবং লোককাহিনীর নথিকরণ, প্রচার এবং সংরক্ষণ।
২।	সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি	বিনিময় কর্মসূচি, উৎসব এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তঃ-সাংস্কৃতিক কথোপকথন, বোঝাপড়া এবং উপলব্ধি সহজতর করা।
৩।	ভাষা পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা	বিপন্ন ভাষা এবং ভাষাগত ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষণের জন্য সহায়ক উদ্যোগ।
৪।	জাতিগত ঐতিহ্য উদযাপন	বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ঐতিহ্য উদযাপন করে এমন অনুষ্ঠান এবং উৎসব আয়োজন করা।

৫।	শিল্প ও কারুশিল্প কর্মশালা	সম্প্রদায়ের সদস্যদের ঐতিহ্যগত শিল্প ও কারুশিল্পের কৌশল শেখানোর জন্য কর্মশালা, ক্লাস এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।
৬।	সাংস্কৃতিক সচেতনতা প্রচারাভিযান	শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, এবং মিডিয়া প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা, অন্তর্ভুক্তি এবং বৈচিত্র্য প্রচার করা।
৭।	ঐতিহাসিক সংরক্ষণ প্রকল্প	সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরিচয় প্রচারের জন্য ঐতিহাসিক স্থান, ল্যান্ডমার্ক এবং স্মৃতিস্তম্ভ পুনরুদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৪.১৭ অর্থনৈতিক কার্যক্রম		
১।	ক্ষুদ্রঋণ এবং উদ্যোক্তা কর্মসূচি	আগ্রহী উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিকদের ক্ষুদ্র ঋণ, ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ, এবং সহায়তা প্রদান করা।
২।	চাকরির দক্ষতা প্রশিক্ষণের উদ্যোগ	কর্মসংস্থান এবং চাকরির সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চাকরির প্রস্তুতি কর্মশালা, এবং দক্ষতা-নির্মাণ কর্মসূচী প্রদান করা।
৩।	আর্থিক সাক্ষরতা শিক্ষা	ব্যক্তি এবং পরিবারকে বাজেট, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত অর্থব্যবস্থা কার্যকরভাবে পরিচালনার বিষয়ে শিক্ষিত করা।
৪।	কমিউনিটি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	স্থানীয় ব্যবসাকে সহায়তা করা, অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা প্রচার করা এবং কমিউনিটির মধ্যে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি।
৫।	ন্যায্য বাণিজ্য এবং নৈতিক খরচ উদ্যোগ	ন্যায্য শ্রম অনুশীলন, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, এবং উৎপাদন এবং ব্যবহারে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রচার।
৬।	সমবায় উদ্যোগ এবং কমিউনিটি	কমিউনিটির ক্ষমতায়ন এবং অর্থনৈতিক ন্যায্যতা উন্নীত করার জন্য সমবায় এবং যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার সুবিধা প্রদান।

	মালিকানাধীন ব্যবসা	
৭।	সামাজিক প্রভাব বিনিয়োগ	আর্থিক আয়ের পাশাপাশি ইতিবাচক সামাজিক এবং পরিবেশগত ফলাফল তৈরি করে এমন প্রকল্প এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ করা।
৪.১৮ শিক্ষামূলক কার্যক্রম		
১।	বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচি	প্রাপ্তবয়স্কদের পড়াশুনা, লেখা এবং সংখ্যার দক্ষতা উন্নত করতে তাদের জন্য সাক্ষরতা ক্লাস, টিউটরিং এবং শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা।
২।	স্কুল সাপোর্ট ইনিশিয়েটিভস	শিক্ষাগত কর্মক্ষমতা এবং সাফল্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীকে পরামর্শ, টিউটরিং এবং শিক্ষাগত সহায়তা প্রদান করা।
৩।	STEM শিক্ষা কার্যক্রম	হ্যান্ডস-অন লার্নিং এবং সমৃদ্ধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, এবং গণিত (STEM) বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি এবং দক্ষতার প্রচার করা।
৪।	গার্লস সাপোর্ট ইনিশিয়েটিভস	মেয়েদের মানসম্পন্ন শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং স্কুল ও সম্প্রদাইয়ে/কমিউনিটিতে লিঙ্গ সমতাকে সমর্থন করা।
৫।	শিক্ষা অ্যাডভোকেসি এবং নীতি সংস্কার	স্থানীয় জাতীয় এবং বৈশ্বিক স্তরে শিক্ষার ন্যায়সঙ্গত প্রবেশ, মানসম্পন্ন শিক্ষার মান এবং শিক্ষা নীতি সংস্কারের পক্ষে সমর্থন করা।
৬।	শিক্ষামূলক সম্পদ কেন্দ্র	শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য শিক্ষা উপকরণ, প্রযুক্তি অধিগম্যতা (technology access) এবং টিউটরিং পরিষেবা প্রদানকারী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
৭।	স্কুল-পরবর্তী সমৃদ্ধকরণ প্রোগ্রাম	নিয়মিত স্কুল সময়ের বাইরে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপ, হোমওয়ার্ক সহায়তা এবং সমৃদ্ধকরণ প্রোগ্রাম প্রদান করা।
৪.১৯ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম		

১।	মেডিকেল ক্যাম্প	পরামর্শ, স্ক্রীনিং এবং প্রাথমিক চিকিৎসাসহ বিনামূল্যে বা কম খরচে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা।
২।	মোবাইল হেলথ ক্লিনিক	চিকিৎসা সেবা, টিকাদান এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদানের জন্য গ্রামীণ বা প্রত্যন্ত জনগোষ্ঠীতে মোবাইল হেলথ ইউনিট স্থাপন করা।
৩।	স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম	প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যবিধি, এবং রোগ ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলিতে কর্মশালা, সেমিনার এবং সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
৪।	মা ও শিশু স্বাস্থ্য উদ্যোগ	মা ও শিশু স্বাস্থ্যের ফলাফল উন্নত করার জন্য প্রসবপূর্ব যত্ন, মাতৃস্বাস্থ্য পরিষেবা, শিশুর যত্ন এবং টিকা প্রদান করা।
৫।	দীর্ঘস্থায়ী রোগ ব্যবস্থাপনা	ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, এবং এইচআইভি/এইডস-এর মতো দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা গোষ্ঠী, কাউন্সেলিং এবং সংস্থান সরবরাহ করা।
৬।	মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা পরিষেবা	মানসিক স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জ, স্ট্রেস বা ট্রমা সম্মুখীন ব্যক্তিদের কাউন্সেলিং, থেরাপি, এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থান প্রদান করা।
৭।	হোম হেলথ কেয়ার ভিজিট	হোমবাউন্ড রোগী এবং বয়স্কদের জন্য চিকিৎসা সেবা, পর্যবেক্ষণ, এবং সহায়তা প্রদানের জন্য পেশাদার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের দ্বারা হোম ভিজিটের ব্যবস্থা করা।
৮।	স্বাস্থ্য স্ক্রীনিং প্রোগ্রাম	প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং হস্তক্ষেপের সুবিধার্থে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যান্সার এবং দৃষ্টি/শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার মতো অবস্থার জন্য স্বাস্থ্য স্ক্রীনিংয়ের আয়োজন করা।
৪.২০ বিশুদ্ধ পানি কার্যক্রম		

১।	পানি বিশুদ্ধকরণ প্রকল্প	নিরাপদ এবং বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করার জন্য পানি পরিশোধন ব্যবস্থা, ফিল্টার এবং ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা।
২।	কমিউনিটি কূপ এবং পানির উৎস	পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ছাড়াই কমিউনিটির জন্য বিশুদ্ধ পানি প্রদানের জন্য কূপ, বোরহোল এবং কমিউনিটি পানির উৎস খনন করা।
৩।	পানির গুণমান পরীক্ষা	পানির গুণমান মূল্যায়ন, দূষক সনাক্তকরণ এবং সুরক্ষা মান নিশ্চিত করতে পানির উৎসগুলির নিয়মিত পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা।
৪।	পানি বিতরণ কর্মসূচি	পরিবার, স্কুল এবং স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলিতে বিশুদ্ধ পানি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং পাইপলাইন স্থাপন করা।
৫।	পানি সংরক্ষণ শিক্ষা	শিক্ষামূলক প্রচারাভিযান এবং কমিউনিটির প্রচারের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণের অনুশীলন, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, এবং সঠিকভাবে পানি ব্যবহারের প্রচার।
৬।	জরুরী পানি সরবরাহ	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জরুরী অবস্থা এবং মানবিক সংকটের সময় জরুরী পানি সরবরাহ এবং পরিশোধন কিট প্রদান করা।
৭।	স্বাস্থ্যবিধি প্রচার	সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য বিশুদ্ধ পানির গুরুত্ব সম্পর্কে কমিউনিটিকে শিক্ষিত করা।
৮।	পানির অবকাঠামো উন্নয়ন	পানির নিশ্চয়তা এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পানির অবকাঠামো, জলাধার, এবং স্টোরেজ সুবিধাগুলির নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে বিনিয়োগ করা।
৪.২১ স্যুয়ারেজ সিস্টেম কার্যক্রম		
১।	স্যানিটেশন অবকাঠামো প্রকল্প	বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, এবং স্যানিটেশন সুবিধা নির্মাণ ও আপগ্রেড করা।

২।	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	যথাযথ স্যানিটেশন অবকাঠামো নেই এমন এলাকায় পাবলিক ল্যাট্রিন, টয়লেট এবং স্যানিটেশন সুবিধা নির্মাণ।
৩।	সেপটিক ট্যাংক ইনস্টলেশন	নিরাপদে মানুষের বর্জ্য নিষ্পত্তি এবং ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ রোধ করতে গ্রামীণ এবং শহরের পাশের এলাকায় সেপটিক ট্যাংক এবং বর্জ্য পানি চিকিৎসা ব্যবস্থা স্থাপন করা।
৪।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ দূষণ কমাতে বর্জ্য সংগ্রহ, পুনর্ব্যবহার এবং নিষ্পত্তি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা।
৫।	স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন শিক্ষা	সঠিক স্যানিটেশন অনুশীলন এবং রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে স্বাস্থ্যবিধি প্রচার প্রচারণা, কর্মশালা এবং প্রদর্শনী পরিচালনা করা।
৬।	পয়ঃনিষ্কাশন রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত	কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার এবং মেরামত করা।
৭।	কমিউনিটি ক্লিন-আপ ক্যাম্পেইন	পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন উন্নত করতে ক্লিন-আপ ড্রাইভ, বর্জ্য অপসারণ ইভেন্ট এবং কমিউনিটি বিউটিফিকেশন প্রকল্পের আয়োজন করা।
৮।	জনস্বাস্থ্য সমর্থনে পদক্ষেপ	জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য উন্নত স্যানিটেশন নীতি, প্রতিবিধান এবং বিনিয়োগের জন্য সমর্থন করা।
৪.২২ সাধারণ ত্রাণ কার্যক্রম		
১।	ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম	ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, এবং হারিকেনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক এবং সংস্থানগুলিকে একত্রিত করা।
২।	দুর্যোগ ত্রাণ সরবরাহ	ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির জন্য খাদ্য, পানি, আশ্রয় সামগ্রী, কম্বল, পোশাক এবং চিকিৎসা সরবরাহ সহ প্রয়োজনীয় ত্রাণ সরবরাহ সংগ্রহ এবং বিতরণ।

৩।	অনুসন্ধান এবং উদ্ধার অভিযান	দুর্যোগ-কবলিত এলাকায় আটকে পড়া বা আহত ব্যক্তিদের সনাক্ত ও সরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা।
৪।	চিকিৎসা সহায়তা	দুর্যোগে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের জরুরী চিকিৎসা সেবা, ট্রিয়াজ (triage) এবং চিকিৎসা প্রদানের জন্য মেডিকেল টিম, মোবাইল ক্লিনিক এবং ফিল্ড হাসপাতাল মোতায়েন করা।
৫।	সাইকো-সোশাল সাপোর্ট	মানসিক চাপ এবং ট্রমা মোকাবেলায় সহায়তার জন্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং পরিবারকে কাউন্সেলিং, মানসিক সমর্থন এবং ট্রমা কাউন্সেলিং প্রদান করা।
৬।	অস্থায়ী আশ্রয়	বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর জন্য নিরাপদ বাসস্থান এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র, শরণার্থী শিবির এবং উচ্ছেদ কেন্দ্র স্থাপন করা।
৭।	লজিস্টিকস এবং ট্রান্সপোর্টেশন	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় সময়মত ত্রাণ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সরবরাহ, পরিবহন এবং বিতরণ নেটওয়ার্ক সমন্বয় করা।
৮।	তথ্য এবং যোগাযোগ	রেডিও, টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া ও কমিউনিটি সম্পৃক্ততা বা আউটরিচের মতো যোগাযোগের চ্যানেলের মাধ্যমে দুর্যোগ পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য, সতর্কতা এবং আপডেট প্রচার করা।
৪.২৩ পুনর্বাসন কার্যক্রম		
১।	কমিউনিটি পুনর্নির্মাণ	অবকাঠামো, বাড়িঘর, স্কুল, হাসপাতাল এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হওয়া পাবলিক সুবিধাগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের সুবিধা প্রদান।
২।	জীবিকা সহায়তা কর্মসূচি	দুর্যোগ-আক্রান্ত ব্যক্তি এবং কমিউনিটিকে তাদের জীবিকা পুনর্গঠনে সাহায্য করার জন্য আয়-উপার্জনমূলক কার্যক্রম, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং চাকরির নিয়োগ পরিষেবা বাস্তবায়ন করা।
৩।	মনোসামাজিক পুনর্বাসন	দুর্ঘটনায় বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের ট্রমা থেকে পুনরুদ্ধার করতে এবং তাদের জীবন পুনর্গঠনে সহায়তার জন্য

		দীর্ঘমেয়াদী কাউন্সেলিং, মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা, এবং মনোসামাজিক পুনর্বাসন পরিষেবা প্রদান করা।
৪।	শিক্ষা পুনরুদ্ধার	শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মান, স্কুল সরবরাহ প্রদান এবং শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু ও শিক্ষকদের মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদান।
৫।	স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা পুনরুদ্ধার	স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার পুনর্বাসন, চিকিৎসা সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা এবং স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে দুর্যোগ-আক্রান্ত এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি পুনরুদ্ধার করা যায় এবং উন্নত করা যায়।
৬।	কমিউনিটির সহনশীলতা (resilience) তৈরি	সহনশীলতা এবং রেসপন্স করার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ, ঝুঁকি হ্রাস কর্মশালা এবং কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি পরিচালনা করা।
৭।	পরিবেশ পুনরুদ্ধার	দুর্যোগের কারণে পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিতকল্পে পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা, পুনঃবনায়ন ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প গ্রহণ করা।
৮।	নীতি অ্যাডভোকেসি ও সংস্কার	দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু সহনশীলতা এবং দুর্বল সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায়সঙ্গত পুনরুদ্ধারকে অগ্রাধিকার দেয় এমন নীতি, বিধি-বিধান ও বিনিয়োগকে সমর্থন করা।
৪.২৪ কৃষি কার্যক্রম		
১।	কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	কৃষি চর্চা, শস্য ব্যবস্থাপনা ও পশুপালনের উন্নতির জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা, প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ পরিষেবা প্রদান করা।
২।	বীজ বিতরণ উদ্যোগ	ফসলের ফলন বাড়াতে, ফসলের জাত উন্নত করতে এবং কৃষি বৈচিত্র্যকে উন্নীত করার জন্য কৃষকদের উচ্চ মানের বীজ, চারা এবং রোপণ সামগ্রী বিতরণ করা।

৩।	মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা	মাটির উর্বরতা রক্ষা এবং অবক্ষয় রোধ করার জন্য মৃত্তিকা সংরক্ষণের কৌশল, ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা।
৪।	পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা	পানি-সঞ্চয় সেচ পদ্ধতি, বৃষ্টির জল সংগ্রহের কৌশল, এবং জলের ব্যবহারকে অপ্টিমাইজ করতে এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রবর্তন।
৫।	জৈব চাষ প্রচার	রাসায়নিক ইনপুট কমাতে, মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বকে উন্নত করতে জৈব চাষ পদ্ধতি, কম্পোস্টিং, এবং প্রাকৃতিক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ কৌশল প্রচার করা।
৬।	প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী	পশুসম্পদ স্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা, এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য ছোট আকারের পশুপালন, পশুপালন চর্চা এবং পশুচিকিৎসা সেবাকে সহায়তা করা।
৭।	বাজার সংযোগ এবং মূল্যশৃঙ্খল	বাজার অধিগম্যতা সহজতর করা, বাজারের তথ্য ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং কৃষকদের ক্রেতাদের সাথে সংযুক্ত করতে এবং বাজারের সুযোগ বৃদ্ধি করতে কৃষি ভ্যালু চেইন (value chain) শক্তিশালী করা।
৮।	কৃষক সমবায়	কৃষকদের ক্ষমতায়ন, ন্যায্য মূল্যের দরকষাকষি, সামষ্টিক পরিসম্পদ ও পরিষেবাগুলো সহজলভ্য করার জন্য কৃষক সমবায়, উৎপাদক গোষ্ঠী এবং কৃষি সমিতি প্রতিষ্ঠা করা।
৯।	জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি	জলবায়ু-সহনশীল ফসলের জাত, খরা-সহনশীল বীজ, এবং কৃষকদের জলবায়ু ঝুঁকি প্রশমিত করতে এবং পরিবর্তিত পরিবেশগত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করার জন্য অভিযোজিত চাষ পদ্ধতির প্রচার।
১০।	কৃষি-বনায়ন উদ্যোগ	জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি, মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি ও কৃষকদের আয়ের উৎসকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য কৃষি-বনায়ন ব্যবস্থা, বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি এবং বন সংরক্ষণ প্রকল্প প্রবর্তন করা।

১১।	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	গ্রামীণ রাস্তা, সেচ নেটওয়ার্ক, স্টোরেজ সুবিধা ও ফসল-পরবর্তী অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করা যাতে বাজারে অধিগম্যতা বৃদ্ধি করা যায়, ফসল কাটার পরে লোকসান কমানো যায় এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়।
১২।	গবেষণা ও উন্নয়ন	উদ্ভাবনী কৃষি প্রযুক্তি, ফসলের জাত, এবং স্থানীয় কৃষি অবস্থার সাথে মানানসই উত্তম চর্চাগুলো বিকাশের জন্য কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্প্রসারণ পরিষেবাগুলিকে সহায়তা করা।
৪.২৫ কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম		
১।	কৃষকের মাঠ স্কুল	মাঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যেখানে কৃষকরা ব্যবহারিক কৃষি দক্ষতা শিখতে পারে, জ্ঞান বিনিময় করতে পারে এবং হাতে-কলমে প্রদর্শন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে।
২।	ক্ষুদ্রঋণ এবং ঋণ পরিষেবা	স্বল্প উপার্জনকারী কৃষকদের কৃষি উপকরণ, সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করার জন্য ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ এবং আর্থিক পরিষেবাগুলো সহজলভ্য করা।
৩।	কৃষি কর্মসূচীতে নারী	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী কৃষকদের ক্ষমতায়ন, সম্পদে অধিগম্যতা, এবং নেতৃত্বের সুযোগের মাধ্যমে কৃষি কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা।
৪।	কৃষিতে যুব সম্পৃক্ততা	বয়স্ক-কৃষক জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে তরুণ কৃষক তৈরীতে এবং টেকসই চাষাবাদের চর্চাকে পরবর্তি ধাপে উন্নীত করার জন্য শিক্ষা, উদ্যোক্তা প্রোগ্রাম এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষিতে যুবকদের সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করা।
৫।	ফার্ম-টু-মার্কেট উদ্যোগ	সরবরাহ শৃঙ্খল সংক্ষিপ্ত করতে, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং ভোক্তাদের খাদ্য অধিগম্যতার প্রসারে সরাসরি বিক্রয়, কৃষকদের বাজার এবং মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার প্রচার।
৬।	খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি কর্মসূচী	কৃষি বৈচিত্র্যকরণ, পুষ্টি শিক্ষা ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতি, সুষম

		খাদ্যের প্রচার এবং অপুষ্টি মোকাবেলায় সহায়তামূলক উদ্যোগ।
৭।	কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবা এবং জ্ঞান হস্তান্তর	কৃষকদের কাছে উত্তম চর্চা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং কৃষি তথ্য প্রচারের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ পরিষেবা, কৃষক থেকে কৃষক নেটওয়ার্ক এবং নলেজ শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মগুলিকে শক্তিশালী করা।
৪.২৬অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম		
১।	রাস্তা নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং পণ্য ও মানুষের পরিবহনের সুবিধার্থে নতুন রাস্তা ও মহাসড়ক নির্মাণ।
		পরিবহন নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা এবং দক্ষতা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান রাস্তাগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত।
২।	সেতু নির্মাণ ও পুনর্বাসন	গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অধিগম্যতা এবং সংযোগ বাড়াতে নতুন সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুগুলি মেরামত করা।
		নদী, জলপ্রবাহ এবং উপত্যকার উপর সেতু নির্মাণ এবং যাতায়াতের সুবিধার্থে এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি উন্নত করা।
৩।	পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন উদ্যোগ	শহরাঞ্চলে যানজট ও দূষণ কমাতে বাস, ট্রেন, ট্রাম এবং মেট্রোসহ গণপরিবহন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ করা।
		উদ্ভাবনী পরিবহন সমাধান যেমন বাইক-শেয়ারিং প্রোগ্রাম, কারপুলিং উদ্যোগ, এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন অবকাঠামো প্রবর্তন।
৪।	পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন প্রকল্প	কমিউনিটিগুলিতে বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ করার জন্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন এবং আপগ্রেড করা।
		স্যানিটেশন উন্নত করতে এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগার এবং বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা নির্মাণ।

৫।	বিদ্যুৎ অবকাঠামো উন্নয়ন	গৃহস্থালি, ব্যবসা এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ এবং অনুন্নত এলাকায় বিদ্যুতের গ্রিড সম্প্রসারিত করা।
		জ্বালানি দক্ষতা বাড়াতে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে সৌর, বায়ু এবং পানিবিদ্যুতের মতো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলিকে প্রচার করা।
৬।	টেলিযোগাযোগ এবং ইন্টারনেট সংযোগ	ডিজিটাল বিভাজন দূর করতে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা সহজতর করতে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট সংযোগ বিস্তৃত করা।
		টেলিকমিউনিকেশন পরিষেবাগুলির কভারেজ এবং গতি উন্নত করতে মোবাইল ফোন টাওয়ার এবং ব্রডব্যান্ড অবকাঠামো ইনস্টল করা।
৭।	স্কুল নির্মাণ এবং শিক্ষাগত সুবিধা	শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করার জন্য নতুন স্কুল, শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি এবং শিক্ষাগত সুবিধা তৈরি করা।
		শিক্ষার জন্য বিল্ডিং মেরামত, ডেস্ক, চেয়ার এবং শিক্ষা উপকরণ স্থাপন সহ বিদ্যমান স্কুল অবকাঠামো উন্নত করা।
৮।	স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং হাসপাতাল	স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবাগুলি প্রসারিত করতে এবং স্বাস্থ্যসেবা ফলাফল উন্নত করতে নতুন স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা, ক্লিনিক এবং হাসপাতাল নির্মাণ।
		স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ এবং রোগীর যত্ন উন্নত করতে চিকিৎসা সরঞ্জাম, সরবরাহ এবং প্রশিক্ষিত কর্মীদের দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলি সজ্জিত করা।
৯।	আবাসন ও আশ্রয় প্রকল্প	গৃহহীন ব্যক্তি, স্বল্প আয়ের পরিবার এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন ইউনিট, আশ্রয়কেন্দ্র এবং ক্রান্তিকালীন আবাসন নির্মাণ।
		ব্যক্তি এবং পরিবারকে নিরাপদ এবং স্থিতিশীল আবাসন নিশ্চিত করতে সাহায্য করার জন্য আবাসন সহায়তা, বন্ধকী ভর্তুকি এবং ভাড়া সহায়তা প্রদান।

১০।	কমিউনিটি সেন্টার এবং পাবলিক স্পেস	সামাজিক সংহতি, কমিউনিটির সম্পৃক্ততা, এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রচারের জন্য কমিউনিটি সেন্টার, বিনোদনমূলক সুবিধা, পার্ক এবং সবুজ স্থান স্থাপন করা।
		সমস্ত বয়সের লোকেদের জন্য একত্রিত হতে, যোগাযোগ করতে এবং বিনোদনমূলক এবং অবসর ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের জন্য নিরাপদ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পাবলিক স্পেস তৈরি করা।
১১।	দুর্যোগ সহনশীলতা এবং মোকাবিলার উদ্যোগ	অবকাঠামোর সহনশীলতা জোরদার করার জন্য এবং ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও হারিকেনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব প্রশমিত করার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা।
		দুর্যোগের সময় কমিউনিটির নিরাপত্তা এবং মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক সতর্কতা ব্যবস্থা, জরুরী প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা এবং সরিয়ে নেওয়ার পথ তৈরি করা।
৪.২৭ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন		
১।	বনায়ন ও বনায়ন কর্মসূচি	বন উজাড় বা ক্ষয়প্রাপ্ত এলাকা পুনরুদ্ধার এবং জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষ রোপণের উদ্যোগ সংগঠিত করা।
		পুনঃবনায়ন প্রচেষ্টার নিমিত্ত নার্সারি এবং বীজ ব্যাংক স্থাপন করা।
২।	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্রকল্প	ল্যান্ডফিলের বর্জ্য কমাতে এবং সম্পদের দক্ষতা বাড়াতে বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার এবং কম্পোস্টিং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
		বর্জ্য পৃথকীকরণ, সঠিক নিষ্পত্তির পদ্ধতি এবং পুনর্ব্যবহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
৩।	পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা	পানি-সংরক্ষণ কৌশল, যেমন বৃষ্টির পানি সংগ্রহ, পানি-দক্ষ সেচ ব্যবস্থা, এবং খরা-প্রতিরোধী ফসলের প্রচার।

		মিঠা পানির উৎস রক্ষা, মাটির ক্ষয় রোধ এবং পানির গুণমান উন্নত করার জন্য ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।
৪।	টেকসই কৃষি এবং কৃষি বনায়ন	জৈব কৃষি, কৃষি বনায়ন এবং সমন্বিত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনার মতো টেকসই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করা।
		মৃত্তিকা সংরক্ষণ, ফসল ঘূর্ণন, এবং পানি-দক্ষ সেচ কৌশল সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান।
৫।	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বাসস্থান পুনরুদ্ধার	বিপন্ন প্রজাতি এবং তাদের আবাসস্থল রক্ষার জন্য সংরক্ষিত এলাকা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত করিডোর স্থাপন করা।
		জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ এবং প্রবাল প্রাচীরের মতো অবক্ষয়িত বাস্তুতন্ত্রের পুনর্বাসনের জন্য বাসস্থান পুনরুদ্ধার প্রকল্প পরিচালনা করা।
৬।	নগর সবুজায়ন এবং টেকসই নগর	শহুরে জীববৈচিত্র্য বাড়ানো এবং শহুরে তাপ-দ্বীপের প্রভাব প্রশমিত করতে সবুজ অবকাঠামো, শহুরে পার্ক এবং সবুজ স্থানের প্রচার করা।
		টেকসই নগর পরিকল্পনা চর্চাকে সমর্থন করা যা গণপরিবহন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষ ভবন এবং পথচারী-বান্ধব পরিবেশকে অগ্রাধিকার দেয়।
৪.২৮ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন		
১।	নবায়নযোগ্য শক্তি উদ্যোগ	সৌর, বায়ু, পানিবিদ্যুৎ এবং ভূ-তাপীয় শক্তির মতো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলি গ্রহণের প্রচার করা।
		গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিউনিটি-নেতৃত্বাধীন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্প এবং বিকেন্দ্রীভূত শক্তি সমাধানে সহায়তা করা।
২।	কার্বন ভারসাম্য রক্ষা এবং	পুনঃবনায়ন প্রকল্প, কার্বনকে কঠিন বা তরলে রূপান্তরের (carbon sequestration) নিমিত্ত প্রকল্প, এবং পরিছন্ন জ্বালানিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে

	কার্বন নির্গমন হ্রাস প্রোগ্রাম	তাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করতে ব্যক্তি, ব্যবসা এবং সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করা।
		গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শক্তি দক্ষতা ব্যবস্থা এবং সবুজ প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা।
৩।	জলবায়ু সহনশীলতা এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি	জলবায়ু-সম্পর্কিত বিপদের প্রভাবগুলি প্রশমিত করার জন্য জলবায়ু- সহনশীল অবকাঠামো, প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনার উন্নয়ন।
		জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে তাদের সহনশীলতা এবং অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা তৈরি করা।
৪।	শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচারণা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন কৌশলগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষামূলক কর্মসূচি, কর্মশালা, এবং জনসাধারণের প্রচার প্রচারণা পরিচালনা করা।
		জলবায়ু সাক্ষরতা বৃদ্ধি করা এবং ব্যক্তিদের তাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করতে পদক্ষেপ নিতে এবং জলবায়ু-বান্ধব নীতিগুলির পক্ষে সমর্থন করার জন্য ক্ষমতায়ন করা।
৪.২৯ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা		
১।	সংরক্ষিত এলাকা এবং সংরক্ষণ	জীববৈচিত্র্য, ইকোসিস্টেম পরিষেবা এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত এলাকা, জাতীয় উদ্যান এবং সামুদ্রিক অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।
		সংরক্ষণ প্রচেষ্টা এবং টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনুশীলনে স্থানীয় কমিউনিটিকে জড়িত করা।
২।	টেকসই মৎস্যচাষ ও জলজ চাষ	সামুদ্রিক সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য টেকসই মাছ ধরার চর্চা, সামুদ্রিক সংরক্ষণ এবং দায়িত্বশীল জলজ চাষের প্রচার।

		মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা, এবং বাস্তুতন্ত্র-ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় পন্থা সমর্থনকারী কার্যক্রম।
৩।	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং টেকসই বনায়ন	ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনার কৌশল বাস্তবায়ন করা যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যগুলির ভারসাম্য বজায় রাখে।
		বন বাস্তুতন্ত্র রক্ষা এবং বাস্তুতন্ত্রের পরিষেবাগুলি বজায় রাখার জন্য টেকসই বনায়ন চর্চা, যেমন বাচাইকৃত পদ্ধতিতে কাঠ সংগ্রহ, পুনঃবনায়ন, এবং বন সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম গ্রহণ করা।
৪।	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং সুরক্ষা	বিশুদ্ধ পানিতে ন্যায়সঙ্গাত অধিগম্যতা নিশ্চিত করতে, পানির গুণমান রক্ষা করতে এবং মিঠা পানির বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা।
		জলের ঘাটতি এবং দূষণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জলাশয় সুরক্ষা উদ্যোগ, নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, এবং পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রচার করা।
৫।	বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ	বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার প্রকল্প, বাসস্থান সংরক্ষণ উদ্যোগ, এবং অবক্ষয়িত ল্যান্ডস্কেপগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং বাস্তুতন্ত্রের সহনশীলতাকে উন্নত করার জন্য পরিবেশগত পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা।
		স্থানীয় কমিউনিটি, আদিবাসীদের, এবং অংশীজনদের বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে জড়িত করা।
৪.৩০ দক্ষতা বৃদ্ধি		
১।	প্রক্রিয়া উন্নতির উদ্যোগ	সাংগঠনিক কর্মপ্রবাহ এবং ক্রিয়াকলাপে অদক্ষতা এবং বাধা চিহ্নিত করার জন্য প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ পরিচালনা করা।
২।	প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি	সময় ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক দক্ষতা, এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কৌশলগুলির উপর প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম এবং কর্মশালা প্রদান করা।

		কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকায় তাদের দক্ষতা এবং কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য পেশাদার বিকাশের সুযোগ প্রদান করা।
৩।	জ্বালানি দক্ষতা এবং সংরক্ষণ	জ্বালানি সংরক্ষণ এবং দক্ষতার উন্নতির সুযোগ চিহ্নিত করার জন্য জ্বালানি নিরীক্ষা এবং মূল্যায়ন পরিচালনা করা।
		জ্বালানি-সাশ্রয়ী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা, যেমন জ্বালানি-দক্ষ আলো ইনস্টল করা, HVAC সিস্টেম অপ্টিমাইজ করা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি প্রযুক্তি গ্রহণ করা।
৪।	সাপ্লাই চেইন অপ্টিমাইজেশান	ইনভেন্টরি খরচ কমাতে, লিড টাইম কমাতে এবং সাপ্লাই চেইন সহনশীলতা বাড়াতে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট প্রসেস অপ্টিমাইজ করা।
		সরবরাহকারী, পরিবেশক, এবং সরবরাহকারী অংশীদারদের সাথে সমন্বয়, দৃশ্যমানতা, এবং সাপ্লাই চেইন জুড়ে প্রতিক্রিয়াশীলতা উন্নত করতে সহযোগিতা করা।
৪.৩১ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি		
১।	STEM শিক্ষা এবং আউটরিচ প্রোগ্রাম	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, এবং গণিত (STEM) শিক্ষা কার্যক্রম, কর্মশালা, এবং যুবকদের মধ্যে STEM শাখার প্রতি আগ্রহ ও আবেগকে অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
		হাতে-কলমে শেখার অভিজ্ঞতা, ল্যাবরেটরি সুবিধা, এবং STEM ক্ষেত্রে মেন্টরশিপের সুযোগ প্রদান করা।
২।	ডিজিটাল লিটারেসি এবং আইটি প্রশিক্ষণ	ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রোগ্রাম এবং আইটি প্রশিক্ষণ কোর্স অফার করা।
		সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য কম্পিউটার ল্যাব, ইন্টারনেট সংযোগ এবং সফ্টওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলি সহজলভ্য করা।

৩।	গবেষণা ও উন্নয়ন উদ্যোগ	উদীয়মান প্রযুক্তি, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, এবং আন্তঃবিভাগীয় ক্ষেত্রগুলিতে গবেষণা এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে সহায়তা করা।
		উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা কেন্দ্র এবং শিল্প অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করা।
৪।	ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট	ওপেন সোর্স সফ্টওয়্যার প্রকল্প এবং প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রাখা যা সহযোগিতা, স্বচ্ছতা এবং সহজলভ্য করে।
		ওপেন সোর্স সফ্টওয়্যার বিকাশে স্বেচ্ছাসেবক এবং উৎসাহীদের জড়িত করার জন্য হ্যাকাথন, কোডিং ক্যাম্প এবং বিকাশকারী কমিউনিটির আয়োজন করা।
৫।	সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা এবং প্রশিক্ষণ	ব্যক্তি, সংস্থা এবং কমিউনিটির মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা হুমকি, এবং ঝুঁকি কমানোর কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
		ডিজিটাল নিরাপত্তা সচেতনতা এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য সাইবার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম প্রদান করা।
৪.৩২ বৃত্তিমূলক কার্যক্রম		
১।	দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম	বিভিন্ন ব্যবসা এবং পেশায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম এবং সার্টিফিকেশন কোর্স অফার করা, যেমন কাঠমিস্ত্রি, বৈদ্যুতিক কাজ, ওয়েল্ডিং, মেরামত ইত্যাদি।
		ব্যবহারিক দক্ষতা এবং দক্ষতা বিকাশের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবিশ সুযোগ, এবং চাকরির সময় শেখার অভিজ্ঞতা প্রদান করা।
২।	উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী	উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাদের পরামর্শদান, ব্যবসায়িক কোচিং, এবং তাদের নিজস্ব উদ্যোগ চালু করতে এবং বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা।

		ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, বিপণন, অর্থ, এবং অপারেশন পরিচালনার মতো বিষয়গুলিতে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, কর্মশালা এবং সেমিনার অফার করা।
৩।	অস্থায়ী চাকরির সুযোগ এবং ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং পরিষেবা	চাকরি প্রার্থীদের বিভিন্ন শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগের সাথে সংযুক্ত করার জন্য চাকরির নিয়োগ পরিষেবা, চাকরি মেলা, এবং নিয়োগের ইভেন্টগুলি সহজতর করা।
		কর্মজীবন কাউন্সেলিং প্রদান করা, লেখালেখির সাহায্য শুরু করা, এবং ব্যক্তিদের ক্যারিয়ারের বিকল্পগুলি অন্বেষণ করতে এবং চাকরির বাজারে নেভিগেট করতে সাহায্য করার জন্য ইন্টারভিউ প্রস্তুতি কর্মশালা।
৪।	কর্মশক্তি উন্নয়ন উদ্যোগ	কর্মশক্তির চাহিদা এবং শিল্পের প্রবণতাগুলির সাথে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি সারিবদ্ধ করতে নিয়োগকর্তা, শিল্প সমিতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করা।
		অংশীদারিত্ব এবং শিক্ষানবিশ প্রোগ্রামগুলিকে উৎসাহিত করা যা শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে ব্যবধান পূরণ করে, উচ্চ-চাহিদা সেক্টরে সফল ক্যারিয়ারের জন্য ব্যক্তিদের প্রস্তুত করে।
৫।	লাইফ স্কিল এবং সফট স্কিল ট্রেনিং	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, টিমওয়ার্ক, সমস্যা সমাধান এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা বাড়াতে জীবন দক্ষতা কর্মশালা এবং সফট স্কিল ট্রেনিং সেশন অফার করা।
		ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সফল হতে সাহায্য করার জন্য আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রশিক্ষণ, সময় ব্যবস্থাপনা এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কশপের মতো সহায়তা পরিষেবা প্রদান করা।
৪.৩৩ সমাজকল্যাণ		
১।	কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী	স্থানীয় চাহিদা মোকাবেলা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা, যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবার সহলভ্যতা, এবং শিক্ষা উদ্যোগ।

		অগ্রাধিকার চিহ্নিত করতে, সম্পদ বরাদ্দ করতে এবং টেকসই সমাধান বাস্তবায়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় কমিউনিটির সদস্যদের জড়িত করা।
২।	দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্যোগ	খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি, আর্থিক সহায়তা এবং জীবিকা সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তি এবং পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা।
		স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের ক্ষমতায়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চাকরির নিয়োগ পরিষেবা এবং ক্ষুদ্রঋণের সুযোগ প্রদান করা।
৩।	গৃহহীন আশ্রয় এবং সহায়তা পরিষেবা	গৃহহীনদের অস্থায়ী বাসস্থান, খাবার এবং সহায়ক পরিষেবা প্রদানের জন্য গৃহহীন আশ্রয়কেন্দ্র এবং ট্রানজিশনাল হাউজিং সুবিধা পরিচালনা করা।
		গৃহহীন ব্যক্তিদের আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, এবং কর্মসংস্থানের সুযোগগুলোতে অধিগম্যতা সহায়তা করার জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট, কাউন্সেলিং এবং সামাজিক পরিষেবাগুলিতে রেফারেল প্রদান করা।
৪।	দুর্যোগ ত্রাণ এবং মানবিক সহায়তা	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মানবিক সংকট, এবং জরুরী ত্রাণ সরবরাহ, চিকিৎসা সহায়তা, এবং ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির জন্য আশ্রয় প্রদান করে জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়া।
		স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা, সরবরাহের সমন্বয় করা এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে সময়মত এবং কার্যকর দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া প্রচেষ্টা প্রদানের জন্য সহযোগিতা করা।
৫।	মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সমর্থন	শিক্ষা প্রচারাভিযান, সহায়তা গোষ্ঠী এবং সংকট হটলাইনের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, কলঙ্ক হ্রাস, এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেসের প্রচার করা।

		মানসিক অসুস্থতা, ট্রমা, বা মানসিক যন্ত্রণার সাথে লড়াই করা ব্যক্তিদের কাউন্সেলিং, থেরাপি, এবং মানসিক যত্ন প্রদান করা।
৪.৩৪ গবেষণা কার্যক্রম		
১।	বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উদ্ভাবন	জ্ঞান প্রসারিত করতে, জটিল সমস্যার সমাধান করতে এবং স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং পরিবেশ বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবন চালানোর জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা অধ্যয়ন এবং পরীক্ষা পরিচালনা করা।
		বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে এগিয়ে নিতে এবং গবেষণার ফলাফলগুলিকে ব্যবহারিক প্রয়োগে অনুবাদ করতে একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা এবং শিল্প অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করা।
২।	স্বাস্থ্য গবেষণা এবং মহামারী ও অতিমারী সংক্রান্ত গবেষণা	গবেষণা, নজরদারি সিস্টেম, এবং ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সমস্যা, রোগের প্রাদুর্ভাব, এবং মহামারী ও অতিমারী সংক্রান্ত প্রবণতা তদন্ত করা।
		রোগের প্রতিরোধ, নির্ণয় এবং চিকিৎসা উন্নত করতে ক্লিনিকাল ট্রায়াল, জনস্বাস্থ্য হস্তক্ষেপ, এবং স্বাস্থ্য আচরণ গবেষণা পরিচালনা করা।
৩।	সামাজিক বিজ্ঞান এবং নীতি গবেষণা	নীতি সিদ্ধান্ত এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসচী ও অন্যান্য সামাজিক ইন্টারভেনসন্সসমূহ জানাতে গুণগত এবং পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ঘটনা পরীক্ষা করা।
		জনমত, দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সামাজিক সমস্যা এবং নীতি অগ্রাধিকারের সাথে সম্পর্কিত আচরণের তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত সমীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং ফোকাস গ্রুপ পরিচালনা করা।
৪।	পরিবেশগত অধ্যয়ন এবং সাসটেইনেবেলিটি গবেষণা	আন্তঃবিষয়ক গবেষণা পদ্ধতি (interdisciplinary research approaches), মডেলিং কৌশল এবং দূরবর্তী অনুধাবন প্রযুক্তির (remote sensing

		technologies) মাধ্যমে পরিবেশগত প্রভাব, প্রতিবেশগত প্রবণতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের গতিবিধি মূল্যায়ন করা।
		সংরক্ষণ কৌশল এবং টেকসই উন্নয়ন নীতি অবহিত করার জন্য জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনুশীলন পর্যবেক্ষণ করা।
৫।	শিক্ষা গবেষণা এবং শিক্ষাদান অধ্যয়ন	শিক্ষা ও শিক্ষাদান বিষয়ক যেকোনো প্রকারের গবেষণা ও অধ্যয়ন।
৬।	প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন অধ্যয়ন	প্রযুক্তি মূল্যায়ন, দূরদর্শিতা বিশ্লেষণ এবং প্রবণতা পূর্বাভাসের মাধ্যমে উদীয়মান প্রযুক্তি, ডিজিটাল প্রবণতা এবং আমূল পরিবর্তনকারী উদ্ভাবনগুলি অনুসন্ধান করা।
		দায়িত্বশীল উদ্ভাবন এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা তরান্বিত করতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সামাজিক, নৈতিক এবং নীতিগত প্রভাব পরীক্ষা করা।
৭।	নীতি বিশ্লেষণ এবং অ্যাডভোকেসি সংক্রান্ত গবেষণা	জননীতি, আইনী কাঠামো এবং শাসন কাঠামো বিশ্লেষণ করে তাদের কার্যকারিতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব মূল্যায়ন করা।
		কর সংক্রান্ত গবেষণা ও করশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
		নীতি সংস্কার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উদ্যোগকে তরান্বিত করতে প্রমাণ-ভিত্তিক অ্যাডভোকেসি প্রচারাভিযানে অংশীজন, নীতিনির্ধারক এবং নাগরিক সমাজ সংস্থাকে জড়িত করা বা নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ।
৪.৩৫ বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সুরক্ষা		
১।	সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং প্রচার	বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, রীতিনীতি এবং ভাষা উদযাপনের জন্য সাংস্কৃতিক উৎসব, শিল্প প্রদর্শনী, এবং ঐতিহ্যগত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

		ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রেরণের জন্য মৌখিক ইতিহাস, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলন নথিভুক্ত করা।
২।	কমিউনিটির ক্ষমতায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি	কমিউনিটি-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন উদ্যোগগুলিকে সহজতর করা যা নৃ-গোষ্ঠীগুলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে এবং তাদের অধিকারের পক্ষে সমর্থন করে।
		সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য নৃ-গোষ্ঠীগুলোর সক্ষমতা জোরদার করার জন্য প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং নেতৃত্বের উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদান করা।
৩।	মানবাধিকার অ্যাডভোকেসি এবং আইনি সহায়তা	আইনগত ওকালতি, নীতি গবেষণা, এবং জনসচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে সংখ্যালঘু অধিকার, নৃ-গোষ্ঠীর ভূমি অধিকার, এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষার জন্য সমর্থন করা।
		বৈষম্য, বাস্তুচ্যুতি, বা জমি দখলের সম্মুখীন নৃ-গোষ্ঠীগুলোকে আইনি সহায়তা, প্রতিনিধিত্ব এবং ওকালতি সহায়তা প্রদান।
৪।	ভূমির অধিকার	আইনি সংস্কার, ভূমি সীমানা নির্ধারণ এবং কমিউনিটি ম্যাপিং উদ্যোগের মাধ্যমে আদিবাসী এবং নৃ-গোষ্ঠীগুলোর জন্য ভূমির মেয়াদের অধিকার এবং জমির শিরোনাম সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা।
		ঐতিহ্যগত ভূমি অধিকার এবং অঞ্চলগুলিকে রক্ষা করার জন্য প্রথাগত ভূমি শাসন ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িক ভূমি ব্যবস্থাপনা অনুশীলন এবং ভূমি শাসন প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করা।
৫।	শিক্ষা এবং ভাষা পুনরুজ্জীবন	মাতৃভাষা শিক্ষা, দ্বিভাষিক সাক্ষরতা কর্মসূচি, এবং আদিবাসী ভাষা এবং জ্ঞান ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সাংস্কৃতিক শিক্ষার উদ্যোগের প্রচার।

		জাতিগত পরিচয় এবং ভাষাগত বৈচিত্র্যকে উন্নীত করার জন্য কমিউনিটি-ভিত্তিক স্কুল, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এবং ভাষা নিমজ্জন কর্মসূচি (language immersion programs) প্রতিষ্ঠা করা।
৬।	স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক পরিষেবা	প্রত্যন্ত বা অপ্রত্যাশিত এলাকায় বসবাসকারী নৃ-গোষ্ঠীগুলোর জন্য স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা উন্নত করা।
		স্বাস্থ্যের বৈষম্য দূর করতে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পুষ্টি কর্মসূচি, বিশুদ্ধ পানি প্রকল্প এবং স্যানিটেশন সুবিধা সহ সামাজিক পরিষেবা প্রদান করা।
৪.৩৬ বিবিধ		
১।	বিবিধ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সময় সময় স্বীকৃত অন্যান্য সাধারণ গণ-উপযোগসমূহের উন্নতি ও প্রসারকল্পে গৃহীত কার্যাদি।

৬.৯.৭ দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহ-সম্পত্তি হতে গৃহীত ভাড়া আয় কি করমুক্ত?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ১ এর দফা (১১) নিম্নরূপ, যথা:

"(১১) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র ব্যতীত, সম্পূর্ণভাবে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধারণকৃত ট্রাস্ট বা অন্যবিধ আইনগত বাধ্যবাধকতার অধীন গৃহ-সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়, যদি উক্ত আয়-

(ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে বাংলাদেশে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়; অথবা

(খ) কোনো দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয়, কিন্তু বাংলাদেশে এইরূপ উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পুঞ্জীভূত করা হয় বা চূড়ান্তভাবে পৃথক করিয়া রাখা হয়, এবং-

(অ) এইরূপ আয় কী কারণে এবং কত সময়ের জন্য পুঞ্জীভূত বা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে, উহা উপকর কমিশনারকে অবহিত করা হয়;

(আ) উপ-দফা (অ) এ উল্লেখিত মেয়াদ ১০ (দশ) বৎসরের অধিক না হয়;

(ই) এই রকম পুঞ্জীভূত বা আলাদা করিয়া রাখা অর্থ সরকারি সিকিউরিটিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হয়, অথবা ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের যেকোনো হিসাবে জমা রাখা হয়, অথবা এইরূপ কোনো তফসিলি ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখা হয় যাহার ৫১% (একান্ন শতাংশ) বা ইহার অধিক শেয়ার সরকার কর্তৃক ধারণকৃত।"

অর্থাৎ কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান গৃহ-সম্পত্তি হতে কোনো ভাড়া আয় প্রাপ্ত হলে তা উক্ত দফা ১১-তে উল্লেখিত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে মোট আয় পরিগণনা হতে বাদ যাবে। তবে, এরূপ অব্যাহতি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

৬.১০ "ফাইন্যান্স কোম্পানি" এর সংজ্ঞা সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৫৭ক) সংযোজনের মাধ্যমে "ফাইন্যান্স কোম্পানি" এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী "ফাইন্যান্স কোম্পানি" অর্থ ফাইন্যান্স কোম্পানি আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১৭) তে সংজ্ঞায়িত কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি।

আয়কর আইন, ২০২৩ এ পূর্বে ব্যবহৃত "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" শব্দগুলোর পরিবর্তে এখন হতে "ফাইন্যান্স কোম্পানি" শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে।

৬.১১ "লভ্যাংশ" এর সংজ্ঞায় সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮১) এর উপ-দফা (ছ) তে উল্লেখিত "প্রাইভেট" শব্দটি বিলোপ করা হয়েছে এবং শর্তাংশ (ই) তে উল্লেখিত "উপ-দফা (ঙ)" শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে "উপ-দফা (ছ)" শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

উক্ত সংশোধনীর পূর্বে ধারা ২ এর দফা (৮১) এর উপ-দফা (ছ) নিম্নরূপ ছিলো, যথা:-

"(ছ) কোনো প্রাইভেট কোম্পানি উহার মালিকানাধীন পুঞ্জিভূত মুনাফা হইতে কোনো শেয়ারহোল্ডারগণকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ, উহা কোম্পানির পরিসম্পদের অংশ হোক বা না হোক, অথবা এইরূপ কোনো শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এইরূপ কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ,"

উক্ত সংশোধনীর ফলে ধারা ২ এর দফা (৮১) এর উপ-দফা (ছ) নিম্নরূপ হলো, যথা:-

"(ছ) কোনো কোম্পানি উহার মালিকানাধীন পুঞ্জিভূত মুনাফা হইতে কোনো শেয়ারহোল্ডারগণকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ, উহা কোম্পানির পরিসম্পদের অংশ হোক বা না হোক, অথবা এইরূপ কোনো

শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এইরূপ কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ,”

অর্থাৎ, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে কোনো কোম্পানি, তার ধরণ নির্বিশেষে, তার মালিকানাধীন পুঞ্জিভূত মুনাফা হতে কোনো শেয়ারহোল্ডারকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ, অথবা কোনো শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো পরিমাণ অর্থ লভ্যাংশ বলে গণ্য হবে।

ধারা ২ এর দফা (৮১) এর শর্তাংশ (ই) তে উল্লেখিত “উপ-দফা (ঙ)” শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে “উপ-দফা (ছ)” প্রতিস্থাপনের ফলে শর্তাংশ (ই) নিম্নরূপ হলো, যথা:-

“(ই) কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধকৃত কোনো লভ্যাংশ যাহা ইতঃপূর্বে পরিশোধিত সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো অর্থের বিপরীতে কোম্পানি কর্তৃক সমন্বয় করা হইয়াছে এবং উপ-দফা (ছ) এর অর্থে লভ্যাংশ হিসাবে বিবেচিত, যাহার ক্ষেত্রে উক্তরূপে সমন্বয় করা হইয়াছে ততটুকু;”

উদাহরণ ৩

জনাব অলোক ধ্রুব কোম্পানি ‘ক’ এর একজন শেয়ারহোল্ডার। ২০২০-২০২১ আয়বর্ষে তিনি কোম্পানি ‘ক’ হতে ১ (এক) কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। ২০২১-২০২২ করবর্ষে তার কর নির্ধারণকালে উক্ত ১ (এক) কোটি টাকা আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮১) এর উপ-দফা (ছ) অনুযায়ী লভ্যাংশ হিসাবে করারোপিত হয়েছিল। জনাব ধ্রুব ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে কোম্পানি ‘ক’ হতে ২ (দুই) কোটি টাকার লভ্যাংশ প্রাপ্ত হন। কোম্পানি ‘ক’ উক্ত ২ কোটি টাকার লভ্যাংশের সাথে জনাব ধ্রুব কর্তৃক গৃহীত ঋণ ১ কোটি টাকার সমন্বয় করে এবং বাকী ১ কোটি টাকা জনাব ধ্রুবকে পরিশোধ করে। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে যদিও জনাব ধ্রুব ২ কোটি টাকার লভ্যাংশ প্রাপ্ত হন, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮১) এর শর্তাংশ (ই) অনুযায়ী কেবল ১ কোটি টাকা লভ্যাংশ হিসাবে বিবেচিত হবে।

৬.১২ “স্বীকৃত করদায়” এর সংজ্ঞা সংযোজন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৮৯ক) সংযোজনের মাধ্যমে “স্বীকৃত করদায়” এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী “স্বীকৃত করদায়” অর্থ দাখিলকৃত রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন এর ভিত্তিতে, ক্ষেত্রমত, ধারা ১৭৩, ১৭৪ বা ১৮১ অনুযায়ী পরিগণিত প্রদেয় আয়কর দায়।

স্বীকৃত করদায়ের সংজ্ঞা সংযোজনের ফলে বিরোধ নিষ্পন্নের বিভিন্ন ফোরামে এতদ্‌সম্পর্কিত আর কোনো অস্পষ্টতা তৈরীর সুযোগ নেই।

উদাহরণ ৪

জনাব নাজমা পারভিন ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে ৩০,০০,০০০ টাকা কর পরিশোধ পূর্বক করদিবসের পর রিটার্ন দাখিল করেন। পরবর্তীকালে ১৮১ ধারায় রিটার্ন প্রসেসের সময় উপকর কমিশনার পর্যবেক্ষণ করেন যে, করদাতা ১৭৩ ধারা অনুযায়ী কর পরিশোধ করেছেন। করদাতার জন্য কর পরিশোধের ধারা হচ্ছে ১৭৪। উপ-কর কমিশনার অতিরিক্ত ৫,০০,০০০ টাকা রিটার্ন প্রসেসের মাধ্যমে করদাবী সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে, ৩৫,০০,০০০ টাকা স্বীকৃত করদায় হিসাবে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ ৫

মিজ তপমিতা চন্দ তনুশা ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে ২৫,০০,০০০ টাকা কর পরিশোধপূর্বক রিটার্ন দাখিল করেন। তিনি ধারা ১৬৯ এর সকল বিধিবিধান পরিপালন করেন। মিজ তপমিতা চন্দ তনুশা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত ব্যাংক বিবরণীর জমার প্রেক্ষিতে উপ-কর কমিশনার ১৮১ ধারায় রিটার্ন প্রসেস পূর্বক অতিরিক্ত ১,৮০,০০০ টাকার দাবী নামা প্রেরণ করেন। উপ-কর কমিশনার কর্তৃক কৃত ১৮১ ধারায় রিটার্ন প্রসেস সঠিক হয়নি বিধায় অতিরিক্ত অংক স্বীকৃত করদায় হিসাবে গণ্য হবে না।

৭। আয়কর কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত ধারা ৪ এ সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪ এ প্রদত্ত আয়কর কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞায় নিম্নবর্ণিত দুটি পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে, যথা:-

ক। “অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)” শব্দগুলো ও বন্ধনীর পরিবর্তে “পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)” শব্দগুলো ও বন্ধনী এবং “পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)” শব্দগুলো ও বন্ধনীর পরিবর্তে “যুগ্মপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল)” শব্দগুলো ও বন্ধনী প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

খ। উপপরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) এবং সহকারী পরিচালক (কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল) কে আয়কর কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূরীভুত করা হয়েছে।

৮। আয়কর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ সংক্রান্ত ধারা ৫ সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫ সংশোধন পূর্বক এতে উপ-ধারা (৩) এর পর নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্থাৎ আয়কর আইনের ধারা ৪ এ বর্ণিত কোনো কর্মকর্তাকে তার বিদ্যমান পদের অব্যবহিত উচ্চতর পদে চলতি দায়িত্বে পদায়িত হলে তিনি উক্তরূপ উচ্চতর পদের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবেন। এই বিধানের মাধ্যমে পদায়ন সংক্রান্ত সরকারি বিধি-বিধানের একটি সাধারণ নিয়মকে আয়কর আইনের অংশ হিসাবে গ্রহণ করে এর প্রয়োগ আরও সুস্পষ্ট করা হলো।

৯। ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধানানুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদেশ দ্বারা-

ক। তার নিজের কোনো ক্ষমতা অধীনস্ত অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করতে পারবে;

খ। কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করতে পারবে।

কর কমিশনার, আদেশ দ্বারা, তার কোনো ক্ষমতা তার অধীনস্ত অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করতে পারবে।

১০। বোর্ডের নির্দেশনা অনুসরণ সংক্রান্ত ধারা ১০ সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০ এ একটি আয়কর কর্তৃপক্ষ নামের পূর্বে "যুগ্ম" শব্দটি করণিক ভুল হিসাবে উল্লেখ করা ছিল। এই ধারায় সংশোধনীর মাধ্যমে এই শব্দটি বিলোপ করা হয়।

১১। কর আপিল ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ সংক্রান্ত ধারা ১৩ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১৩ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের মধ্য হইতে একজন সদস্যকে, যিনি বোর্ডের সদস্য ছিলেন বা আছেন, প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করার বিধান ছিল। আনীত সংশোধনের মাধ্যমে কেবল বোর্ডের সদস্য হিসাবে কর্মরত আছেন এমন ব্যাক্তিদের মধ্য হতে ট্রাইব্যুনালের প্রসিডেন্ট নিয়োগ করা যাবে।

১২। আয় একীভূতকরণ সংক্রান্ত ধারা ৩১ এর সংশোধন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (২) বিলোপ করা হয়েছে। এর ফলে ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর পরবর্তী আয় ফার্মের অংশীদারগণ বা ব্যক্তিসংঘের সদস্যদের আয়ে ধারা ১৮৭ অনুযায়ী আনুপাতিক হারে একীভূত করতে হবে।

১৩। ভাড়া হতে আয় নির্ধারণ সংক্রান্ত অংশ ৫ এর তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতিস্থাপন

আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৫ এর তৃতীয় অধ্যায় এর পরিবর্তে নূতন তৃতীয় অধ্যায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভাড়া হতে আয় পরিগণনার সম্পূর্ণ নূতন একটি ভিত্তি রচনা করা হয়েছে।

১৩.১ ভাড়া হইতে আয় কী?

নূতন প্রবর্তিত ধারা ৩৬ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির কোনো সম্পত্তির ভাড়া প্রদান হতে অর্জিত মোট ভাড়ামূল্য হতে অংশ ৫ এর তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বমোট

অনুমোদনযোগ্য খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা হবে উক্ত সম্পত্তি হতে উক্ত ব্যক্তির ভাড়া হইতে আয়।

১৩.২ সকল প্রকারের সম্পত্তির ভাড়া প্রদান হতে অর্জিত আয়-ই কী "ভাড়া হইতে আয়" হিসাবে পরিগণিত হবে?

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত যেকোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হোক না কেন, উক্ত সম্পত্তি হতে অর্জিত আয় "ভাড়া হইতে আয়" খাতের অধীন পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

১। হোস্টেল, হোটেল, মোটেল বা রিসোর্টের ভাড়া আয় ব্যবসা আয় হিসাবে পরিগণনা করতে হবে;

২। কোনো ব্যক্তির সম্পত্তির কোনো অংশ উক্ত ব্যক্তির নিজের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে বা তা হতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনাযোগ্য হলে, উক্ত অংশের জন্য ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা প্রযোজ্য হবে না।

১৩.৩ সকল প্রকারের সম্পত্তির ভাড়া প্রদান হতে অর্জিত আয় কি একই নিয়মে পরিগণনা করতে হবে?

ভাড়া হইতে আয়-কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন:

ক। গৃহসম্পত্তি ভাড়া প্রদান হতে অর্জিত ভাড়া আয়; এবং

খ। গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি ভাড়া প্রদান হতে অর্জিত ভাড়া আয়।

১৩.৪ "ভাড়া প্রদান" কী?

এখানে, "ভাড়া প্রদান" অর্থ মালিকানা বা স্বত্ব ত্যাগ ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদানকে বুঝাবে।

তবে, নিজের মালিকানাধীন হোক বা না হোক, কোনো তফসিলি ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কোনো উন্নয়নমূলক ফাইন্যান্স কোম্পানি অথবা মুদারাবা বা লিজিং কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদান ভাড়া হইতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ এ সকল ভাড়া প্রদান এ সকল ব্যক্তির জন্য ব্যবসা হইতে আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৩.৫ “গৃহসম্পত্তি” কী?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৫ এ গৃহসম্পত্তিকে নিম্নবর্ণিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যথা:-

“গৃহসম্পত্তি” অর্থে যেকোনো গৃহসম্পত্তি, ভবন বা দালানসহ নিম্নবর্ণিত পরিসম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা-

(ক) আসবাবপত্র, ফিক্সার, ফিটিংস যাহা উক্ত গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

(খ) গৃহসম্পত্তি যে ভূমির উপর স্থাপিত উক্ত ভূমি:

তবে, নিম্নবর্ণিত ভবন বা দালান এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(অ) কোনো ভবন যা সম্পূর্ণরূপে গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বা

(আ) কোনো কারখানা ভবন যাহা প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ভাড়া প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাড়া প্রদান করা হয়।

১৩.৫ গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি কী?

গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি বলতে ভাড়া প্রদান করা যায় এমন জমি, আসবাবপত্র, ফিক্সার, কারখানা ভবন, ব্যবসার আঙ্গিনা, যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত যানবাহন ও মূলধনি প্রকৃতির অন্য কোনো ভৌত পরিসম্পদ বুঝাবে। এছাড়াও নিম্নবর্ণিত ভবন বা দালান এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা: -

(অ) কোনো ভবন যা সম্পূর্ণরূপে গুদাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বা

(আ) কোনো কারখানা ভবন যাহা প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ভাড়া প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভাড়া প্রদান করা হয়।

১৩.৬ গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য কীভাবে পরিগণনা করতে হবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ+ঙ)-চ, যেখানে-

ক = গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য,

খ = নিম্নবর্ণিত অংকসমূহের মধ্যে যা অধিক হয় তা, যথা:-

(অ) গৃহসম্পত্তি হতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ; বা

(আ) গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

গ = গৃহসম্পত্তির ভাড়া বাবদ গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের যতটুকু উক্ত আয়বর্ষে সমন্বয়কৃত হয়েছে তা। তবে, অসমন্বয়যোগ্য কোনো অগ্রিম বা নিরাপত্তা জামানত এর অন্তর্ভুক্ত হবে না,

ঘ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা খ ও গ তে উল্লেখিত অংকের অতিরিক্ত,

ঙ = গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন,

চ = শূন্যতা ভাতা যা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হলে অনুমোদনযোগ্য হবে।

১৩.৬ গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে কী কী বিয়োজন দাবী করা যাবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন গৃহসম্পত্তির ভাড়া হতে প্রাপ্ত আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খরচ বিয়োজনযোগ্য হবে, যথা:-

(ক) কোনো গৃহসম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসের ঝুঁকির বিপরীতে কোনো বিমা করা হলে তার জন্য পরিশোধিত প্রিমিয়াম;

(খ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার বা পুনঃনির্মাণের জন্য কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি হতে কোনো মূলধনি ঋণ গ্রহণ করা হলে সে ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা;

(গ) গৃহসম্পত্তির উপর পরিশোধিত কোনো কর, ফি বা অন্য কোনো বার্ষিক চার্জ, যা মূলধনি চার্জ প্রকৃতির নয়;

(ঘ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কোনো মূলধনি ঋণের উপর কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানিকে ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হয়ে থাকলে সে সুদ বা মুনাফা ভাড়া শুরুর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ হতে একাদিক্রমে মোট ৩ (তিন) আয়বর্ষে সমকিস্তিতে:

তবে, ভাড়াপূর্ব সময়ের কোনো সুদ বা মুনাফা বা তার কোনো অংশ, যদি থাকে, উক্ত বর্ণিত সময়ের পরে বিয়োজনযোগ্য হবে না;

(ঙ) ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত অংক, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	সম্পত্তির ধরন	সংবিধিবদ্ধ বিয়োজন (মোট ভাড়ামূল্যের শতকরা হারে)
(১)	**(২)**	**(৩)**
১।	বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	৩০% (ত্রিশ শতাংশ)
২।	অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)

তবে, বিয়োজন অনুমোদন বা দাবীর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় নিতে হবে, যথা:-

(অ) গৃহসম্পত্তির আংশিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে;

(আ) কোনো গৃহসম্পত্তি কোনো আয়বর্ষের অংশবিশেষের জন্য ভাড়া প্রদান করা হলে ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে।

উদাহরণ ৬

জনাব অনুপম চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এলাকায় একটি পাঁচতলা বাড়ির মালিক। তার বাড়ি ভাড়া আয়ের বিস্তারিত নিম্নরূপ, যথা:-

ক। বাড়ির প্রতি ফ্লোরে ২ টি করে মোট ১০ টি অ্যাপার্টমেন্ট। ১ টি অ্যাপার্টমেন্টে তিনি ও অন্য দুটিতে তার ২ ভাই বসবাস করেন। ভাইদের সাথে তিনি কোনো প্রকারের ভাড়া চুক্তি করেননি।

খ। ১ টি অ্যাপার্টমেন্ট তিনি তার নিজের ব্যবসার কাজে ব্যবহার করেন।

গ। বাদ বাকি অ্যাপার্টমেন্টগুলো তিনি বিভিন্ন পরিবারকে বসবাসের উদ্দ্যেশ্যে ভাড়া প্রদান করেন। তার মধ্যে দুটি অ্যাপার্টমেন্ট দুই মাস খালি থাকে। খালির সমর্থনে বিদ্যুৎ বিল রয়েছে।

ঘ। চুক্তিপত্র অনুযায়ী তার বাড়ির প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া ২০,০০০ টাকা। প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া চুক্তির সময় তিনি সমান্তরাল আরো কয়েকটি চুক্তি করেন। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি মূলে প্রতিমাসে ৬,০০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ চুক্তি মূলে প্রতিমাসে ৪,০০০ টাকা করে তিনি প্রাপ্ত হন।

ঙ। তার প্রতিটি ফ্ল্যাটের বার্ষিকমূল্য ৩,৬০,০০০ টাকা।

চ। ভাড়া চুক্তি অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষে তিনি তিন জনের নিকট হতে প্রতিমাসে ১০,০০০ টাকা করে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম ২,৫০,০০০ এবং ১,০০,০০০ টাকা করে অসমন্বয়যোগ্য নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করেন।

ছ। ভাড়া চুক্তি অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে তিনি তিন জনের নিকট হতে প্রতিমাসে ১০,০০০ টাকা করে সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম ২,৫০,০০০ এবং ১,০০,০০০ টাকা করে অসমন্বয়যোগ্য নিরাপত্তা জামানত গ্রহণ করেন।

উক্ত বাড়ির প্রয়োজনে ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে তিনি নিম্নবর্ণিত ব্যয়াদি নির্বাহ করেন, যথা:-

অ। বীমা প্রিমিয়াম ১০,০০০ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন কর ৫০,০০০ টাকা;

আ। সংশ্লিষ্ট বৎসরে গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদ উদ্ভূত হয় ১,২০,০০০ টাকা যার মধ্যে ১,০০,০০০ টাকা পরিশোধিত;

ই। বাড়ি ভাড়া আয় শুরুর পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ বাড়ি নির্মাণকালীন সময়ে গৃহীত ঋণের বিপরীতে পরিশোধিত সুদ ব্যয় মোট ৪,৫০,০০০ টাকা।

করদাতার ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের আয় নির্ধারণ করতে হবে।

গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনার পদ্ধতি:

ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির নিজের মালিকানাধীন কোনো গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ+ঙ)-চ, যেখানে-

ক = গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য,

খ = নিম্নবর্ণিত অংকসমূহের মধ্যে যা অধিক হয় তা, যথা:-

(অ) গৃহসম্পত্তি হতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ; বা

(আ) গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

গ = গৃহসম্পত্তির ভাড়া বাবদ গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের যতটুকু উক্ত আয়বর্ষে সমন্বয়কৃত হয়েছে তা। তবে, অসমন্বয়যোগ্য কোনো অগ্রিম বা নিরাপত্তা জামানত এর অন্তর্ভুক্ত হবে না,

ঘ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা খ ও গ তে উল্লেখিত অংকের অতিরিক্ত,

ঙ = গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন,

চ = শূন্যতা ভাতা যা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হলে অনুমোদনযোগ্য হবে।

এখানে, প্রথমে খ নির্ধারণ করতে হবে।

খ নির্ধারণ:

জনাব অনুপমের আয়ের বিবরণী হতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া যায়, যথা:-

১। চুক্তি মোতাবেক ৬ টি অ্যাপার্টমেন্ট হতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ = ৬ × ১২ × ২০,০০০ বা ১৪,৪০,০০০ টাকা

২। উক্ত ৬টি অ্যাপার্টমেন্টের বার্ষিক মূল্য = ৬ × ৩,৬০,০০০ বা ২১,৬০,০০ টাকা;

৩। উক্ত ৬টি অ্যাপার্টমেন্টের বার্ষিক মূল্য অর্জিত ভাড়ার পরিমাণের অধিক বলে ভাড়ামূল্য হবে ২১,৬০,০০০ টাকা;

৪। দুই ভাইকে দেয়া ২টি অ্যাপার্টমেন্টের বার্ষিক মূল্য = ২ × ৩,৬০,০০০ বা ৭,২০,০০০ টাকা;

৫। ১ টি অ্যাপার্টমেন্ট নিজ বসবাস ও ১ টি নিজ ব্যবসায় ব্যবহৃত হচ্ছে বিধায় এগুলোর বার্ষিক মূল্য মোট ভাড়ামূল্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

অর্থাৎ ৮টি অ্যাপার্টমেন্টের মোট অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ বা বার্ষিক মূল্য- যেটি বেশি, খ = ২১,৬০,০০ + ৭,২০,০০০ বা ২৮,৮০,০০০ টাকা;

গ নির্ধারণ:

গ হচ্ছে উক্ত আয়বর্ষে যতটুকু অগ্রিম সমন্বয় হয়েছে তার পরিমাণ। এখানে খ নির্ধারণকালে যেহেতু চুক্তি অনুযায়ী ধার্যকৃত ভাড়া এবং বার্ষিক মূল্য বিবেচনা করা হয়েছে সেহেতু গ পুনর্বার বিবেচনার সুযোগ নেই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে গ = ০ হবে।

তবে, খ নির্ধারণকালে যদি অগ্রিম সম্বনিত ভাড়া আয় নেয়া হতো (অর্থাৎ প্রতিমাসে ১০,০০০ টাকা বিবেচনা করা হতো) এবং কোনো বার্ষিকমূল্য নির্ধারণ করা না হতো, কেবল সেক্ষেত্রেই এখানে গ = ৬ × ১২ × ১০,০০০ বা ৭,২০,০০০ হতো।

ঘ নির্ধারণ:

ঘ হচ্ছে উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহার সূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম ব্যতীত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা খ ও গ তে উল্লেখিত অংকের অতিরিক্ত অংক। এখানে জনাব অনুপম এরূপ কোনো সুবিধার বিনিময়ে কোনো অতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্ত হন না। সুতরাং ঘ = ০ হবে।

ঙ নির্ধারণ:

ঙ হচ্ছে গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ। এখানে দেখা যায়, জনাব অনুপম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তিমূলে প্রতিমাসে ৬,০০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ চুক্তিমূলে প্রতিমাসে ৪,০০০ টাকা করে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ প্রতিমাসে তিনি প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্ট হতে ২০,০০০ টাকার অতিরিক্ত আরো ৬,০০০ + ৪,০০০ বা ১০,০০০ টাকা করে প্রাপ্ত হয়েছেন। সে হিসাবে জনাব অনুপমের অর্জিত ভাড়ায় ৬ টি অ্যাপার্টমেন্টের বিপরীতে ৬ × ১২ × ১০,০০০ বা ৭,২০,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে যেহেতু প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে বার্ষিক মূল্য ৩,৬০,০০০ টাকা বিবেচনা করা হয়েছে এবং যেহেতু চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত সকল অর্থের বার্ষিক পরিমাণ ১২ × (১০,০০০ + ২০,০০০) বা ৩,৬০,০০০ টাকা, সেহেতু এখানে অতিরিক্ত কোনো অর্থ ঙ হিসাবে নির্ধারণের সুযোগ নেই। অর্থাৎ, ঙ = ০ হবে।

এখানে উল্লেখ্য, খ নির্ধারণকালে বার্ষিক মূল্য বিবেচনা না করা হলে এখানে ঙ = ৬ × ১২ × ১০,০০০ বা ৭,২০,০০০ টাকা অন্তর্ভুক্ত হতো।

চ নির্ধারণ:

চ হচ্ছে শূন্যতা ভাতা যা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হলে অনুমোদিত হবে। এখানে দেখা যায়, জনাব অনুপমের অ্যাপার্টমেন্ট খালির সমর্থনে বিদ্যুৎ বিলের কপি রয়েছে। ফলে চ = ২ × ২ × ৩০,০০০ বা ১,২০,০০০ টাকা।

সুতরাং গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য, ক = (খ+গ+ঘ+ঙ)-চ বা (২৮,৮০,০০০ + ০ + ০ + ০) – ১,২০,০০০ বা ২৭,৬০,০০০ টাকা।

তবে, যেহেতু ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আইনী বিধানের ফলে করদাতা কর্তৃক গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম পুরোটাই করারোপিত হয়েছিল সেহেতু ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে ভাড়া হতে অর্জিত আয় পরিগণনায় এ বছরের জন্য সমন্বয়যোগ্য অংক বাদ দিতে হবে অর্থাৎ গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হবে ২৭,৬০,০০০ – (৩ × ১২ × ১০,০০০) বা ২৪,০০,০০০ টাকা।

এখানে উল্লেখ্য, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৮ অনুযায়ী একবার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে করারোপিত হলে তা পুনর্বার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে অনুমোদনযোগ্য মোট ব্যয়াদি নির্ধারণ:

ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী জনাব অনুপমের নিম্নবর্ণিত ব্যয়াদি অনুমোদিত হবে, যথা:-

১। বীমা প্রিমিয়াম ও সিটি কর্পোরেশন কর বাবদ (১০,০০০ + ৫০,০০০) বা ৬০,০০০ টাকা;

২। পরিশোধিত সুদের পরিমাণ ১,০০,০০০ টাকা;

৩। ভাড়াপূর্ব সময়ে পরিশোধিত সুদের তিন ভাগের এক ভাগ বা ১,৫০,০০০ টাকা;

৪। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের নিমিত্ত সংবিধিবদ্ধ বিয়োজন মোট ভাড়া মূল্যের ২৫% বা ২৪,০০,০০০ × ২৫% বা ৬,০০,০০০ টাকা।

অর্থাৎ ভাড়ামূল্যের বিপরীতে অনুমোদনযোগ্য মোট বিয়োজনের পরিমাণ ৬,০০,০০০ + ৬০,০০০ + ১,০০,০০০ + ১,৫০,০০০ বা ৯,১০,০০০ টাকা

সুতরাং, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে জনাব অনুপমের ভাড়া হইতে মোট আয় = ২৪,০০,০০০ – ৯,১০,০০০ টাকা বা ১৪,৯০,০০০ টাকা।

এখানে আরো উল্লেখ্য, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের নিমিত্ত সংবিধিবদ্ধ বিয়োজন মোট ভাড়া মূল্যের ২৫% বা ৬,০০,০০০ টাকার কোনো অংশ অব্যয়িত দাবী করলে তা ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুযায়ী বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হবে।

১৩.৭ গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য কীভাবে পরিগণনা করতে হবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হইবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ), যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = নিম্নবর্ণিত অংকসমূহের মধ্যে যা অধিক হয় সেটি, যথা:-

(অ) সম্পত্তি হতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ; বা

(আ) সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

গ = উক্ত সম্পত্তির ভাড়া বাবদ গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের যতটুকু উক্ত আয়বর্ষে সমন্বয়কৃত হয়েছে তা। তবে, অসমন্বয়যোগ্য কোনো অগ্রিম বা নিরাপত্তা জামানত এর অন্তর্ভুক্ত হবে না;

ঘ = অন্য কোনোভাবে সম্পত্তির ব্যবহার হতে অর্জিত আয় এবং সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অন্য যেকোনো অংক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা খ ও গ তে উল্লেখিত অংকের অতিরিক্ত।

১৩.৮ গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে কী কী বিয়োজন দাবী করা যাবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গৃহসম্পত্তি ভিন্ন অন্য কোনো সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয় হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে বিয়োজনসমূহ অনুমোদিত হবে, যথা:-

(ক) ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ধারা ৪৯-৫৫ অনুযায়ী যে সকল বিয়োজন যে সকল সীমা ও শর্তে অনুমোদিত হয়;

(খ) তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অনুমোদিত ভাতাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল বিয়োজন ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন হলে।

১৩.৯ গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে কোনো বিয়োজন দাবী করতে হলে বা অনুমোদিত হতে হলে তা কি অবশ্যই ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যেমে হতে হবে?

হ্যাঁ। সকল ব্যয় অবশ্যই ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। তবে, কেবল তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী দাবীকৃত বিয়োজনসমূহ এর বাহিরে থাকবে।

১৩.১০ বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনা কিভাবে করতে হবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি ধারা ৩৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) অনুযায়ী কোনো সংবিধিবদ্ধ বিয়োজনের কোনো অংশ অব্যয়িত বলে দাবি করলে, তা বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে গণ্য হবে।

আবার, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে বিয়োজন দাবীকালে বা অনুমোদনকালে যদি ধারা ৪৯-৫৫ এ উল্লেখিত সীমা ও শর্তে অননুমোদিত হয় তবে তা ধারা ৫৬ তে উল্লেখিত সীমা ও শর্ত অনুযায়ী বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসেবে পরিগণিত হবে।

১৩.১১ বিশেষ ভাড়া হইতে আয় পরিগণনায় কী কী বিয়োজন অনুমোদিত হবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী বিশেষ ভাড়া হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত আয়ের বিপরীতে কোনো প্রকারের বিয়োজন, ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা ও তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো ভাতা অনুমোদিত হবে না।

১৩.১২ বিশেষ ভাড়া হইতে আয়ের করহার কী হবে?

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী বিশেষ ভাড়া হইতে আয় সাধারণ করহারে করারোপিত হবে।

১৪। ব্যবসা হতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ সংক্রান্ত ধারা ৪৬ সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৬ এ নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ আনয়ন করা হয়, যথা:-

(ক) ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৩) এর সারণীর (২) নং কলামের "ক্রয়লব্ধ অর্থ" শিরোনামের পরিবর্তে "বিক্রয়লব্ধ অর্থ" শিরোনামটি প্রতিস্থাপন করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে করণিক ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

(খ) ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লেখিত "প্রাপ্ত অর্থ" শব্দগুলোর পর "বা বিক্রয়লব্ধ অর্থ" শব্দগুলো সংযোজন করা হয়। আনীত সংশোধীনর ফলে ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর সারণীতে বর্ণিত ক বলতে পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ বা বিক্রয়লব্ধ অর্থকে বুঝাবে।

(গ) ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৭) বিলোপ করা হয়। এর ফলে, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে কোনো প্রকারের প্রদেয় সুদ বা মুনাফা বিয়োজনের আর সুযোগ থাকল না।

১৪.১ ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে কি কেবল পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা-ই বিয়োজন হিসাবে দাবী করা যাবে বা অনুমোদিত হবে?

হ্যাঁ। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে কেবল পরিশোধিত (paid) সুদ বা মুনাফা-ই বিয়োজন হিসাবে দাবী করা যাবে বা অনুমোদিত হবে। কোনো প্রকারের প্রদেয় (payable) সুদ বা মুনাফা বিয়োজন হিসাবে দাবী করা যাবে না বা অনুমোদিত হবে না।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৬ এর বিলুপ্ত উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী যদি কোনো আয়বর্ষে ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনাকালে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রদেয় (payable) সুদ বা মুনাফা বাবদ কোনো খরচ বিয়োজিত হয় এবং যে আয়বর্ষে বিয়োজন অনুমোদিত হয়েছে তা শেষ হবার পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে যদি উক্ত সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা না হয় তবে তা উক্ত ৩ বছর শেষ হবার পরের বছর অর্থাৎ চতুর্থ বছরে যতটুকু অপরিশোধিত থাকবে ততটুকু করদাতার ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হতো।

অপরদিকে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ধারকৃত কোনো মূলধনের উপর কোনো সুদ পরিশোধ বা, ক্ষেত্রমত, কোনো মুনাফা ভাগের অর্থ পরিশোধ করা হলে (only paid amount) তা ব্যবসায়িক ব্যয়

হিসাবে অনুমোদিত হবে। অর্থাৎ কেবল পরিশোধকৃত সুদ বা মুনাফা-ই ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হবে।

আয়কর আইন, ২০২৩ এর এই দুটি বিধানের সহাবস্থানের কারণে প্রদেয় (payable) সুদ বা মুনাফাও ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হতো। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (৭) বিলোপ করার ফলে কেবল ধারা ৫২ এর বিধানানুযায়ী সুদ ব্যয় বিয়োজিত হবে। অর্থাৎ কেবল পরিশোধকৃত সুদ বা মুনাফা-ই ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হবে।

উদাহরণ ৭

জনাব তারেকের ব্যবসা হইতে আয়ের বিপরীতে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে ১ কোটি টাকার প্রদেয় সুদ বিয়োজন হিসাবে অনুমোদন করা হয়েছিল। ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে তিনি উক্ত ১ কোটি টাকা পরিশোধ করেছেন। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে উক্ত ১ কোটি টাকা পুনরায় পরিশোধিত সুদ হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হবে কিনা? না। হবে না।

১৪.২ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭২ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী একটি কোম্পানিকে International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS) ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে (payable) সুদ বা মুনাফা বিয়োজন অননুমোদন কি এই ধারার লঙ্ঘন হবে না?

না। হবে না। আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭২ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী একটি কোম্পানিকে IAS, IFRS ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী হিসাব রক্ষণ এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে এবং ধারা ৭৩ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলকালে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং IAS, IFRS ও বাংলাদেশে বলবৎ সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহ দাখিল করতে হবে। এর মানে এই নয় যে, IAS বা IFRS অনুযায়ী পরিগণনাকৃত আয়ের উপর কর পরিশোধ করা যাবে। আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানানুযায়ী পরিগণনাকৃত আয়ের উপর-ই আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং কর নির্ধারণকালে কেবল আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী অনুমোদিত ব্যয়াদি বিয়োজন হিসাবে দাবী করা যাবে।

১৫। ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ সংক্রান্ত ধারা ৪৯ সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৯ এর দফা (প) এর পরিবর্তে নূতন দফা (প) প্রতিস্থাপন করা হয়। প্রতিস্থাপিত দফা (প) অনুযায়ী শ্রম আইন,

২০০৬ এর ধারা ২৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) অনুযায়ী অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদেয় অর্থ যা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নয় ব্যবসায়িক ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হবে। প্রতিস্থাপনের পূর্বে এ সকল তহবিলে কেবল পরিশোধিত অর্থ-ই বিয়োজন হিসাবে অনুমোদিত হতো।

১৬। কতিপয় ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ৫৫ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৫ এর দফা (থ), (ধ) ও (প) তে সংশোধনী আনীত হয়।

১৬.১ ধারা ৫৫ এর দফা (থ) এর সংশোধন

সংশোধনীর পূর্বে দফা (থ) অনুযায়ী যেকোনো দায় যা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নয় তা ব্যয় হিসাবে অননুমোদিত হতো। সংশোধিত দফা (থ) অনুযায়ী কোনো বিয়োজন বা কোনো দায়ের বিপরীতে সৃষ্ট কোনো বিয়োজন যা সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত নয় তা ব্যয় হিসাবে অননুমোদিত হবে।

১৬.২ ধারা ৫৫ এর দফা (ধ) এর সংশোধন

সংশোধনীর পূর্বে দফা (ধ) অনুযায়ী International Financial Reporting Standard মোতাবেক কোনো পরিসম্পদের Right of Use বাবদ দাবিকৃত কোনো অবচয় ভাতা ও সুদ বিয়োজন অননুমোদিত হতো। তবে, এক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় অনুমোদন করার বিধান ছিল। সংশোধিত দফা (ধ) অনুযায়ী International Financial Reporting Standard মোতাবেক কোনো পরিসম্পদের Right of Use বাবদ দাবিকৃত কোনো অবচয় ভাতা ও সুদ বিয়োজন অননুমোদিত হবে। তবে, এক্ষেত্রে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পরিসম্পদের জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় অনুমোদন করার বিধান করা হয়েছে।

১৬.৩ ধারা ৫৫ এর দফা (প) এর সংশোধন

সংশোধনীর পূর্বে দফা (প) অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক অননুমোদিত কোনো তহবিলে প্রদত্ত অর্থ অননুমোদিত হতো। সংশোধিত দফা (প) অনুযায়ী এই আইনে অনুমোদন গ্রহণের বিধান রয়েছে কিন্তু অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি এরূপ কোনো তহবিলে প্রদত্ত অর্থ বিয়োজন হিসাবে অননুমোদিত হবে। এটি পূর্বের বিধানের একটি স্পষ্টিকরণ মাত্র।

১৭। বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ৫৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত “দফা (ধ)” শব্দ, বর্ণ ও বন্ধনীর পরিবর্তে “দফা (ঘ)-(ঞ), (থ), (ধ) এবং (ন)”

শব্দগুলো, বর্ণগুলি, চিহ্নগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপন করা হয়। আনীত সংশোধনী অনুযায়ী এই আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫৫ এর দফা (ঘ) হতে (ঞ) এবং দফা (থ), (ধ) ও (ন) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসাবে গণ্য হবে। সংশোধনীর পূর্বে কেবল দফা (ধ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য দফার অধীন অননুমোদিত সকল ব্যয় বিশেষ ব্যবসা আয় হিসাবে গণ্য হতো।

উদাহরণ ৮

চ লিঃ কোম্পানি খাদ্য উৎপাদন ব্যবসায় নিয়োজিত। ১ জুলাই ২০২৩ হইতে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির টার্নওভার ছিল ৬০,০০,০০,০০০ টাকা এবং করপূর্ব মুনাফা ছিল ৫,০০,০০,০০০ টাকা। করদাতা কাঁচামাল ক্রয় বাবদ দুটি লেনদেন ব্যতীত অন্য সকল লেনদেন ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। এছাড়াও করদাতার নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড পরিচালনা করেন:

১। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক জনাব রহিমকে ৫,০০,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট প্রদান করা হয়;

২। কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমুহ দেওয়া হয়:

(অ) কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত একটি বাসভবন যার বার্ষিক মূল্য ১৮,০০,০০০ টাকা, এবং আবাসন ভাড়া বাবদ কোম্পানিকে প্রধান নির্বাহী পরিশোধ করেন বার্ষিক ২,৪০,০০০ টাকা;

(আ) চিকিৎসা ভাতা হিসাবে মাসিক ৩০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়;

(ই) বার্ষিক কার রেন্টাল সুবিধা ৩,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়;

(ঈ) যাতায়াত ভাতা হিসাবে ১,২০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়;

(উ) ইনসেন্টিভ বোনাস হিসাবে ১২,০০,০০০ প্রদান করা হয়;

৩। রয়্যালটি ফি বাবদ ৭০,০০,০০০ টাকা খরচ হিসাবে দাবী করা হয়;

৪। উক্ত বছরে কোম্পানির ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় ৮০,০০,০০০ টাকা;

৫। বিদেশ ভ্রমণ বাবদ ব্যয় ৫০,০০,০০০ টাকা, যথাযথ নথি সংরক্ষণ করা হয়নি;

৬। আপ্যায়ন ব্যয় হিসাবে ১৫,০০,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে;

৭। ফ্রী স্যাম্পল হিসাবে ৬,০০,০০০ টাকার পণ্য বিতরণ করা হয়েছে;

৮। প্রচারণামূলক ব্যয় ৫,০০,০০০ টাকা, যা বিজ্ঞাপনের অন্তর্ভুক্ত নয়;

৯। কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা করে দুটি নগদ লেনদেন করা হয়;

১০। ৫,০০,০০০ টাকায় ৫০ টি চেয়ার কিনে প্রশাসনিক খরচ হিসাবে দেখানো হয়;

১১। দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান ৫০,০০০ টাকা, যা ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের সহিত সম্পর্কিত নয়;

১২। Right of Use asset বাবদ অবচয় ভাতা দেখানো হয় ১০,০০,০০০ টাকা এবং সুদ বিয়োগ করা হয় ২০০,০০০ টাকা; প্রকৃত লিজ বাবদ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ৯০০,০০০ টাকা;

১৩। পরিসম্পদের ধারণাগত অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss) দেখায় ৫,০০,০০০ টাকা;

১৪। অননুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ৫০০,০০০ টাকা;

১৫। উক্ত বছরে তার বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হইতে লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ:

(অ) মজুদ পণ্য ক্রয় হতে নগদায়িত ও অনগদায়িত ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ১০,০০,০০০ এবং ২০,০০,০০০ টাকা;

(আ) বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ ক্রয় হতে নগদায়িত ক্ষতি ৩০,০০,০০০ টাকা;

১৬। হিসাব বইতে অবচয়ের পরিমাণ ছিল ৩০,০০,০০০ টাকা, কিন্তু তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অনুমোদিত অবচয় ভাতা ৪০,০০,০০০ টাকা;

১৭। উক্ত আয়বর্ষে সুদ ব্যয় হিসাবে দাবীকৃত খরচ ১০,০০,০০০ টাকা যার মধ্যে ৫,০০,০০০ টাকা সুদ পরিশোধিত করা হয়েছিল।

করদাতার ব্যবসা হতে করযোগ্য আয় নির্ধারণ করতে হবে।

ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার নিয়ম:

[করপূর্ব নীট মুনাফা + আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি – অনুমোদনযোগ্য ব্যয় + ৫৫ ধারা অনুযায়ী অননুমোদিত ব্যয় – ৫৬ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনার জন্য প্রযোজ্য ব্যয়াদি = ব্যবসা হতে পরিগণিত করযোগ্য আয়]

চ লিঃ কোম্পানির করযোগ্য আয় নির্ধারণ		
করপূর্ব নীট মুনাফা		৫,০০,০০,০০০
যোগ: আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি		
রয়্যালটি ফি	৭০,০০,০০০	
ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয়	৮০,০০,০০০	
বিদেশ ভ্রমণ	৫০,০০,০০০	
আপ্যায়ন	১৫,০০,০০০	
ফ্রী স্যাম্পল	৬,০০,০০০	
প্রচারণামূলক ব্যয়	৫,০০,০০০	
সুদ ব্যয়- টীকা ১১	১০,০০,০০০	

Right of Use asset বাবদ অবচয় ভাতা	১০,০০,০০০	
Right of Use asset বাবদ সুদ খরচ	২,০০,০০০	
হিসাব বই অনুযায়ী অবচয়	৩০,০০,০০০	
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় জনিত ক্ষতি-টীকা ৯	৬০,০০,০০০	
		৩,৩৮,০০,০০০
		৮,৩৮,০০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য ব্যয়		
রয়্যালটি ফি - টীকা ১	৫০,০০,০০০	
ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় - টীকা ২	৫০,০০,০০০	
বিদেশ ভ্রমণ – টীকা ৩	৩০,০০,০০০	
ফ্রী স্যাম্পল - টীকা ৪	৬,০০,০০০	
প্রচারণামূলক ব্যয় - টীকা ৫	৫,০০,০০০	
মজুদ পণ্য ক্রয় হতে নগদায়িত ক্ষতি – টীকা ৯	১০,০০,০০০	
সুদ ব্যয়- টীকা ১১	৫,০০,০০০	
লিজ বাবদ প্রদান	৯,০০,০০০	
তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অনুমোদিত অবচয় ভাতা	৪০,০০,০০০	
		২,০৫,০০,০০০
		৬,৩৩,০০,০০০
যোগ: ৫৫ ধারানুযায়ী অননুমোদিত অন্যান্য ব্যয়		
শেয়ারহোল্ডার পরিচালকের ডিসকাউন্ট	৫,০০,০০০	
চেয়ার ক্রয় – টীকা ৮	৫,০০,০০০	
অতিরিক্ত পারকুইজিট - টীকা ৬	২৫,৪০,০০০	
কাঁচামাল বাবদ নগদে পরিশোধ - টীকা ৭	১৫,০০,০০০	
দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৫০,০০০	
পরিসম্পদের ধারণাগত অনিষ্টজনিত ক্ষতি (impairment loss)	৫,০০,০০০	

অননুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অর্থ	৫,০০,০০০	
		৬০,৯০,০০০
আপ্যায়ন খরচ অনুমোদন পূর্ব ব্যবসা হইতে আয়		৬,৯৩,৯০,০০০
বাদ: অনুমোদিত আপ্যায়ন ব্যয়- টীকা ১০		(১৪,০৭,৮০০)
আপ্যায়ন খরচ অনুমোদন পরবর্তী ব্যবসা হইতে আয়		**৬,৭৯,৮২,২০০**
বাদ: ধারা ৫৬ (বিশেষ ব্যবসায় আয় পরিগণনা)		
চেয়ার ক্রয় - টীকা ৮	৫,০০,০০০	
কাঁচামাল বাবদ নগদে পরিশোধ - টীকা ৭	১৫,০০,০০০	
শেয়ারহোল্ডার পরিচালকের ডিসকাউন্ট	৫,০০,০০০	
দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান	৫০,০০০	
অননুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অর্থ	৫,০০,০০০	৩০,৫০,০০০
ব্যবসা হতে পরিগণিত করযোগ্য আয়		**৬,৪৯,৩২,২০০**
বিশেষ ব্যবসায় আয়		**৩০,৫০,০০০**
টীকা ১: অনুমোদনযোগ্য রয়্যালটি ফি নির্ধারণ		
দাবীকৃত রয়্যালটি ফি বাবদ খরচ		৭০,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য রয়্যালটি ফি (৫,০০,০০,০০০ × ১০%) *[ধারা ৫৫(ঙ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরনীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য; এটি সন্দেহাতীতভাবে আর্থিক বিবরনীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% এবং কোনোভাবেই কর পরবর্তী মুনাফার ১০% নয়।]*		৫০,০০,০০০
অননুমোদনযোগ্য রয়্যালটি ফি (৭০,০০,০০০ - ৫০,০০,০০০)		২০,০০,০০০
টীকা ২: অনুমোদনযোগ্য ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় নির্ধারণ		
দাবীকৃত ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয়		৮০,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় (৫,০০,০০,০০০ × ১০%)		৫০,০০,০০০

[ধারা ৫৫(চ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরনীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]	
অননুমোদনযোগ্য ইন্ট্রা-গ্রুপ ব্যয় (৮০,০০,০০০ – ৫০,০০,০০০)	৩০,০০,০০০
টীকা ৩: অনুমোদনযোগ্য বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত বিদেশ ভ্রমণ ব্যয়	৫০,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় (৬০,০০,০০,০০০ × ০.৫০%) *[ধারা ৫৫(ছ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরনীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]*	৩০,০০,০০০
অননুমোদনযোগ্য বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় (৫০,০০,০০০ - ৩০,০০,০০০)	২০,০০,০০০
টীকা ৪: অনুমোদনযোগ্য ফ্রী স্যাম্পল ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত ফ্রী স্যাম্পল ব্যয়	৬,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য ফ্রী স্যাম্পল ব্যয় (৬০,০০,০০,০০০ × ০.২৫%) = ১৫,০০,০০০ *[ধারা ৫৫(ঝ)(আ)(৩) অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরনীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ কোটি টাকার অধিক, এইরূপ ক্ষেত্রে ০.২৫% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]*	৬,০০,০০০
অননুমোদনযোগ্য ফ্রী স্যাম্পল ব্যয়	০
টীকা ৫: অনুমোদনযোগ্য প্রচারণামূলক ব্যয় নির্ধারণ	
দাবীকৃত প্রচারণামূলক ব্যয়	৫,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য প্রচারণামূলক ব্যয় (৬০,০০,০০,০০০ × ০.৫০%) = ৩০,০০,০০০ *[ধারা ৫৫(ঞ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরনীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক টার্নওভারের ০.৫০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]*	৫,০০,০০০
অননুমোদনযোগ্য প্রচারণামূলক ব্যয়	০

টীকা ৬: অনুমোদনযোগ্য পারকুইজিট ব্যয় নির্ধারণ		
বাড়ি ভাড়া (১৮,০০,০০০ – ২,৪০,০০০)	১৫,৬০,০০০	
চিকিৎসা ভাতা (৩০,০০০ × ১২)	৩,৬০,০০০	
বার্ষিক কার রেন্টাল সুবিধা	৩,০০,০০০	
যাতায়াত ভাতা	১,২০,০০০	
ইনসেন্টিভ বোনাস	১২,০০,০০০	
		৩৫,৪০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য পারকুইজিট *[ধারা ৫৫(ঘ) অনুযায়ী ধারা ৩২ এর ব্যাখ্যাতে সংজ্ঞায়িত পারকুইজিট বাবদ কোনো কর্মচারীকে প্রদত্ত ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অতিরিক্ত যেকোনো অঙ্ক অননুমোদনযোগ্য]*		(১০,০০,০০০)
অননুমোদনযোগ্য পারকুইজিট		২৫,৪০,০০০
টীকা ৭: কাঁচামাল বাবদ নগদ পরিশোধ		
কাঁচামাল বাবদ নগদে পরিশোধ		২০,০০,০০০
[*ধারা ৫৫(ঙ) অনুযায়ী কাঁচামাল বাবদ যেকোনো অঙ্কের পরিশোধ ব্যাংকিং মাধ্যমে পরিশোধিত না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকলে ৫ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত পরিশোধিত অঙ্ক]*		
অননুমোদনযোগ্য ব্যয় = ২০,০০,০০০ – ৫,০০,০০০		১৫,০০,০০০
টীকা ৮: চেয়ার ক্রয়		
অননুমোদনযোগ্য		৫,০০,০০০
অ্যামর্টাইজেশন টাকা ৫০,০০০ পরবর্তী বছর থেকে ১০% হারে অনুমোদনযোগ্য হইবে।		
*অনুমোদনযোগ্য অ্যামর্টাইজেশন (৫,০০,০০০ * ১০%)= ৫০,০০০*		
টীকা ৯: বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় জনিত লাভ বা ক্ষতি		

মজুদ পণ্য ক্রয় হতে নগদায়িত ক্ষতি *[ধারা ৪৯(থ) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার নগদায়িত ক্ষতি অনুমোদনযোগ্য ব্যয়]*		১০,০০,০০০
মজুদ পণ্য ক্রয় হতে অনগদায়িত ক্ষতি *[ধারা ৪৯(থ) অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার অনগদায়িত ক্ষতি অনুমোদনযোগ্য ব্যয় নয়]*		২০,০০,০০০
বৈদেশিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ ক্রয় হতে নগদায়িত ক্ষতি ৩০,০০,০০০ টাকা *[তৃতীয় তফসিলের অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ ৩ এর উপানুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যেক্ষেত্রে কোনো পরিসম্পদ অর্জনের সাথে বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণ বা বৈদেশিক মুদ্রার সম্পৃক্ততা থাকে, সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সমন্বয় করার পর কোনো পরিসম্পদের অর্জনমূল্য পরিগণনা করা হবে, যথা:-* *(ক) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত ক্ষতি অথবা বিনিময় হার হেজিং বাবদ ব্যয় যোগ করে;* *(খ) বিনিময় হার পরিবর্তনজনিত লাভ বিয়োগ করে।* *তাই উক্ত ব্যয় পরিসম্পদের ক্রয়মূল্যের সাথে সমন্বয়ের পর মোট অবচয় ভাতা অনুমোদন করা হয়েছে।]*		৩০,০০,০০০
টীকা ১০: অনুমোদিত আপ্যায়ন ব্যয়		
আপ্যায়ন ব্যয়		১৫,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য আপ্যায়ন ব্যয়		
প্রথম ১০,০০,০০০ টাকা মুনাফা পর্যন্ত (১০,০০,০০০ × ৪%)	৪০,০০০	
পরবর্তী অঙ্কের জন্যে (৬,৮৩,৯০,০০০ × ২%)	১৩,৬৭,৮০০	
[ধারা ৫৫(জ) অনুযায়ী আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরুপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৪% এবং পরবর্তী অঙ্কের উপর ২% অনুমোদনযোগ্য হবে]		
অনুমোদনযোগ্য আপ্যায়ন ব্যয়		(১৪,০৭,৮০০)
অননুমোদনযোগ্য আপ্যায়ন ব্যয়		৯২,২০০
টীকা ১১: অনুমোদিত সুদ ব্যয়		

দাবীকৃত সুদ ব্যয়	১০,০০,০০০
বাদ: পরিশোধিত সুদ [*ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে প্রদেয় বা payable সুদ অনুমোদনযোগ্য ব্যয় নয়*]	৫,০০,০০০
অননুমোদনযোগ্য সুদ ব্যয়	৫,০০,০০০

উদাহরণ ৯

ম ফার্মাসিউটিক্যালস বাংলাদেশ লিমিটেড সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক কোম্পানি ভ ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এর বাংলাদেশি সাবসিডিয়ারি। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষের জন্য প্রস্তুতকৃত আয় বিবরণীতে প্রদর্শিত করপূর্ব নীট মুনাফার পরিমাণ ৫,৫০,০০,০০০ টাকা। উক্ত আয়বর্ষে কোম্পানির বার্ষিক টার্নওভার ছিল ১২০,০০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানির অন্যান্য তথ্যাবলি নিম্নরুপ:

১। বেতনের মধ্যে একজন পরিচালককে দেওয়া ৩,৩০,০০০ টাকা রয়েছে। উক্ত অর্থ প্রদানের সময় উৎসে কর কর্তন করা হয়নি; [ধারা ৫৫(ক)]

২। হেড অফিসের খরচ বাবদ ৬০,০০,০০০ টাকা দাবী করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(চ)]

৩। আয় বিবরণীতে শুল্ক আইন লঙ্ঘনের জন্য ১১,০০০ টাকা জরিমানা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে; [ধারা ৫৫(দ)]

৪। কোম্পানি তার একটি পরিবেশককে ১০,০০,০০০ টাকা কমিশন প্রদান করেছে, কিন্তু আয়কর আইন ২০২৩ এর ধারা ৯৪ এর বিধানাবলি পরিপালন করা হয়নি; [ধারা ৫৫(ক)]

৫। একটি বয়েজ বা বালক বিদ্যালয়ে ৫০,০০০ টাকা দান করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(দ)]

৬। বেতনের মধ্যে ৭,৫০,০০০ টাকা অন্তর্ভূক্ত আছে যা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের গৃহকর্মীদের প্রদান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিটের পরিমাণ ১০,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৫৫(ঘ)]

৭। সুদ ব্যয় হিসাবে ৩৩,৫০,০০০ টাকা দাবি করা হয়েছে। কোম্পানির ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ২,১০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি বাংলাদেশে তার একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করেছে ৭৫,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৫২]

৮। কোম্পানির ব্যাংক হিসাব বিবরনী হতে দেখা যায় তার দাবীকৃত সুদ ব্যয়ের মধ্যে ১১,০০,০০০ টাকা এখন পর্যন্ত অপরিশোধিত রয়েছে; [ধারা ৫২(১)]

৯। কোম্পানির ৭,০০,০০০ টাকার ট্রেডিং দায় মধ্যে মওকুফ হয়েছে কিন্তু আয়

বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয়নি; [ধারা ৪৬(৮)]

১০। কনসালটেন্সি সেবার বিপরীতে ২,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে কিন্তু উৎসে কর কর্তন করা হয়নি; [ধারা ৫৫(ক)]

১১। কোম্পানি এই বছরে ৫,০০,০০০ টাকায় একটি সরঞ্জাম বিক্রয় করে, যার অর্জন মূল্য ছিল ৪,০০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অবলোপিত মূল্য ছিল ২,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি আয় বিবরণীতে এ বাবদ ৩,০০,০০০ টাকা আয় প্রদর্শন করেছে; [ধারা ৪৬(২), ৫৮(২)]

১২। কোম্পানির বিল্ডিং এর একটি বর্ধিত অংশ সম্পূর্ণরূপে আগুনে পুড়ে গিয়েছে যার অর্জন মূল্য ছিল ২,০০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী পুঞ্জিভূত অবচয়ের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ টাকা। বিমা কোম্পানির নিকট হতে ২,৫০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে এবং ধ্বংসাবশেষ বিক্রয় করে ৩০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছে; [ধারা ৪৬(৩)]

১৩। কোম্পানি একটি নূতন মেশিন ক্রয় করে এবং এর বিপরীতে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা হিসাবে ৫,০০,০০০ দাবী করে; [ধারা ৫০(১)(খ), তৃতীয় তফসিল]

১৪। কর্মচারীদের সুবিধার্থে হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ৫,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কোম্পানি কর্মচারীদের কাছ থেকে কোনো চার্জ না নিয়েই এ স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করেছে; [ধারা ৪৯(ফ)]

১৫। হিসাব বহি অনুযায়ী অবচয় ২৫,০০,০০০ টাকা কিন্তু তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী কর অবচয় ৩০,০০,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা ব্যতীত; [তৃতীয় তফসিল]

১৬। ফ্রি স্যাম্পল হিসাবে ৬৫,০০,০০০ টাকার পণ্য বিতরণ করা হয়েছে। [৫৫(ঝ) (অ)]

১৭। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে বিদেশ সফরের জন্য ২,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে; [ধারা ৪৯ (ধ)]

১৮। বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি, যা বোর্ডের দ্বারা স্বীকৃত একটি পেশাদার সংগঠন, তাতে বার্ষিক সদস্যপদ ফি বাবদ ১,৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে; [৪৯ (দ)]

১৯। আপ্যায়ন ব্যয় বাবদ ৩৫,০০,০০০ টাকা দাবী করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(জ)]

২০। সানরাইজ ক্লাব আয়োজিত বার্ষিক বনভোজনে ৭০,০০০ টাকা স্পন্সর করা হয়েছে; [ধারা ৫৫(দ)]

২১। শেয়ারে বিনিয়োগ হতে উৎসে কর কর্তন পরবর্তী লভ্যাংশ প্রাপ্তি ৮,০০,০০০ টাকা। উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ২,০০,০০০ টাকা; [ধারা ১১৭, ৬২(১)(ঘ), সপ্তম তফসিল – অনুচ্ছেদ ২]

২২। ব্যাংক হতে উৎসে কর কর্তন পরবর্তী প্রাপ্ত সুদ ৪,৮০,০০০ টাকা। যা উৎসে কর্তন পরবর্তী। উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ১,২০,০০০ টাকা; [ধারা ৬২ (১) (গ), ১০২]

২৩। একটি মেশিনের পুস্তকমূল্য ছিল ৫০,০০,০০০ টাকা, কিন্তু IFRS অনুযায়ী নায্য বাজার মূল্য অনুসরণ করে উক্ত সম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য ধারা হয় ৮০,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৫৭]

২৪। স্থায়ী আমানত হতে সুদ উদ্ভূত হয়েছে ৪,০০,০০০ টাকা যা এখনো প্রাপ্ত হয়নি; [ধারা ৬৩]

২৫। চুক্তি বাতিলের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্তি ৩,০০,০০০ টাকা; [ধারা ৬৭(৫)]

২৬। কোম্পানি বাণিজ্যিক ভবন ভাড়া হতে উক্ত আয়বর্ষে ৪০,০০,০০০ টাকা ভাড়া প্রাপ্ত হয়। এবং উক্ত আয়বর্ষের জুলাই মাসে ভবনের লিজ গ্রহীতার নিকট হতে অসমন্বয়যোগ্য সিকিউরিটি ডিপোজিট গ্রহণ করে ৫০,০০,০০০ টাকা যা ইজারার মেয়াদ শেষে ফেরতযোগ্য; [ধারা ৩৬, ৩৭]

২৭। কোম্পানির মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১২০,০০,০০,০০০ টাকা যার মধ্যে ২৫,০০,০০,০০০ টাকার পণ্য বিভিন্ন কোম্পানিকে সরবরাহ করা হয়। কোম্পানিকে সরবরাহকৃত পণ্য হতে উৎসে কর্তনের পরিমাণ ১,২৫,০০,০০০;

২৮। কাঁচামাল আমদানিকালে আমদানি পর্যায়ে কর্তিত উৎসে করের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা; [ধারা ১২০]

২৯। কোম্পানি চারটি সমান কিস্তিতে ৮০,০০,০০০ টাকা অগ্রিম কর পরিশোধ করে। [ধারা ১৫৫]

করদাতার ব্যবসা হতে করযোগ্য আয় নির্ধারণ করতে হবে।

ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার নিয়ম:

[করপূর্ব নীট মুনাফা - আলাদাভাবে বিবেচ্য আয় + আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি – অনুমোদনযোগ্য ব্যয় + ৫৫ ধারা অনুযায়ী অননুমোদিত ব্যয় – ৫৬ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবসা আয় পরিগণনার জন্য প্রযোজ্য ব্যয়াদি = ব্যবসা হতে পরিগণিত করযোগ্য আয়]

ম ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ কোম্পানির করযোগ্য আয় নির্ধারণ		
করপূর্ব নীট মুনাফা		৫,৫০,০০,০০০
বিয়োগ: আলাদাভাবে বিবেচ্য আয়		
পরিসম্পদ বিক্রয় হতে লাভ - [টীকা ৩]	(৩,০০,০০০)	
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]	(১,৩০,০০০)	
লভ্যাংশ - [টীকা ৭]	(১০,০০,০০০)	

ব্যাংক সুদ- [টীকা ৮]	(৬,০০,০০০)	
স্থায়ী আমানত হতে সুদ	(৪,০০,০০০)	
চুক্তি বাতিলের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্তি	(৩,০০,০০০)	
ভাড়া হইতে আয় [টীকা - ৯]	(২৮,০০,০০০)	
		(৫৫,৩০,০০০)
		৪,৯৪,৭০,০০০
যোগ: আলাদাভাবে বিবেচ্য ব্যয়াদি		
হেড অফিস খরচ	৬০,০০,০০০	
সুদ ব্যয় [টীকা - ২]	৩৩,৫০,০০০	
হিসাব বই অনুযায়ী অবচয়	২৫,০০,০০০	
ফ্রি স্যাম্পল - [টীকা ৫]	৬৫,০০,০০০	
আপ্যায়ন ব্যয় - [টীকা ৬]	৩৫,০০,০০০	
		২,১৮,৫০,০০০
		৭,১৩,২০,০০০
যোগ: ৪৬ ধারায় ব্যবসা হতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ		
পরিসম্পদ বিক্রয় হতে লাভ - [টীকা ৩]	২,০০,০০০	
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]	৫০,০০০	
ট্রেডিং দায় মওকুফ- [টীকা ১২]	৭,০০,০০০	
		৯,৫০,০০০
		৭,২২,৭০,০০০
যোগ: অননুমোদনযোগ্য ব্যয়		
উৎসে কর্তন ব্যতীত বেতন প্রদান	৩,৩০,০০০	
শুল্ক আইন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা	১১,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কমিশন প্রদান	১০,০০,০০০	
অননুমোদিত বিদ্যালয়ে দান	৫০,০০০	
অতিরিক্ত পারকুইজিট (ব্যবস্থাপনা পরিচালকের গৃহকর্মীদের প্রদান)	৭,৫০,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কনসালটেন্সি সেবার বিপরীতে পরিশোধ	২,০০,০০০	

সানরাইজ ক্লাবের পিকনিকে স্পনসর	৭০,০০০	
		২৪,১১,০০০
		৭,৪৬,৮১,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য ব্যয়		
হেড অফিস খরচ - [টীকা ১]	৪৯,৪৭,০০০	
সুদ ব্যয় - [টীকা ২]	১০,৫৩,৫৭১	
প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা	৫,০০,০০০	
তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী অবচয়	৩০,০০,০০০	
ফ্রি স্যাম্পল - [টীকা ৫]	৬০,০০,০০০	
		(১,৫৫,০০,৫৭১)
আপ্যায়ন খরচ বিবেচনা ব্যতীত ব্যবসা হতে নিরূপিত আয়		৫,৯১,৮০,৪২৯
বাদ: আপ্যায়ন খরচ - [টীকা ৬]		১২,০৩,৬০৯
আপ্যায়ন খরচ বিবেচনা পরবর্তী ব্যবসা হতে নিরূপিত আয়		৫,৭৯,৭৬,৮২০
বাদ: ৫৬ ধারায় বিবেচ্য বিশেষ আয়		
উৎসে কর্তন ব্যতীত বেতন প্রদান	৩,৩০,০০০	
শুল্ক আইন লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা	১১,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কমিশন প্রদান	১০,০০,০০০	
অননুমোদিত বিদ্যালয়ে দান	৫০,০০০	
সানরাইজ ক্লাবের পিকনিকে স্পনসর	৭০,০০০	
উৎসে কর্তন ব্যতীত কনসালটেন্সি সেবার বিপরীতে পরিশোধ	২,০০,০০০	
		(১৬,৬১,০০০)
৫৬ ধারা অনুযায়ী বিশেষ আয় ব্যতীত ব্যবসা হতে করযোগ্য আয়		৫,৬৩,১৫,৮২০
৫৬ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবসা আয়		১৬,৬১,০০০

	মোট	**১৬৩ (২)**	**১৬৩(২) বাদে**

			আয়	**অন্যান্য আয়**
৫৬ ধারা অনুযায়ী বিশেষ আয় ব্যতীত ব্যবসা হতে করযোগ্য আয় এর বিভাজন [টীকা ১০]		৫,৬৩,১৫,৮২০	১১,৮২৬,৩২২	৪,৪৪,৮৯,৪৯৮
ভাড়া হইতে আয়				
ভাড়া হইতে আয় [টীকা - ৯]		২৮,০০,০০০		২৮,০০,০০০
মূলধনি আয়				
পরিসম্পদ বিক্রয় হতে লাভ - [টীকা ৩]		১,০০,০০০		
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৪]		৮০,০০০		
		১,৮০,০০০		১,৮০,০০০
আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়				
লভ্যাংশ		১০,০০,০০০		
ব্যাংক সুদ		৬,০০,০০০		
		১৬,০০,০০০	১৬,০০,০০০	
অন্যান্য উৎস হইতে আয়- প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ		৩,০০,০০০		৩,০০,০০০
৫৫ ধারার অননুমোদনযোগ্য আয় বাদে মোট করযোগ্য আয়		৬,১১,৯৫,৮২০	১,৩৪,২৬,৩২২	৪,৭৭,৬৯,৪৯৮
	করহার	**আয়কর**	**১৬৩ (২) আয়**	**১৬৩(২) বাদে অন্যান্য আয়**

প্রদেয় কর নির্ধারণ				
ব্যবসা হইতে আয়				
[১] ব্যবসা হতে কর	২৭.৫০%		৩৬,৯২,২৩৯	১,৩১,৩৬,৬১২
[২] ন্যূনতম কর (ধারা ১৬৩ (২))			১,২৫,০০,০০০	
আয়কর (১, ও ২ এর মধ্যে যেটি বেশি)		২,৫৬,৩৬,৬১২	১,২৫,০০,০০০	১,৩১,৩৬,৬১২
ভাড়া হইতে আয়	২৭.৫০%	৭,৭০,০০০		৭,৭০,০০০
মূলধনি আয়	১৫%	২৭,০০০		২৭,০০০
আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়				
লভ্যাংশ	২০.০০%		২,০০,০০০	
ব্যাংক সুদ	২৭.৫০%		১,৬৫,০০০	
(১) মোট			৩,৬৫,০০০	
(২) ন্যূনতম কর (উৎসে কর্তন)			৩,২০,০০০	

করদায় (১ ও ২ এর মধ্যে যেটি বেশি)		৩,৬৫,০০০		
অন্যান্য উৎস হইতে আয়	২৭.৫০%	৮২,৫০০		৮২,৫০০
মোট করদায়		২,৬৮,৮১,১১২		
[২] ন্যূনতম কর (-ধারা ১৬৩ (৫))-[টীকা ১১]		৭২,৩০,৭৮০		
		২,৬৮,৮১,১১২		
৫৬ ধারায় পরিগণিত বিশেষ ব্যবসা আয়ের উপর প্রদেয় কর	২৭.৫০%	৪,৫৬,৭৭৫		
মোট প্রদেয় আয়কর		**২৭,৩৩৭,৮৮৭**		
বাদ: অগ্রিম /উৎসে কর				
৮৯ ধারায় উৎসে কর		১,২৫,০০,০০০		

কর্তন				
১১৭ ধারায় উৎসে কর কর্তন		২,০০,০০০		
১০২ ধারায় উৎসে কর কর্তন		১,২০,০০০		
১২০ ধারায় উৎসে কর কর্তন		৫০,০০,০০০		
১৫৫ ধারায় পরিশোধিত অগ্রিম কর		৮০,০০,০০০		
		(২,৫৮,২০,০০০)		
নীট করদায়		১৫,১৭,৮৮৭		
টীকা ১: হেড অফিস খরচ -				
হেড অফিস খরচ				৬০,০০,০০০
নিট ব্যবসায় মুনাফা নির্ণয়				
করপূর্ব নীট মুনাফা				৫,৫০,০০,০০০
বিয়োগ: অন্যান্য আয়				
পরিসম্পদ বিক্রয় হইতে লাভ - [টীকা ৩]			(৩,০০,০০০)	
পরিসম্পদ বিনষ্টজনিত লাভ - [টীকা ৫]			(১,৩০,০০০)	
লভ্যাংশ - [টীকা ৭]			(১০,০০,০০০)	
ব্যাংক সুদ- [টীকা ৮]			(৬,০০,০০০)	
স্থায়ী আমানত হইতে সুদ			(৪,০০,০০০)	
চুক্তি বাতিলের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্তি			(৩,০০,০০০)	

ভাড়া হইতে আয় [টীকা - ৯]	(২৮,০০,০০০)	
		(৫৫,৩০,০০০)
নিট ব্যবসায় মুনাফা		৪,৯৪,৭০,০০০
অনুমোদনযোগ্য (৪,৯৪,৭০,০০০ × ১০%)		৪৯,৪৭,০০০
অননুমোদনযোগ্য		১০,৫৩,০০০
[ধারা ৫৫(চ) অনুযায়ী আর্থিক বিবরনীতে প্রদর্শিত নীট ব্যবসায় মুনাফার ১০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]		
টীকা ২: সুদ ব্যয়		
সুদ খরচ		৩৩,৫০,০০০
ব্যাংক লোন		২,১০,০০,০০০
সুদমুক্ত ঋণ প্রদান		(৭৫,০০,০০০)
		১,৩৫,০০,০০০
গ্রস অনুমোদনযোগ্য (৩৩,৫০,০০০*((১,৩৫,০০,০০০/২,১০,০০,০০০)		২১,৫৩,৫৭১
অননুমোদনযোগ্য [*ধারা ৫১ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কেবল পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা অনমোদনযোগ্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হবে]*		১১,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য সুদ ব্যয়		১০,৫৩,৫৭১
মোট অননুমোদনযোগ্য		২২,৯৬,৪২৯
		৩৩,৫০,০০০
[ধারা ৫২(২) মোতাবেক অর্থলগ্নী করা ব্যবসায় ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবসায় কর্তৃক ধারকৃত কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে বা ধারকৃত অর্থে অর্জিত সম্পদের কোনো অংশ ব্যবসায়ের বাহিরে অন্য কোথাও স্থানান্তর করা হলে উক্ত অর্থ বা সম্পদের যে অংশ ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে সে অংশের আনুপাতিক হারে সুদ বা মুনাফা ব্যয় অনুমোদিত হবে।]		
টীকা ৩: পরিসম্পদ বিক্রয় হইতে লাভ		

বিক্রয়মূল্য		৫,০০,০০০
বাদঃ অবলোপিত মূল্য		(২,০০,০০০)
মোট আয়		৩,০০,০০০
ক্রয়মূল্য		৪,০০,০০০
মূলধনি আয় (বিক্রয়মূল্য – ক্রয়মূল্য)		১,০০,০০০
ব্যবসা হতে আয় (মোট আয়- মূলধনি আয়)		২,০০,০০০
[ধারা ৪৬(২) মোতাবেক বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হতে অধিক হয় তাহলে বিক্রয়মূল্য এবং অর্জন মূল্যের পার্থক্য মুলধনী আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। অর্জন মূল্য এবং অবলোপিত মূল্যের পার্থক্য ব্যবসা হতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে]		
টীকা ৪: বিমা কোম্পানি হইতে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণ		
প্রস্তুতমূল্য	২,০০,০০০	
পূঞ্জিভুত অবচয়	(৫০,০০০)	
অবলোপিত মূল্য		১,৫০,০০০
ক্ষতিপূরণ	২,৫০,০০০	
স্ক্র্যাপ মূল্য (ধ্বংসাবশেষ বিক্রি হতে প্রাপ্ত)	৩০,০০০	
		২,৮০,০০০
মোট আয়		১,৩০,০০০
মূলধনি আয় (২,৮০,০০০ - ২,০০,০০০)		৮০,০০০
ব্যবসা হতে আয় (মোট আয়- মূলধনি আয়)		৫০,০০০
[ধারা ৪৬(৩) মোতাবেক পরিসম্পদের বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যদি পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হতে অধিক হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য এবং অর্জন মূল্যের পার্থক্য মুলধনী আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। অর্জন মূল্য এবং অবলোপিত মূল্যের পার্থক্য ব্যবসা হতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে]		
টীকা ৫: ফ্রি স্যাম্পল		
ফ্রি স্যাম্পল		৬৫,০০,০০০
টার্নওভার		১,২০,০০,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য (১২০,০০,০০,০০০ * ০.৫০%)		৬০,০০,০০০

অননুমোদনযোগ্য	৫,০০,০০০
[ধারা ৫৫(ঝ)(আ)(১) অনুযায়ী ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পের ক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায়িক টার্নওভার ১০ কোটি টাকার অধিক, এরূপ ক্ষেত্রে ০.৫০% পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য]	
টীকা ৬: আপ্যায়ন	
আপ্যায়ন	৩৫,০০,০০০
অনুমোদনযোগ্য:	
প্রথম ১০০০০০০ টাকা মুনাফা পর্যন্ত (১০,০০,০০০ * ৪%)	৪০,০০০
পরবর্তী অঙ্কের জন্যে (৫,৮১,৮০,৪২৯*২%)	১১,৬৩,৬০৯
অনুমোদনযোগ্য	১২,০৩,৬০৯
অননুমোদনযোগ্য	২২,৯৬,৩৯১
[ধারা ৫৫(জ) অনুযায়ী আপ্যায়ন ব্যয় বিয়োজন ব্যতীত নিরূপিত ব্যবসায় আয়ের প্রথম ১০ লক্ষ টাকার উপর ৪% এবং পরবর্তী অঙ্কের উপর ২% অনুমোদনযোগ্য হবে]	
টীকা ৭: লভ্যাংশ	
প্রাপ্তি	৮,০০,০০০
উৎসে কর্তন ((২০/৮০)*৮,০০,০০০)	২,০০,০০০
লভ্যাংশ আয়	১০,০০,০০০
টীকা ৮: ব্যাংক সুদ	
প্রাপ্তি	৪,৮০,০০০
উৎসে কর্তন ((২০/৮০)*৪৮,০০,০০০)	১,২০,০০০
ব্যাংক সুদ আয়	৬,০০,০০০
টীকা ৯: ভাড়া হইতে আয়	
(খ) বার্ষিক ভাড়া	৪০,০০,০০০
(গ) বাদ: অনুমোদিত ব্যয় ভাড়ামূল্যের ৩০%	১২,০০,০০০
করযোগ্য ভাড়া আয়	২৮,০০,০০০

সিকিউরিটি ডিপোজিট	৫০,০০,০০০
[সিকিউরিটি ডিপোজিট করদাতার দায় বিধায় এটি মোট করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এছাড়াও করদাতার ধারা ৩৮ উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) মোতাবেক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তির উপর ৩০% খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে]	

টীকা ১০: ১৬৩(২) ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়িক আয়ের বিভাজন	**বিক্রয়**	**অনুপাত**
কোম্পানিকে সরবরাহ	২৫,০০,০০,০০০	২১%
কোম্পানি বাদে খুচরা ব্যবসায়ীকে সরবরাহ	৯৫,০০,০০,০০০	৭৯%
মোট বিক্রয়	১,২০,০০,০০,০০০	
টীকা ১১: ন্যূনতম কর		
টার্নওভার (১)		১,২০,০০,০০,০০০
পরিসম্পদ বিক্রয়জনিত ব্যবসায়িক আয়	২৫০,০০০	
ভাড়া হইতে আয়	২৮,০০,০০০	
মূলধনি আয়	১,৮০,০০০	
আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়	১৬,০০,০০০	
অন্যান্য উৎস হইতে আয়	৩,০০,০০০	
অন্যান্য প্রাপ্তি (২)		৫১,৩০,০০০
মোট গ্রস প্রাপ্তি (১)+(২)		১,২০,৫১,৩০,০০০
গ্রস প্রাপ্তির উপর ন্যূনতম কর নির্ণয়		

	টাকা	**হার**	**কর**
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়ী আয় হতে ন্যূনতম কর	১,২০,০০,০০,০০০	০.৬০%	৭২,০০,০০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী পরিসম্পদ বিক্রয়জনিত ব্যবসায়িক আয়	২৫০,০০০	০.৬০%	১,৫০০

১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী ভাড়া হতে প্রাপ্য আয়ের ন্যূনতম কর	২৮,০০,০০০	০.৬০%	১৬,৮০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী মূলধনি আয় হতে ন্যূনতম কর	১,৮০,০০০	০.৬০%	১,০৮০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ(সুদ) হইতে আয় হতে ন্যূনতম কর	৬,০০,০০০	০.৬০%	৩,৬০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ(লভ্যাংশ) হইতে আয় হতে ন্যূনতম কর	১০,০০,০০০	০.৬০%	৬,০০০
১৬৩(৫) ধারা অনুযায়ী অনান্য আয় হতে ন্যূনতম কর	৩,০০,০০০	০.৬০%	১,৮০০
	১,২০,৫১,৩০,০০০		৭২,৩০,৭৮০
টীকা- ১২ ট্রেডিং দায়			
ধারা ৪৬(৮) অনুযায়ী কোনো আয়বর্ষে আয় পরিগণনায় যদি করদাতার ট্রেডিং দায় হিসাবে নেওয়া হয় এবং পরবর্তী কোনো আয়বর্ষে করদাতা যদি ট্রেডিং দায় বাবদ কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হয়, তা হলে সে সুবিধা প্রাপ্তির আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হবে। যেহেতু উক্ত ট্রেডিং দায় মউকুফের পরিমাণ আয় বিবরণীতে ক্রেডিট করা হয়নি, সেহেতু করযোগ্য আয় নিরূপনের সময় এটিকে আয় হিসাবে যোগ করতে হবে।			
টীকা-১৩ সমিতিতে প্রদত্ত চাঁদা ও ডেলিগেশন ব্যয়			
ধারা ৪৯(দ) মোতাবেক কোনো ক্লাব বা বাণিজ্যিক সমিতিতে প্রবেশ ফি-সহ তাহাদের সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য চাঁদা এবং ধারা ৪৯ (ধ) মোতাবেক সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কোনো ট্রেড ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয় ব্যবসায় হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজন যা ইতোমধ্যে করপূর্ব নীট মুনাফা পরিগণনার সময় বাদ দেওয়া হয়েছে।			

১৮। আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৬২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) তে উল্লেখিত "আর্থিক" শব্দটির পর "পরিসম্পদ," শব্দ ও কমা সন্নিবেশ করা হয়। আনীত সংশোধনীর ফলে যেকোনো আর্থিক পরিসম্পদ, পণ্য ও স্কীম হতে প্রাপ্য সুদ বা মুনাফা "আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হবে।

১৯। অন্যান্য উৎস হইতে আয় সংক্রান্ত ধারা ৬৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৬ এর দফা (গ) এর প্রতিস্থাপন এবং ধারা ৬৬ তে নূতন দফা (ঘ) ও (ঙ) সংযোজন করা হয়েছে।

১৯.১ ধারা ৬৬ এর দফা (গ) এর সংশোধন ও (ঙ) এর সংযোজন

দফা (গ) প্রতিস্থাপনের পূর্বের দফা (গ) অনুযায়ী ধারা ৩০ এ বর্ণিত অন্য কোনো খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হয়নি এরূপ কোনো উৎস হতে আয় অন্যান্য উৎস হতে আয় হিসাবে গণ্য হতো। এই বিধানটি বর্তমানে দফা (ঙ) হিসাবে পুনঃসংযোজন করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত দফা (গ) অনুযায়ী খনিজ মজুদ ও হাইড্রোকার্বন (mineral deposits and hydrocarbons) এবং সুনাম (goodwill) ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ, যা প্রাকৃতিক বা কোনো ব্যক্তির নিজের সৃষ্ট, হস্তান্তর হতে অর্জিত আয় অন্যান্য উৎস হতে আয় হিসাবে গণ্য হবে। খনিজ মজুদ ও হাইড্রোকার্বন হস্তান্তর হতে অর্জিত আয় ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে গণ্য হবে। এছাড়াও সুনাম হস্তান্তর হতে অর্জিত আয় মূলধনি আয় হিসাবে গণ্য হবে।

খনিজ মজুদ ও হাইড্রোকার্বন হস্তান্তর হতে অর্জিত আয় ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে গণ্য হবে। সুনাম হস্তান্তর হতে অর্জিত আয় মূলধনি আয় হিসাবে গণ্য হবে।

তবে অন্যান্য উৎসের আয় হিসাবে দান, অনুদানের করারোপণ ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।

১৯.২ ধারা ৬৬ তে দফা (ঘ) এর সংযোজন

সংযোজিত নূতন দফা (ঘ) অনুযায়ী যেকোনো দান, অনুদান বা উপহার, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, প্রাপ্তি অন্যান্য উৎস হতে আয় হিসাবে গণ্য হবে।

২০। অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের বিশেষ ক্ষেত্র সংক্রান্ত ধারা ৬৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৪) ও (১৩) সংশোধন এবং উপ-ধারা (১৫) বিলোপ করা হয়।

২০.১ ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৪) এর সংশোধন

ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লেখিত "তাহা" শব্দটির পর "সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে" শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়। ফলে, কোনো করদাতা কর্তৃক কোনো ব্যক্তির নিকট হতে বাণিজ্যিক মজুদ বা আর্থিক পরিসম্পদ ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি উপকর কমিশনারের বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম, তাহলে পরিশোধিত মূল্য ও ন্যায্য বাজার মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসাবে গণ্য হবে।

২০.২ ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (১৩) এর সংশোধন

ধারা ৬৭ উপ-ধারা (১৩) এ দুবার উল্লেখিত "দান" শব্দটি বিলোপ করা হয়। আনীত সংশোধনীর ফলে, কোনো ব্যক্তি কোনো অগ্রিম, ঋণ, বা অন্য কোনো প্রকার ডিপোজিট হিসাবে সর্বমোট ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক পরিমাণের কোনো অর্থ ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে গ্রহণ করা হলে তা করদাতার "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসাবে গণ্য হবে।

ধারা ৬৭ উপ-ধারা (১৩) এর শর্তাংশ (ক) তে উল্লেখিত "দাতার ব্যাংক হিসাব হইতে উত্তোলিত হইলে" শব্দগুলোর পরিবর্তে "দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হইলে" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়। আনীত সংশোধনীর ফলে, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা বা সন্তানের নিকট হতে কোনো অর্থ অগ্রিম বা ঋণ আকারে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তা দাতার ব্যাংক হিসাব হতে উত্তোলিত হবার আইনানুগ বাধ্যবাধকতা আর থাকল না। সংশোধিত বিধানানুযায়ী স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা বা সন্তানের নিকট হতে কোনো অগ্রিম বা ঋণ গ্রহণ করা হলে এবং তা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হলেই আইনের পরিপালন হবে। অর্থাৎ উক্ত অগ্রিম বা ঋণ করদাতার "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" হিসাবে গণ্য হবে না।

২০.৩ ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (১৫) এর বিলোপ

ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (১৫) বিলোপ করে আইনের বিভিন্ন বিধানের আন্তঃসঙ্গতি রক্ষা করা হয়। সাধারণ রিটার্ন ও সংশোধিত রিটার্ন সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৭৫ এ বিষয়ে বিধানাবলি সুস্পষ্টভাবে আনীত হয়েছে।

২১। ক্ষতির সমন্বয় এবং জের টানা সংক্রান্ত ধারা ৭০ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত "ন্যূনতম" শব্দটির পূর্বে "ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী" শব্দগুলো, সংখ্যাগুলো ও বন্ধনী সন্নিবেশ করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর ফলে উপ-ধারা (৩) উল্লেখিত ন্যূনতম কর বলতে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী পরিগণিত ন্যূনতম কর-কে বুঝাবে। অর্থাৎ কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত, হ্রাসকৃত করহার বা ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২)

অনুযায়ী ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ কোনো উৎসের বা খাতের ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা যাবে না তা অধিকতর সুস্পষ্ট হলো।

২২। কোম্পানি, ইত্যাদি কর্তৃক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ৭৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৩ এ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। আনীত সংশোধনীর ফলে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যক্তি এবং দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হতে আয় প্রাপ্ত যেকোনো ব্যক্তি আয়বর্ষের রিটার্নের সাথে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের একটি অনুলিপি রিটার্নের সাথে দাখিল করবেন, যথা:

(ক) যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি;

(খ) যেকোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার;

(গ) অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রয়েছে এরূপ কোনো ফার্ম, ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ, ফাউন্ডেশন, সমিতি, এবং সমবায় সমিতি;

(ঘ) কেবল প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাদানে নিয়োজিত যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

তবে, উক্ত ব্যক্তিদের কেউ যদি দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি হতে আয় প্রাপ্ত হন তবে তাকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা প্রত্যয়িত আয় বিবরণী এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের একটি অনুলিপি রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

২৩। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা ৭৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৪ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) তে উল্লেখিত “করবর্ষের” শব্দটির পরিবর্তে “বৎসরের” শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়। এটি করণিক ত্রুটি সংশোধন।

২৪। কর অব্যাহতি সংক্রান্ত ধারা ৭৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঘ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং উপ-ধারা (৬) এর পর নূতন উপ-ধারা (৭) ও (৮) সংযোজন করা হয়েছে।

২৪.১ ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঘ) এর প্রতিস্থাপন

ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঘ) প্রতিস্থাপন করার ফলে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হইতে দান হিসাবে গৃহীত কোনো পরিসম্পদ যদি তা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হয় তবে তা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই।

২৪.২ ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৬) এর পর নূতন উপ-ধারা (৭) ও (৮) সংযোজন

নূতন সংযোজিত উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী এই আইনের অন্য কোনো বিধানে যা কিছু থাকুক না কেন, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি তার কর অব্যাহতি পূর্ণাঙ্গ বা আংশিকভাবে সমর্পণপূর্বক নিয়মিত হারে কর পরিশোধ করতে পারবেন।

নূতন সংযোজিত উপ-ধারা (৮) অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি কোনো একটি উৎসের আয়ের বিপরীতে আইন দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হলে উক্তরূপ উৎসের আয়ের বিপরীতে পুনরায়, অন্য কোনোভাবে বা অন্য কোনো মেয়াদে, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন না এবং উক্তরূপ কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকারের একীভূতকরণ, ডিমার্জার ও অধিগ্রহণের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হলেও উক্তরূপ কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন না।

তবে, যেক্ষেত্রে আইনের কোনো বিধান দ্বারা বা কোনো প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনো কর অব্যাহতির বিদ্যমান মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, সেক্ষেত্রে এ উপ-ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে না।

২৫। বোর্ড কর্তৃক কর অবকাশপ্রাপ্ত সত্তা অনুমোদন সংক্রান্ত ধারা ৮২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮২ এর উপ-ধারা (১) এ আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যবসায়িক সত্তাকে তার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হবার অনধিক ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন দাখিল করার বিধান করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর পূর্বে কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যবসায়িক সত্তাকে তার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হবার মাসের মধ্যে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন দাখিল করতে হতো।

২৬। চাকরির আয় হইতে উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৮৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৬ এর উপ-ধারা (১) এর সংশোধন এবং উপ-ধারা (২) এর বিলোপ করা হয়েছে। উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত “আনুমানিক” শব্দটির পরিবর্তে “প্রাক্কলিত” শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই সংশোধনীর ফলে উপ-ধারা (১) এর প্রয়োগ অধিকতর স্পষ্ট হলো। এছাড়াও প্রযোজ্যতা না থাকায় উপ-ধারা (২) বিলোপ করা হয়েছে।

২৭। অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হইতে উৎসে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৮৮ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৮ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ৮৮ অনুযায়ী বাংলাদেশে বিদ্যমান কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৩৪ অনুযায়ী অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ পরিশোধ বা ক্রেডিটকালে ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করবেন।

এখানে উল্লেখ্য, অংশগ্রহণ তহবিল এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ পরিশোধ বা ক্রেডিটকালে ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর কর্তন পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমাদানকালে উক্তরূপ অর্থের প্রাপক অর্থাৎ সুবিধাভোগীদের নামে আনুপাতিক চালানমূলে জমাদান করবেন। অর্থাৎ উৎসে কর্তিত করের ক্রেডিট তহবিলের সুবিধাভোগীগণ পাবেন।

২৮। কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হইতে কর্তন বা উৎসে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ৯৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত "-এর নিকট উক্ত কোম্পানি বা ফার্ম" চিহ্ন ও শব্দগুলোর পর "বা অন্য কোনো ব্যক্তি" শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। আনীত এই সংশোধনীর ফলে তেল বিপণন কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো কোম্পানি বা ফার্ম, যা-

(ক) কোনো পরিবেশক; বা

(খ) চুক্তির অধীন অন্য কোনো ব্যক্তি,

-এর নিকট উক্ত কোম্পানি বা ফার্ম বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্য হতে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে, উক্ত পরিবেশক বা উক্তরূপ অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হতে খ × গ এর সমপরিমাণ মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করবে, যেক্ষেত্রে-

খ = পরিবেশক বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানি বা ফার্মের বিক্রয় মূল্য;

গ = ৫% (পাঁচ শতাংশ)।

অর্থাৎ নির্ধারিত খুচরামূল্য পণ্য বিক্রেতা কোম্পানি বা ফার্মের পাশাপাশি অন্য কোনো ব্যক্তিও হতে পারে। এর ফলে উপ-উপ পরিবেশকদেরকে প্রদেয় কমিশন হতেও এখন কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।

উদাহরণ ১০

এক উৎপাদনকারী তার উৎপাদিত একটি পণ্য তৎকর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের অধীন ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট বিক্রয় করে। ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর সাব-ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট উৎপাদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের অধীন উক্ত পণ্য বিক্রয় করে। সাব-ডিস্ট্রিবিউটর আবার খুচরা বিক্রেতার নিকট উৎপাদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের অধীন উক্ত পণ্য বিক্রয় করে। পরিশেষে খুচরা বিক্রেতা চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট উক্ত পণ্য বিক্রয় করে।

এখানে উল্লেখ্য, প্রত্যেক স্তরে পণ্যের হস্তান্তর ধারা ২ এর দফা (৫০) অনুযায়ী "পণ্য সরবরাহ" হিসেবে পরিগনিত এবং চূড়ান্ত ভোক্তাসহ সকলে ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী "নির্দিষ্ট ব্যক্তি" ।

প্রত্যেক ধাপের বিক্রয়মূল্য নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিক্রয়মূল্য
১।	উৎপাদনকারী কর্তৃক ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট বিক্রয়	১০,০০,০০০
২।	ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক সাব-ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট বিক্রয়	১০,৫০,০০০
৩।	সাব-ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয়	১১,৫০,০০০
৪।	খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট বিক্রয়	১৩,০০,০০০

এ উদাহরণের সকল স্তরে ৮৯ এবং ৯৪ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	ধারা ৮৯ অনুযায়ী ক্রেতা কর্তৃক উৎসে কর কর্তন	ধারা ৯৪ অনুযায়ী বিক্রেতা কর্তৃক উৎসে কর কর্তন
		এখানে, প্রথম ধাপ ব্যতীত অন্যান্য সকল ধাপে উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৩) এর শর্তাংশ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন করতে হবে। বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী যেক্ষেত্রে ধারা ৯৪ এর অধীন উৎসে কর পরিশোধিত কোনো পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ (খ-ক) নিয়মে নির্ধারিত হবে, যেখানে - ক = ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর; খ = ধারা ৯৪ এর অধীন পন্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীন যে পরিমাণ কর্তন করা হতো:	এখানে, সর্বশেষ ধাপ ব্যতীত অন্যান্য সকল ধাপে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন করতে হবে। ধারা ৯৪ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী তেল বিপণন কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো কোম্পানি বা ফার্ম, যা - (ক) কোনো পরিবেশক; বা (খ) চুক্তির অধীন অন্য কোনো ব্যক্তি, -এর নিকট উক্ত কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্য হতে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয়

		তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯৪ তে বর্ণিত চুক্তি মোতাবেক কোনো ডিস্ট্রিবিউটর অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধিতে বর্ণিত "খ" নিম্নরূপে পরিগণিত হবে- খ ={ধারা ৯৪ এর অধীন কোনো ডিস্ট্রিবিউটর বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানির পণ্যের বিক্রয়মূল্য} × ৫% × ১০%।	করে, উক্ত পরিবেশক বা উক্তরূপ অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হতে খ × গ এর সমপরিমাণ মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করবে, যেক্ষেত্রে- খ = পরিবেশক বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানি বা ফার্মের বিক্রয় মূল্য; গ = ৫% (পাঁচ শতাংশ)
১।	উৎপাদনকারী কর্তৃক ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট বিক্রয়	সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য × বিধি ৩ এর ক্রমিক নং ১৪ অনুযায়ী ৫% = ১০,০০,০০০ × ৫% = ৫০,০০০	খ × গ × ৫% = ১০,০০,০০০ × ৫% × ৫% = ২৫০০
২।	ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক সাব-ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট বিক্রয়	খ – ক যেখানে, খ = সাব-ডিস্ট্রিবিউটর এর ক্রয়মূল্য × ৫% × ১০% ক = ন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর অর্থাৎ, (১০,৫০,০০০ × ৫% × ১০%) – ২৫০০ = ৫২৫০ – ২৫০০ = ২৭৫০	খ × গ × ৫% = ১০,৫০,০০০ × ৫% × ৫% = ২৬২৫
৩।	সাব-ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক খুচরা বিক্রেতার	খ – ক যেখানে, খ = খুচরা বিক্রেতার ক্রয়মূল্য × ৫% × ১০%	খ × গ × ৫% = ১১,৫০,০০০ × ৫% × ৫% = ২৮৭৫

	নিকট বিক্রয়	ক = সাব-ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর অর্থাৎ (১১,৫০,০০০ × ৫% × ১০%) – ২৬২৫ = ৫৭৫০ – ২৬২৫ = ৩১২৫	
৪।	খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট বিক্রয়	খ – ক যেখানে, খ = চূড়ান্ত ভোক্তার ক্রয়মূল্য × ৫% × ১০% ক = খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর অর্থাৎ (১৩,০০,০০০ × ৫% × ১০%) – ২৮৭৫ = ৬৫০০ – ২৮৭৫ = ৩৬২৫	প্রযোজ্য নয়।

২৯। স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৭ এর উপান্তটীকা প্রতিস্থাপন, উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন এবং নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজন করা হয়েছে।

২৯.১ ধারা ৯৭ এর উপান্তটীকা প্রতিস্থাপন

আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ৯৭ এর উপান্তটীকা "**স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর্তন**" এর পরিবর্তে "**স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন**" উপান্তটীকাটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

২৯.২ ধারা ৯৭ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন

ধারা ৯৭ এর প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী সকল প্রকার ফল এবং কম্পিউটার বা কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি ২% (দুই শতাংশ) হারে কর কর্তন করবে।

২৯.৩ ধারা ৯৭ এর উপ-ধারা (৪) সংযোজন

সংযোজিত উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী ধান, গম, গোল আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মটরশুটি, ছোলা, মশুর ডাল, আদা, হলুদ, শুকনো মরিচ, ডাল, ভূট্টা, মোটা আটা, আটা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, কালো গোল মরিচ, দারুচিনি, বাদাম, লবঙ্গ, তেজপাতা, পাট, তুলা এবং সুতা ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি ১% (এক শতাংশ) হারে কর কর্তন করবে।

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৭ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন এবং নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজনের পূর্বে উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী ধান, গম, গোল আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মটরশুটি, ছোলা, মশুর ডাল, আদা, হলুদ, শুকনো মরিচ, ডাল, ভূট্টা, মোটা আটা, আটা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, কালো গোল মরিচ, দারুচিনি, বাদাম, লবঙ্গ, খেজুর, ক্যাসিয়া পাতা, কম্পিউটার বা কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, পাট, তুলা, সুতা এবং সকল প্রকার ফল ক্রয়ের জন্য খোলা বা কৃত স্থানীয় ঋণপত্র খোলা বা অন্য কোনো অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধিত বা ঋণকৃত পরিমাণের উপর ২% (দুই শতাংশ) হারে কর কর্তন করার বিধান ছিল।

৩০। সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ৯৮ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৯৮ এ সংশোধন আনীত হয়েছে। ধারা ৯৮ এ উল্লেখিত “১০% (দশ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলোর পরিবর্তে “২০% (বিশ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সংশোধিত ধারা ৯৮ অনুযায়ী কোনো সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কোনো আয় বন্টন বা কোনো লাইসেন্স ফি বা অন্য কোনো ফি বা চার্জ, যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, বাবদ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে জমা বা অর্থ পরিশোধকালে, যা আগে ঘটে, উক্ত পরিমাণ অর্থের ২০% (বিশ শতাংশ) হারে কর কর্তন করবেন। সংশোধনীর পূর্বে এই কর কর্তনের হার ১০% ছিল।

৩১। সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০২ এর উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিলুপ্ত ধারা ১০৩ এর বিষয়াদি ছাড়াও সুদ বা মুনাফা পরিশোধ হতে উৎসে কর কর্তনের পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের কোনো আইনের অধীন কোনো প্রকার ব্যাংকিং,

ইনস্যুরেন্স, লিজিং, ফাইন্যান্সিং, ডাক ও ব্যাংকিং, সমবায় বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তি, অথবা কোনো প্রকারের আমানত (deposit) এর বিপরীতে সুদ বা মুনাফা পরিশোধকারী কোনো ব্যক্তি, অন্য কোনো নিবাসী ব্যক্তিকে কোনো প্রকারের সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করিলে, সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সুদ বা মুনাফা কোনো ব্যক্তির হিসাবে ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময়, যা পূর্বে ঘটে, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত হারে উৎসে কর কর্তন পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবেন, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	**প্রাপকের ধরন**	**কর কর্তনের হার**
(১)	**(২)**	**(৩)**
১।	ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানির ক্ষেত্রে	২০% (বিশ শতাংশ)
২।	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারীজ ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে	১০% (দশ শতাংশ)
৩।	ক্রমিক নং ১ ও ২ এ উল্লেখিত হয় নাই এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে	১০% (দশ শতাংশ)

।

৩১.১ ধারা ১০২ এর প্রাধান্য

এই আইন বা বাংলাদেশে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ১০২ এর বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে।

৩১.২ কোন কোন প্রকারের সুদ বা মুনাফা হতে এই ধারার অধীন উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে?

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোনো ব্যক্তির হিসাবে ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময় উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে, যথা:-

ক। বাংলাদেশের কোনো আইনের অধীন নিম্নবর্ণিত কোনো প্রকারের কার্যক্রম পরিচালনার বিপরীতে, যথা:-

১। ব্যাংকিং,

২। ইনস্যুরেন্স,

৩। লিজিং,

৪। ফাইন্যান্সিং,

৫। ডাক ও ব্যাংকিং,

৬। সমবায় কার্যক্রম পরিচালনা

৭। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কার্যক্রম পরিচালনা; অথবা

খ। যেকোনো কোনো প্রকারের আমানত (deposit) এর বিপরীতে।

৩১.৩ কখন এই সুদ বা মুনাফা হতে উৎসে কর কর্তন করতে হবে?

কোনো ব্যক্তির হিসাবে ক্রেডিটের সময় অথবা সুদ বা মুনাফা পরিশোধের সময়, যা পূর্বে ঘটে।

৩১.৪ কোন ব্যক্তির সুদ বা মুনাফা হতে উৎসে কর কর্তন করতে হবে?

কোনো নিবাসী ব্যক্তিকে সুদ বা মুনাফা পরিশোধ কালে এ ধারার অধীন কর কর্তন করতে হবে। কোনো অনিবাসী ব্যক্তিকে সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করলে ধারা ১১৯ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৫ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন করতে হবে।

৩১.৫ কোন কোনো ব্যক্তির কী কী হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে?

নিবাসী ব্যক্তির নিকট হতে নিম্নবর্ণিত হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে, যথা:-

১। আয়কর আইনে সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের মধ্যে যারা ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানি তাদের জন্য উৎসে কর কর্তনের হার ২০%। এ সকল ব্যক্তিগণ পিএসআর উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত হার ৩০% হবে।

২। আয়কর আইন অনুযায়ী কোম্পানি হিসাবে সংজ্ঞায়িত হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারীজ ইনস্টিটিউটের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০% হবে। এ সকল ব্যক্তিগণ পিএসআর উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত হার ১৫% হবে।

৩। ট্রাস্ট, ব্যক্তিসংঘ ও কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি যেমন: স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও তহবিল (fund) এর জন্য উৎসে কর কর্তনের হার হবে ১০%। এ সকল ব্যক্তিগণ পিএসআর উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হলে উক্ত হার ১৫% হবে।

৩১.৬ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বরাবরে উদ্ভূত সুদ বা মুনাফা হতে কী হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে?

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যদি ট্রাস্ট হয় তবে ট্রাস্টের জন্য প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। কোনো সোসাইটি, ফাউন্ডেশন বা অন্যকোনো কৃত্রিম সত্তা হলে কোম্পানির জন্য

প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। উপরের দুটোর কোনোটি না হলে ব্যক্তিসংঘের জন্য প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই ধারা ১০২ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী উৎসে কর কর্তনের হার ২০%। এক্ষেত্রেও পিএসআর উপস্থাপনের ব্যর্থতায় এ হার ৩০% হবে।

৩১.৭ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা যাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা নেই তাদের বরাবরে উদ্ভূত সুদ বা মুনাফা হতে কী হারে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে?

সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ আয়কর আইন অনুযায়ী কোম্পানী হিসাবে সংজ্ঞায়িত। এ সকল প্রতিষ্ঠানের বরাবরে কোনো সুদ বা মুনাফা উদ্ভূত হলে তা হতে কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য হারে অর্থাৎ ২০% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। তবে, যে সকল সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা নেই তাদের জন্য পিএসআর উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে তাদের জন্য ৫০% অধিকহারে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।

৩১.৮ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের আমানতের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদ বা মুনাফার বিপরীতে উৎসে কর কর্তন করতে হবে কিনা?

যেহেতু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোম্পানির সংজ্ঞাভুক্ত সেহেতু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সুদ বা মুনাফার ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ২০% হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক নয় বিধায় রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যর্থতায় উৎসে কর কর্তনের হার ৫০% বৃদ্ধি পাবে না।

৩২। পোস্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের সুদ হইতে প্রাপ্ত আয়ের উপর উৎসে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১০৩ এর বিলোপ

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১০৩ বিলোপ করা হয়েছে। ধারা ১০২ এর উপ-ধারা (১) এ ডাক ও ব্যাংকিং কার্যক্রমের বিপরীতে উদ্ভূত সুদ বা মুনাফার বিপরীতে উৎসে কর কর্তনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করায় এ ধারা বিলোপ করা হয়।

৩৩। পরিবহণ মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৩ এর বিলোপ

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৩ বিলোপ করা হয়েছে। পরিবহণ মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হতে উৎসে কর কর্তনের বিধান ধারা ৯০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৪ এ অন্তর্ভুক্ত করায় এ বিধান বিলোপ করা হয়।

৩৪। বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১১৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১১৪ সংশোধন করা হয়েছে। ধারা ১১৪ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত “কোনো ব্যক্তি” শব্দগুলোর পর “অথবা ক্যাপটিভ

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী হইতে বিদ্যুৎ ক্রয় করেন এইরূপ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। উক্তরূপ সংশোধনীর ফলে ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী হতে বিদ্যুৎ ক্রয়কারী কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যুৎ ক্রয়ের অর্থ পরিশোধকালে প্রদেয় অর্থের ৬% (ছয় শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ, কর্তন বা পরিশোধ করবেন।

৩৫। কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন সংক্রান্ত ধারা ১২৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৪ এর সংশোধন করা হয়েছে।

৩৫.১ উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাসকরণ

ধারা ১২৪ এ উল্লেখিত “১০% (দশ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলোর পরিবর্তে “৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ)” সংখ্যা, চিহ্ন, বন্ধনী ও শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে,

(ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত কোনো সেবার জন্য;

(খ) কোনো নিবাসী ব্যক্তি কর্তৃক কোনো বিদেশি ব্যক্তিকে পরিষেবা প্রদান বা কোনো কাজের জন্য;

(গ) বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য

কোনো ফি, সেবা চার্জ বা পারিশ্রমিক, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, বা যেকোনো নামে বা প্রকৃতির রেভিনিউ শেয়ারিং এর মাধ্যমে বিনিময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ কোনো ব্যক্তির হিসাবে পরিশোধ বা জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপকের হিসাবে অর্থ পরিশোধ বা জমা প্রদানকালে উক্ত পরিশোধিত বা জমাকৃত অর্থের উপর ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ)” হারে কর কর্তন করবেন।

৩৫.২ বায়িং হাউজ কমিশন (buying house commission) হতে কী ধারা ১২৪ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে?

না। বায়িং হাউজ কমিশন (buying house commission) হতে ধারা ১১৬ অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। ধারা ১১৬ অনুযায়ী, ঋণপত্রের শর্তাবলি বা কোনো নির্দেশের অধীন কোনো ব্যাংক, যার মাধ্যমে কোনো রপ্তানিকারকের পণ্য রপ্তানির বিপরীতে export proceed গৃহীত হয়, বাংলাদেশে বিদেশী কোনো ক্রেতার এজেন্ট বা প্রতিনিধিকে উক্ত export proceed এর একটি অংশ কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করে, উক্তরূপ কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক প্রদানের সময় ব্যাংক ১০% (দশ শতাংশ) হারে অগ্রিম কর কর্তন বা সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ

বায়িং হাউজ কমিশন (buying house commission) হতে ধারা ১২৪ অনুযায়ী কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না।

৩৫.৩ ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক বিদেশ হতে গৃহীত অর্থের উপর নূতন করহার নির্ধারণ

১২৪ ধারা এর প্রথম শর্তাংশ অনুযায়ী, ৭.৫% সাধারণ করহারের ব্যতিক্রম হিসাবে ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থের উপর নূতন করহার প্রদান করা হয়েছে। এ বিধান অনুযায়ী ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থ-

(অ) যদি শুধু কমিশন হয় উক্ত কমিশনের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করতে হবে;

(আ) যদি গ্রস বিল বা কমিশনসহ গ্রস বিল হয় উক্ত বিলের উপর ২.৫% (দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ) হারে কর সংগ্রহ করতে হবে।

উদাহরণ ১১

'ক' ফ্রেইট ফরওয়ার্ড কোম্পানি তাদের বিদেশী সেবাগ্রহিতার নিকট হতে কমিশন হিসাবে ১০ লক্ষ টাকার একটি বিল প্রাপ্ত হয়েছে। উক্ত ফ্রেইট ফরওয়ার্ড কোম্পানির উৎসে করের পরিমাণ হবে = ১,০০০,০০০ × ১০% বা ১,০০,০০০ টাকা।

উদাহরণ ১২

'ঘ' ফ্রেইট ফরওয়ার্ড কোম্পানি তাদের বিদেশী সেবাগ্রহিতার নিকট হতে ১ কোটি টাকার একটি বিল প্রাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে Reimbursable খরচসমূহ ও কমিশন রয়েছে। উক্ত ফ্রেইট ফরওয়ার্ড কোম্পানির উৎসে করের পরিমাণ হবে = ১,০০,০০,০০০ × ২.৫% বা ২,৫০,০০০ টাকা।

এখানে উল্লেখ্য, যেক্ষেত্রে 'ঘ' কোম্পানি তার Reimbursable খরচসমূহের মধ্যে ধারা ২৫৯ বা ধারা ২৬০ অনুযায়ী করপরিশোধিত হয়েছে এমন আয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মর্মে প্রয়োজনীয় সনদ বা প্রমাণ উপস্থাপন করবে সেক্ষেত্রে উক্তরূপ অংক ব্যতীত অন্যান্য অংকের উপর কমিশনের জন্য প্রযোজ্য ১০% উৎসে কর প্রযোজ্য হবে।

৩৫.৪ যে সকল ক্ষেত্রে এ ধারার অধীন কর কর্তন করতে হবে না

বিদেশ হতে প্রেরিত নিম্নবর্ণিত অর্থের বিপরীতে কোনো কর্তন করা যাবে না, যথা:-

(অ) ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১২), (১৭), (২১) ও (৩৩) দ্বারা মোট আয় বহির্ভূত অর্থ;

(আ) কোনো শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কোনো দান বা অনুদান হয়।

অর্থাৎনিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এ ধারার অধীন কোনো প্রকারের উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে না যথা:-

১। যেকোনো দান বা অনুদান যদি তা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্য পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়; বা

২। যেকোনো দান বা অনুদান যদি তা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়; বা

৩। বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করেছেন; বা

৪। নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হতে উদ্ভূত কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির আয়, যথা:-

(ক) এআই বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution development);

(খ) ব্লকচেইন বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution development);

(গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing);

(ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস (software as a service);

(ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service);

(চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science);

(ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service);

(জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software development and customization);

(ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service);

(ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website development and service);

(ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service);

(ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service);

(ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital animation development);

(ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design);

(ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing);

(ত) ই-লার্নিং প্লাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e-publication);

(থ) আইটি ফ্রি ল্যান্সিং (IT freelancing);

(দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service);

(ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving); বা

৫। ৩০ জুন ২০৩০ তারিখের মধ্যে কোনো Ocean going ship being Bangladeshi flag carrier কর্তৃক অর্জিত ব্যবসার আয় ফরেন রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ করে বাংলাদেশে আনীত হলে অনুরূপ আয়; বা

৬। কোনো শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কোনো দান বা অনুদান হয়।

৩৬। সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৫ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৫ এর উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section 17 এর sub-section (1) এর clauses (b), (c) বা (e) এর অধীন দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করবেন না, যদি না সম্পত্তি হস্তান্তরকারী নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ করেন।

ধারা ১২৫ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের বিস্তারিত বিধান উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৬ এ রয়েছে। এই পরিপত্রের পৃষ্ঠা নং ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

৩৭। ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৬ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৬ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর অধীন কোনো ভূমি, স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস হস্তান্তরের নিমিত্ত কোনো দলিল নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উক্তরূপ কোনো দলিল নিবন্ধন করবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্ধারিত হারে কর পরিশোধ করা হয়।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী এই ধারার অধীন কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে, করহার নিম্নবর্ণিত হারের অধিক হবে না, যথা:-

(ক) আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত বা ব্যবহৃত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের ক্ষেত্রে বর্গমিটার প্রতি ১৬০০ (এক হাজার ছয়শত) টাকা;

(খ) স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত বা ব্যবহৃত না হইলে বর্গমিটার প্রতি ৬৫০০ (ছয় হাজার পাঁচশত) টাকা;

(গ) স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ভূমির ক্ষেত্রে দলিলমূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ)।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১২৬ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী এ ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার” বলতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এ বর্ণিত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারকে বুঝাবে এবং যদি কোনো ব্যক্তি ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদনপূর্বক তার নিজের বা অন্যের ভূমি উন্নয়ন করেন অথবা তাহার নিজের বা অন্যের ভূমিতে স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস নির্মাণ করেন; অথবা ভূমির মালিক বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের মালিক ডেভেলপার বা কো-ডেভেলপারের ন্যায় আচরণ করেন, তা হলে তিনিও এর অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের বিস্তারিত বিধান উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৭ এ রয়েছে। এই পরিপত্রের পৃষ্ঠা নং ১৭৫ দ্রষ্টব্য।

৩৮। সম্পত্তির ইজারা হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১২৮ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১২৮ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১২৮ এ উল্লেখিত “হারে” শব্দটির পর “ইজারাদার কর্তৃক” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয় যে, সম্পত্তির ইজারা মূল্যের উপর ৪% (চার শতাংশ) হারে ইজারাদার কর্তৃক কর পরিশোধ করা না হলে ইজারা দলিল রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না।

৩৯। ইট প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩০ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩০ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩০ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর অধীন ইট প্রস্তুত বা উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি এই ধরনের লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন করবেন না, যদি না এই ধরনের লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের আবেদনপত্রের সাথে-

(অ) ইটভাটার আয়তন ও প্রকৃতি বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ইট উৎপাদনের পদ্ধতি ও প্রকৃতি উল্লেখপূর্বক একটি কর পরিশোধের সনদ সংযুক্ত থাকে; এবং

(আ) নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লেখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম করের এ-চালান সংযুক্ত থাকে:

সারণী

ক্রমিক নং	ইটভাটার ধরন	অগ্রিম করহার (টাকায়)
(১)	(২)	(৩)
১।	১০৮০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) ঘনফুট আয়তনের অধিক নহে এইরূপ মৌসুমী ইটভাটার ক্ষেত্রে	৮০০০০ (আশি হাজার টাকা)
২।	১০৮০০০ (এক লক্ষ আট হাজার) ঘনফুট আয়তনের অধিক কিন্তু ১২৪০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুটের অধিক নহে এইরূপ মৌসুমী ইটভাটার ক্ষেত্রে	১২০০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা)
৩।	১২৪০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) ঘনফুটের অধিক এইরূপ মৌসুমী ইটভাটার ক্ষেত্রে	১৬০০০০ (এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা)
৪।	ক্রমিক নং ১, ২ ও ৩ এ উল্লেখিত হয় নাই এইরূপ ইটভাটার ক্ষেত্রে	২২০০০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা)

।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩০ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী যেক্ষেত্রে কোনো বছরে একাধিক বছরের জন্য লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন করা হবে, সেক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণ বা নবায়নের বছরের পরের বছর বা বছরসমূহের ৩০ জুন তারিখের মধ্যে করদাতাকে উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত হারে অগ্রিম কর চালানের মাধ্যমে জমা করতে হবে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩০ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী যেইক্ষেত্রে কোনো বছরে ইট প্রস্তুতকারী বা উৎপাদনকারী ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় অগ্রিম করের পরিমাণ ক + খ নিয়মে নির্ধারিত হবে, যেখানে-

ক = পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত অগ্রিম করের পরিমাণ, এবং

খ = পরিশোধের বৎসরে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রদেয় অগ্রিম করের পরিমাণ।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩০ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী, ধারা ১৩০ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, -

(ক) "আয়তন" অর্থ ইটভাটার দেয়ালের ভেতরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার পরিমাপ;

(খ) "ইটভাটা" অর্থ এরূপ কোনো স্থান বা অবকাঠামো যেখানে ইট প্রস্তুত করা হয়;

(গ) "মৌসুমী ইটভাটা" অর্থ এইরূপ কোনো ইটভাটা যেখানে শুষ্ক মৌসুমে হাতের সাহায্যে ইট প্রস্তুতকরণসহ ইট পোড়ানো হয়।

৩৯। শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৪ এর সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনীও করণিক ত্রুটির সংশোধন। ধারা ১৩৪ এ প্রদত্ত ব্যাখ্যার দফা (গ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (গ) তে পেশাদার মূল্যায়নকারীর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (গ) অনুযায়ী "পেশাদার মূল্যায়নকারী (professional valuer)" বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো পেশাদার মূল্যায়নকারীকে বুঝাবে।

৪০। সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ সংক্রান্ত ধারা ১৩৫ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৩৫ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩৫ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের সিকিউরিটিজ হস্তান্তরের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সিকিউরিটিজ হস্তান্তর করবেন না, যদি না উক্ত হস্তান্তর কার্যকর করার পূর্বে হস্তান্তরকারী কর্তৃক নিম্নবর্ণিত নিয়মে কর পরিশোধ করা হয়ে থাকে, যথা:-

ক = (খ - গ) × ১০%, যেখানে,

ক = এই ধারার অধীন প্রদেয় করের পরিমাণ;

খ = সিকিউরিটিজের হস্তান্তর মূল্য;

গ = সিকিউরিটিজের অর্জন মূল্য।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৩৫ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী ধারা ১৩৫ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, -

(ক) "সিকিউরিটিজ" অর্থ কোনো কোম্পানির বা তহবিলের স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার, ডিরেক্টর শেয়ারহোল্ডার বা প্লেসমেন্ট শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক ধারণকৃত উক্ত কোম্পানি বা তহবিলের সিকিউরিটিজ;

(খ) **"হস্তান্তর"** অর্থ মাতা-পিতা ও সন্তান এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দান ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার হস্তান্তর;

(গ) **"হস্তান্তর মূল্য"** অর্থ-

(অ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক হস্তান্তরের সম্মতি বা অনুমোদন প্রদানের দিনে সিকিউরিটিজের সমাপনী মূল্য (closing price); বা

(আ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক সম্মতি প্রদানের দিনে সিকিউরিটিজের কোনো লেনদেন না হলে সর্বশেষ যে দিন লেনদেন হয়েছিল সেদিনে সিকিউরিটিজের সমাপনী মূল্য।

৪১। নির্দিষ্ট ব্যক্তির সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ১৪০ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৩) এর দফা (চ) সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে বার্ষিক ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির পাশাপাশি রিসোর্ট, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, কনভেনশন সেন্টারকেও নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছর হতে বার্ষিক ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভার বিশিষ্ট হোটেল, রিসোর্ট, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, কনভেনশন সেন্টার, কমিউনিটি সেন্টার, ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ মোতাবেক প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ করবে।

৪২। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান সংক্রান্ত ধারা ১৪২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর ধারা ১৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) সংশোধন করা হয়েছে। এটিও করণিক ত্রুটি সংশোধন। ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত "অধ্যায়ের অধীন" শব্দগুলোর পরিবর্তে "অংশের অধীন" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। সংশোধনীর ফলে ধারা ১৪২ এর উপ-ধারা (১) এর প্রায়োগিক স্পষ্টতা আনীত হয়েছে।

৪৩। উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান সংক্রান্ত ধারা ১৫৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৫৩ এর উপান্তটীকা, উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঙ) সংশোধন করা হয়েছে। উপান্তটীকা এবং উপ-ধারা (১) হতে "ব্যক্তিগত" শব্দটি বিলোপ করা হয়েছে। উপ-ধারা (৫) এর দফা (ঙ) এ উল্লেখিত "সরকারের" শব্দটির পূর্বে "এতিমখানা, অনাথ আশ্রম, ধর্মীয় উপাসনালয় এবং"

শব্দগুলো ও কমাগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। ফলে, এতিমখানা, অনাথ আশ্রম, ধর্মীয় উপাসনালয়ের নামে নিবন্ধিত গাড়ি হতে এই ধারার অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ প্রযোজ্য হবে না।

৪৪। অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে উহার উপর করদাতা কর্তৃক সুদ প্রদেয় সংক্রান্ত ধারা ১৬২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬২ এর উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (৫) এ সংশোধনী আনীত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে যথাক্রমে ভাষাগত সাবলীলতা আনয়ন ও রেফারেন্সের ত্রুটি দূর করা হয়েছে।

ধারা ১৬২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত "আপেক্ষা কম হয়, তবে সেইক্ষেত্রে করদাতা পরিশোধযোগ্য অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত" শব্দগুলো ও কমার পরিবর্তে "অপেক্ষা কম হয়, তবে সেইক্ষেত্রে, উক্তরূপ পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত কর" শব্দগুলো ও কমাগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

ধারা ১৬২ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লেখিত "১৮১" সংখ্যাটির পরিবর্তে "১৮২" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপনপূর্বক রেফারেন্সের ত্রুটি দূর করা হয়েছে।

৪৫। ন্যূনতম কর সংক্রান্ত ধারা ১৬৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিলোপ ও দফা (খ) এর সংশোধন, উপ-ধারা (৫) ও (৬) এর সংশোধন এবং উপ-ধারা (৭) এর প্রতিস্থাপন করা হয়।

৪৫.১ উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিলোপ ও ন্যূনতম করের আওতা বৃদ্ধি

আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিলোপ করা হয়েছে। উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিলোপের ফলে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট হতে ধারা ৮৯ এর অধীন সংগ্রহকৃত কর ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হবে, যথা:-

(অ) কোনো তেল কোম্পানি ঠিকাদার অথবা, কোনো তেল কোম্পানি ঠিকাদারের উপ-ঠিকাদার;

(আ) তেল বাজারজাতকারী কোম্পানি ও এর কোনো ডিলার বা এজেন্ট;

(ই) তেল পরিশোধনের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানি;

(ঈ) গ্যাস সঞ্চালন বা বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোম্পানি।

তবে, অর্থ আইন, ২০২৪ এর ধারা ৮৭ এর উপ-ধারা (৭) এবং ধারা ৮৮ এর উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী উল্লেখিত ব্যক্তিগণের নিকট হতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮৯ এর অধীন ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কর্তিত উৎসে কর ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত হবে।

৪৫.২ উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর সংশোধন ও ন্যূনতম করের আওতা বৃদ্ধি

আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর সংশোধন করা হয়েছে। উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) তে উল্লেখিত "কার্বোনেটেড বেভারেজ" শব্দগুলোর পর ", গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য" কমাগুলো ও শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর ফলে সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য বা সুগন্ধি, কার্বোনেটেড বেভারেজ, গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, সিরামিক পণ্য এবং টয়লেট ওয়াটার উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত উৎসে কর ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত হবে।

তবে, অর্থ আইন, ২০২৪ এর ধারা ৮৭ এর উপ-ধারা (৭) এবং ধারা ৮৮ এর উপ-ধারা (৬) অনুযায়ী গুঁড়ো দুধ, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য ও সিরামিক পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প উদ্যোক্তা কর্তৃক তার নিজস্ব কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ধারা ১২০ এর অধীন সংগৃহীত উৎসে কর ২০২৫-২০২৬ করবর্ষ হতে ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত হবে।

৪৫.৩ উপ-ধারা ৫ এর সংশোধন ও ন্যূনতম করের আওতা বৃদ্ধি

আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) এর সংশোধন এবং উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) পর্যন্ত নিম্নরূপ হয়েছে, যথা:-

"(৫) উপ-ধারা (৬) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, মুনাফা বা ক্ষতি নির্বিশেষে কোনো ব্যক্তি তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর দফা (ক) ও (খ) এর বিধান অনুযায়ী ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন, যথা:-

(ক) যেকোনো কোম্পানি, যেকোনো ট্রাস্ট, অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ, অন্যূন ৩ (তিন) কোটি টাকার গ্রস প্রাপ্তি রহিয়াছে এইরূপ কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কোনো করবর্ষে তাহার গ্রস প্রাপ্তির উপর নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	**করদাতার ধরন**	**ন্যূনতম করহার**
(১)	**(২)**	**(৩)**

১।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
২।	কার্বোনেটেড বেভারেজ (carbonated beverage), মিষ্টি পানীয় (sweetened beverage) প্রস্তুতকারক	গ্রস প্রাপ্তির ৩% (তিন শতাংশ)
৩।	মোবাইল ফোন অপারেটর	গ্রস প্রাপ্তির ২% (দুই শতাংশ)
৪।	সিগারেট, বিড়ি, চিবাইয়া খাওয়ার তামাক, ধোঁয়াবিহীন তামাক বা অন্য কোনো তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক ব্যতীত অন্য কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা	গ্রস প্রাপ্তির ০.২৫% (শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ)
৫।	অন্য কোনো ক্ষেত্রে	গ্রস প্রাপ্তির ০.৬০% (শূন্য দশমিক ছয় শূন্য শতাংশ)

:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সারণীর ক্রমিক নং ৫ প্রযোজ্য হয় এইরূপ ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম ৩ (তিন) বৎসরের জন্য উক্ত হার হইবে এইরূপ প্রাপ্তির ০.১% (শূন্য দশমিক এক শতাংশ)।"

এখানে, উল্লেখ্য ট্রাস্টকে টার্নওভার নির্বিশেষে টার্নওভার করের আওতায় আনয়ন করা হয়েছে। কার্বোনেটেড বেভারেজের পাশাপাশি মিষ্টি পানীয় (sweetened beverage) প্রস্তুতকারকদেরও টার্নওভার করের আওতায় আনয়ন করা হয়েছে এবং টার্নওভার করহার গ্রস প্রাপ্তির ৩% নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪৫.৪ উপ-ধারা (৬) এর সংশোধন

আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে উপ-ধারা (৬) এ একটি রেফারেন্সের ত্রুটি ঠিক করা হয়েছে। উপ-ধারা (৬) এ দুবার উল্লেখিত "উপ-ধারা (২)" শব্দ, বন্ধনী ও সংখ্যার পরিবর্তে "উপ-ধারা (৪)" শব্দ, বন্ধনী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৪৫.৫ উপ-ধারা (৭) এর প্রতিস্থাপন

ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত বিধান অনুযায়ী ধারা ১৬৩ ধারার অধীন পরিগণিত ন্যূনতম করের সমন্বয়যোগ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারিত হবে, যথা:-

(অ) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিগণিত ন্যূনতম কর প্রত্যর্পণযোগ্য বা সমন্বয়যোগ্য হবে না;

(আ) উপ-ধারা (৬) এর অধীন কর পরিগণনাকালে উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধিত ন্যূনতম করের অতিরিক্ত করদায় সৃষ্টি হলে উক্তরূপ অতিরিক্ত অংকের সাথে পূর্ববর্তী করবর্ষসমূহের সৃষ্ট প্রত্যর্পণ সমন্বয়যোগ্য হবে।

উপ-ধারা (৬) এর অধীন কর পরিগণনা হচ্ছে উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিগণিত ন্যূনতম কর এবং উপ-ধারা (৫) এর অধীন পরিগণিত টার্নওভার কর, এই দুটির মধ্যে যেটি বেশি তাই করদায় হবে। উপ-ধারা (৫) এর অধীন পরিগণিত টার্নওভার কর উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিগণিত ন্যূনতম কর অপেক্ষা বেশি হলে যতটুকু বেশি হবে ততটুকুর সাথে পূর্ববর্তী করবর্ষসমূহের সৃষ্ট প্রত্যর্পণ সমন্বয়যোগ্য হবে।

উদাহরণ ১৩

ধরা যাক, কোনো একটি কোম্পানির কর পূর্ববর্তী নিট আয় ১০,০০,০০০ টাকা। কোম্পানি কর্তৃক সরবরাহের বিপরীতে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ২,৬৫,০০০ টাকা। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে কোম্পানির গ্রস প্রাপ্তির পরিমাণ ১২,৬৪,৪৯,৩৩৩ টাকা। ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে কর নির্ধারণকালে করদাতার বরাবরে কর প্রত্যর্পণ সৃষ্টি হয়েছিলো ৫,৫৬,৭৮৯ টাকা। করদাতার বরাবরে উক্ত অর্থ এখনো প্রত্যর্পিত হয়নি। কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য করহার ২৫%।

এখানে,

১। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোম্পানির করদায় = ১০,০০,০০০ × ২৫%, বা ২,৫০,০০০ টাকা

২। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোম্পানির করদায় = ১২,৬৪,৪৯,৩৩৩ × ০.৬%, বা ৭,৫৮,৬৯৬ টাকা

৩। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৬) এর অধীন কোম্পানির নীট করদায় = ৭,৫৮,৬৯৬ টাকা

৪। কোম্পানি কর্তৃক উৎসে কর যা ধারা ১৬৩(২) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাবে পরিগণিত = ২,৬৫,০০০ টাকা

৫। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর হিসাবে পরিশোধিত উৎসে করের ২,৬৫,০০০ টাকা সমন্বয়ের পর কোম্পানির করদায়= ৭,৫৮,৬৯৬ – ২,৬৫,০০০ বা ৪,৯৩,৬৯৬ টাকা

৬। ধারা ১৬৩ এর উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী করদায় ৪,৯৩,৬৯৬ টাকার সাথে পূর্ববর্তী করবর্ষের কর প্রত্যর্পণ ৫,৫৬,৭৮৯ টাকা সমন্বয়যোগ্য এবং সমন্বয় পরবর্তী কর প্রত্যর্পণের পরিমাণ = ৫,৫৬,৭৮৯ – ৪,৯৩,৬৯৬ টাকা, বা ৬৩,০৯৩ টাকা।

৭। ২০২৪-২০২৫ কর নির্ধারণ পরবর্তী করদাতার বরাবরে কর প্রত্যর্পণের পরিমাণ ৬৩,০৯৩ টাকা।

৪৬। উৎসে অধিক বা কম কর্তিত বা সংগৃহীত কর ন্যূনতম করের ভিত্তি না হওয়া সংক্রান্ত ধারা ১৬৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৪ এর উপান্তটীকায় “অতিরিক্ত” শব্দটির পরিবর্তে “অধিক বা কম” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং ধারাতে দুবার উল্লেখিত “অধিক” শব্দের পর “বা কম” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে এই ধারার প্রয়োগে আধিকতর স্পষ্টতা আনীত হয়েছে।

৪৭। রিটার্ন সংক্রান্ত ধারা ১৬৫ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৫ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত “স্বাভাবিক” শব্দটির পর “ব্যক্তি” শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই উপ-ধারার প্রয়োগে আধিকতর স্পষ্টতা আনীত হয়েছে।

৪৮। পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ এর সর্বত্র উল্লেখিত “স্বাভাবিক” শব্দটির পর “ব্যক্তি” শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ সংশোধনীর ফলে করণিক ত্রুটি দূর হয়েছে এবং এই ধারার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়েছে। অর্থাৎ ধারাটি কেবল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য হবে তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

এছাড়াও ধারা ১৬৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে সংশোধনী আনীত হয়েছে। উপ-ধারা (১) এর এর দফা (ক) তে উল্লেখিত “৪০ (চল্লিশ)” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটির পরিবর্তে “৫০ (পঞ্চাশ)” সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি যাদের ৫০ লক্ষ টাকার অধিক পরিস্পদ রয়েছে তারা পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল করবেন।

ধারা ১৬৭ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশ হতে “এই উপ-ধারার শর্তাবলি পালন সাপেক্ষে” শব্দগুলো বিলোপ করা হয়েছে। ফলে, সকল গণকর্মচারীকে আবশ্যিকভাবে পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করতে হবে।

এখানে, উল্লেখ্য সকল গণকর্মচারীর আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিলের বিধান রয়েছে। দাখিলকৃত রিটার্নের সাথে তারা আবশ্যিকভাবে পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করবেন।

৪৯। জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৬৮ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত "স্বাভাবিক" শব্দটির পর "ব্যক্তি" শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং উপ-ধারা (২) এ "ব্যক্তি" শব্দটির পূর্বে "স্বাভাবিক" শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এ সংশোধনীর ফলে করণিক ত্রুটি দূর হয়েছে এবং এই ধারার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়েছে। অর্থাৎ ধারাটি কেবল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য হবে তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

৫০। রিটার্ন দাখিলের সাধারণ নিয়মাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৬৯ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) তে উল্লেখিত "স্বাভাবিক" শব্দটির পর "ব্যক্তি" শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

এ সংশোধনীর ফলে করণিক ত্রুটি দূর হয়েছে এবং এই ধারার উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়েছে। অর্থাৎ ধারাটি কেবল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য হবে তা সুস্পষ্ট হয়েছে।

৫১। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৭০ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭০ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭০ অনুযায়ী ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের আইনানুগ বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ সকল ব্যক্তি ধারা ১৮০ এর অধীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করবেন।

আনীত সংশোধনীর ফলে আয়কর আইন, ২০২৩ এর অধীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল ব্যতীত অন্য কোনো ভাবে করদাতা কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের সুযোগ থাকল না।

৫২। রিটার্ন দাখিলের সময় ও আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ১৭১ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭১ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭০ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রত্যেক করদাতাকে করদিবস বা তার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭০ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী করদিবস বা তার পূর্বে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী আয়কর পরিশোধপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭০ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী করদিবসের পরে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে ধারা ১৭৪ অনুযায়ী আয়কর পরিশোধপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

৫৩। করদিবস পরবর্তী সময়ে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কর পরিগণনা সংক্রান্ত ধারা ১৭৪ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৪ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৪ অনুযায়ী ধারা ১৬৬ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ কোনো করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে, এ আইনের অন্যান্য বিধানের অধীন উদ্ভূত দায় অক্ষুণ্ন রেখে নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও প্রদেয় হবে, যথা:-

ক = খ + (খ - গ) × ঘ × ০.০২, যেখানে,

ক = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ;

খ = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করিলে মোট যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অংক, তবে এক্ষেত্রে-

(অ) কোনো প্রকার কর অব্যাহতি প্রযোজ্য না হলে যেরূপে কর পরিগণনা করা হতো সেরূপে কর পরিগণনা করতে হবে; এবং

(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এ আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত অন্য কোনো জরিমানা বা অংক এর অন্তর্ভুক্ত হবে না;

গ = উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি;

ঘ = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:-

(অ) করদিবস অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে;

(আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে।

উদাহরণ ১৪

জনাব শাহরিয়ার একজন ব্যবসায়ী। ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে স্বাভাবিক হারে করযোগ্য ব্যবসা হতে ২০ লক্ষ টাকা, হাঁস-মুরগীর খামার হতে ১৫ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানির বিপরীতে ২৫ লক্ষ টাকা আয় প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত বর্ষে সঞ্চয়পত্রে ৫ লক্ষ টাকা এবং লিস্টেড কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। তিনি উক্ত আয়বর্ষে গাড়ির ফিটনেস নবায়ন বাবদ অগ্রিম আয়কর ২৫,০০০ টাকা, রপ্তানির বিপরীতে ২৫,০০০ টাকা উৎসে কর পরিশোধ করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদিবসের মেয়াদ বৃদ্ধি করেনি। করদাতা করদিবস পরবর্তী ৩০ মার্চ ২০২৫ তারিখে আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। করদাতার করদায় নিরুপণ করতে হবে।

ধারা ১৭৪ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ কোনো করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে, এ আইনের অন্যান্য বিধানের অধীন উদ্ভূত দায় অক্ষুন্ন রেখে নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও প্রদেয় হবে, যথা:-

ক = খ + (খ - গ) × ঘ × ০.০২, যেখানে,

ক = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ;

খ = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে মোট যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অংক, তবে এক্ষেত্রে-

(অ) কোনো প্রকার কর অব্যাহতি প্রযোজ্য না হলে যেরূপে কর পরিগণনা করা হতো সেরূপে কর পরিগণনা করতে হবে; এবং

(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এ আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত অন্য কোনো জরিমানা বা অংক এর অন্তর্ভুক্ত হবে না;

এখানে যেহেতু করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হয়েছেন তাই করদাতা কোনো করমুক্ত বা হ্রাসকৃত করহারের সুবিধা পাবেন না। ফলে তার সকল আয় স্বাভাবিক হারে করারোপণ যোগ্য হবে। করদাতা একই কারণে কোনো প্রকারের বিনিয়োগ কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন না। তাই এ করদাতা ক্ষেত্রে

খ = ১২,৫৭,৫০০ টাকা (৬০ লক্ষ টাকার উপর প্রযোজ্য কর)।

গ = ৫০,০০০ টাকা (উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি, ২৫,০০০ + ২৫,০০০);

ঘ = ৪ (করদিবস অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে এবং কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে)।

সুতরাং,

ক = ১২,৫৭,৫০০ + (১২,৫৭,৫০০ – ৫০,০০০) × ৪ × ০.০২, বা ১৩,৫৪,১০০ টাকা।

অর্থাৎ করদাতার প্রদেয় করদায়ের পরিমাণ হবে ১৩,৫৪,১০০ টাকা।

৫৪। সাধারণ রিটার্ন ও সংশোধিত রিটার্ন সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি সংক্রান্ত ধারা ১৭৫ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৫ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ধারা ১৮২ ও ২১২ এর বিধানাবলি অক্ষুণ্ন রেখে, নিম্নবর্ণিত রিটার্নসমূহ সাধারণ রিটার্ন বলে গণ্য হবে, যথা:-

(ক) ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১০) অনুসারে দাখিলকৃত সংশোধিত রিটার্ন;

(খ) ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে নোটিশ জারির প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত রিটার্ন।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী কর দিবসের মধ্যে এই আইনের কোনো বিধানের অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী কর পরিশোধ করতে হবে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী করদিবস পরবর্তীকালে এ আইনের কোনো বিধানের অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে, সংশোধিত রিটার্নে এরূপ কোনো কর অব্যাহতি দাবি করা যাবে না যা মূল রিটার্নে দাবি করা হয়নি এবং নূতন কোনো কর অব্যাহতি দাবি করা হলে তা বাতিলপূর্বক নিয়মিত হারে করারোপিত হবে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ১৭৫ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী আপিল বা ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না। তবে যেক্ষেত্রে করদাতা কোনো রিটার্ন দাখিল করেননি সেক্ষেত্রে আপিল বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রিটার্ন দাখিল করা যাবে।

৫৫। অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিলের ফলাফল সংক্রান্ত ধারা ১৭৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী কোনো করদাতা ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে, রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন, যা অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল তা-

(ক) ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (২) এবং (৫) পরিপালনের ব্যর্থতায় এরূপভাবে বাতিল বা অকার্যকর বলে বিবেচনা করা হবে যেন তা দাখিল করা হয়নি এবং এরূপ বাতিল বা অকার্যকরের ক্ষেত্রে উপকর কমিশনার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করবেন, যথা:-

(অ) দাখিলকৃত রিটার্ন বাতিল বা অকার্যকরের নোটিশ করদাতার বরাবরে প্রেরণ;

(আ) পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনারকে বাতিল বা অকার্যকর সম্পর্কে লিখিতভাবে অবহিতকরণ;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে ধারা ১৮২ এর অডিটের জন্য নির্বাচন করা যাবে।

রিটার্ন সম্পর্কিত সাধারণ জিজ্ঞাসা

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	উত্তর

১।	আয়কর আইন, ২০২৩ এ সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের কোনো সুযোগ আছে কী?	না। নেই। আয়কর আইন, ২০২৩ এর কোনো বিধানানুযায়ী করদাতা সাধারণ পদ্ধতিতে কোনো রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন না।
২।	ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১০) বা ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন করদাতা কী সাধারণ রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন?	না। তবে, করদাতা যদি উপ-কর কমিশনারের নোটিশ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হন তাহলেই কেবল ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১০) বা ধারা ২১২ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন সাধারণ রিটার্ন হিসাবে গণ্য হবে।
৩।	সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের সকল ক্ষেত্রে-ই কী ধারা ১৭৪ অনুযায়ী কর পরিশোধ করতে হবে?	না। কোনো করদাতা যদি কর দিবসের মধ্যে তার সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন তবে তিনি ধারা ১৭৩ অনুযায়ী কর পরিশোধ করবেন। তিনি সকল প্রকারের কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন এবং ধারা ১৭৩ এর অতিরিক্ত কোনো অংক পরিশোধ করবেন না।
৪।	করদিবস পরবর্তীকালে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে নূতন করে কোনো প্রকারের কর অব্যাহতি দাবী করা যাবে কী?	করদিবস পরবর্তীকালে এ আইনের কোনো বিধানের অধীন সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে, সংশোধিত রিটার্নে এরূপ কোনো কর অব্যাহতি দাবি করা যাবে না যা মূল রিটার্নে দাবি করা হয়নি এবং নূতন কোনো কর অব্যাহতি দাবি করা হলে তা বাতিলপূর্বক নিয়মিত হারে করারোপিত হবে।
৫।	আপিল বা ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কী?	না। তবে, যেক্ষেত্রে করদাতা কোনো রিটার্ন দাখিল করেননি সেক্ষেত্রে আপিল বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে রিটার্ন দাখিল করা যাবে।
৬।	আপিল বা ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে কী?	না। আপিল বা ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে কর নির্ধারণকালে কোনো সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না।
৭।	অসম্পূর্ণ রিটার্ন দাখিল বলতে কী বুঝায়?	ধারা ১৬৯ এর বিধানাবলি বা বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত কোনো নির্দেশনা অনুসরণ না করে

		কোনো রিটার্ন দাখিল করা হলে তা অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে গণ্য হবে।
৮।	কোনো রিটার্ন অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে গণ্য হলে কী করতে হবে?	কোনো রিটার্ন অসম্পূর্ণ রিটার্ন বলে গণ্য হলে এ মর্মে উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত নোটিশ সম্পূর্ণভাবে পরিপালন করতে হবে।
৯।	কোনো রিটার্ন অসম্পূর্ণ রিটার্ন বিবেচিত হবার প্রেক্ষিতে উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত নোটিশের পরিপালনের ব্যর্থতার ফলাফল কী?	কোনো করদাতা উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত নোটিশ নোটিশ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হলে, রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন, যা অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল তা ধারা ১৬৯ এর উপ-ধারা (২) এবং (৫) পরিপালনের ব্যর্থতায় এরূপভাবে বাতিল বা অকার্যকর বলে বিবেচনা করা হবে যেন তা দাখিল করা হয়নি। এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে করদাতার দাখিলকৃত রিটার্ন অডিটের জন্য উপযুক্ত হবে।
১০।	উপকর কমিশনার কর্তৃক ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (২) আংশিক পরিপালনের সুযোগ রয়েছে কী?	না। উপকর কমিশনার কর্তৃক প্রেরিত নোটিশ নোটিশ সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে।

৫৬। উৎসে করের রিটার্ন সংক্রান্ত ধারা ১৭৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৭ এর উপ-ধারা (৩) এ সংশোধনী আনীত হয়েছে এবং উপ-ধারা (৪) বিলোপ করা হয়েছে। উপ-ধারা (৩) এ আনীত সংশোধনী মাধ্যমে প্রতি মাসের ২৫ (পঁচিশ) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের জন্য প্রযোজ্য উৎসে করের রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপ-ধারা (৪) বিলোপের মাধ্যমে উক্ত সময়সীমা বৃদ্ধির সুযোগ বাতিল করা হয়েছে।

৫৭। হিসাব, দলিলাদি ইত্যাদি উপস্থাপন সংক্রান্ত ধারা ১৭৯ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭৯ এর উপ-ধারা (১) এ সংশোধনী আনীত হয়েছে। আনীত সংশোধনীর অনুযায়ী উপকর কমিশনার লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, ধারা ১৬৬, ১৭৫ বা ১৭৬ এর পাশাপাশি ধারা ২১২ এর অধীন যিনি রিটার্ন দাখিল করিয়াছেন বা যার নিকট রিটার্ন দাখিলের নোটিশ জারি করা হয়েছে এ ধরনের কোনো করদাতার রিটার্ন অডিট কার্যক্রম বা কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়

বিবেচিত হতে পারে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পূর্বের, এরূপ রেকর্ড, বহি, হিসাব, বিবৃতি, নথি, তথ্য বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

৫৮। স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ ও রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত ধারা ১৮০ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর সংশোধন এবং উপ-ধারা (৫) বিলোপ করা হয়েছে।

ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশ বিলোপ করা হয়েছে। ফলে ধারা ১৬৯ এর বিধানাবলি অনুসরণের ব্যর্থতায় কোনো রিটার্নকে আর কোনোভাবেই সাধারণ রিটার্ন গণ্য করে কর নির্ধারণের সুযোগ নেই।

ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশ বিলোপ করা হয়েছে। ফলে করদাতা কর্তৃক সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের পূর্বে কর এবং অন্যান্য অঙ্ক যা কম পরিগণনা করা হয়েছিল বা কম পরিশোধ করা হয়েছিল তার মাসিক ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে সরল সুদ পরিশোধ করতে হবে না।

ধারা ১৮০ এর উপ-ধারা (৫) বিলোপ করা হয়েছে। ফলে ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা ১০ অনুযারে ধারা ১৮০ এর অধীন রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে যে বৎসরে রিটার্ন দাখিল হয়েছে তার পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে যেকোনো সময়ে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের যেকোনো পরিমাণের ঘাটতি ব্যবসা হইতে আয় শ্রেণির আয় হিসাবে গণ্য হবে।

৫৯। অডিট সংক্রান্ত ধারা ১৮২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১৪) এর প্রতিস্থাপন এবং উপ-ধারা (১৫) এর দফা (ঙ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৫৯.১ পূর্ববর্তী করবর্ষের মোট আয়ের তুলনায় ১৫% অধিক আয় প্রদর্শনের পরেও কোন কোন ক্ষেত্রে অডিট করা যাবে?

ধারা ১৮২ এর প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১৪) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, কোনো করবর্ষের জন্য ধারা ১৮০ এর অধীন দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্নে অব্যবহিত পূর্ববর্তী করবর্ষের মোট আয় হতে অন্যূন ১৫% (পনেরো শতাংশ) অধিক মোট আয় প্রদর্শন করা হলে উক্ত রিটার্ন উপ-ধারা (১) এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচন করা যাবে না, যথা:-

(ক) কোনো ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স বা ফাইন্যান্স কোম্পানির রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;

(খ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে ব্যাংক ও ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হতে সর্বমোট ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার কোনো প্রকার ঋণ গ্রহণের সমর্থনে ব্যাংক বিবরণী দাখিল করা হয়নি এরূপ কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;

(গ) সম্পূর্ণ বা আংশিক করমুক্ত আয় প্রদর্শনকারী কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;

(ঘ) হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয় প্রদর্শনকারী কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;

(ঙ) কর প্রত্যর্পণ দাবি করা হয়েছে বা কর প্রত্যর্পণ সৃষ্টি হয়েছে এরূপ কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন;

(চ) করদাতা-

(অ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে অংশ ৭ এর বিধানাবলি পরিপালনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিলে ব্যর্থ হলে; বা

(আ) ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রেরিত নোটিশ সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করার ব্যর্থতায় ধারা ১৭৬ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) অনুযায়ী অডিটের জন্য নির্বাচনের উপযুক্ত হলে; বা

(ই) ধারা ১৭৭ এর অধীন রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে।

৫৯.২ রিটার্ন কতদিনের মধ্যে অডিটের জন্য নির্বাচন বা অনুমোদন করা যাবে?

ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১৫) এর প্রতিস্থাপিত দফা (ঙ) অনুযায়ী যে করবর্ষে কোনো রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে সে করবর্ষ সমাপ্ত হওয়ার অনধিক ২ (দুই) করবর্ষের মধ্যে উক্ত রিটার্ন ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অডিটের নিমিত্ত নির্বাচন বা অনুমোদন করতে হবে।

৫৯.৩ কোনো করদাতা একসাথে একাধিক বছরের রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে সেগুলো কতদিনের মধ্যে অডিটের জন্য নির্বাচন বা অনুমোদন করা যাবে?

যে করবর্ষে রিটার্নগুলো দাখিল হয়েছে সে করবর্ষ সমাপ্ত হবার পরবর্তী ২ করবর্ষের মধ্যে।

৬০। উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা ১৮৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৮৩ এর উপান্তটীকা ও উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপনের ফলে এ ধারার উপান্তটীকা “রিটার্নের ভিত্তিতে উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ” এর পরিবর্তে শুধুমাত্র “উপকর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণ” হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী উপকর কমিশনার, ধারা ১৮৩ অধীন, সংশ্লিষ্ট রিটার্ন, দলিলাদি বা এ আইনের অন্য কোনো বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে প্রদেয় আয়কর নির্ধারণ করতে পারবেন, যথা:-

(ক) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন ধারা ১৭৫ এর অধীন সাধারণ রিটার্ন হিসাবে গণ্য হলে; বা

(খ) কোনো ব্যক্তি ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১২) অনুযায়ী কর নির্ধারণের যোগ্য হলে; বা

(গ) কোনো ব্যক্তি ধারা ২১২ বা ২১৩ অনুযায়ী কর নির্ধারণের যোগ্য হলে; বা

(ঘ) কোনো ব্যক্তি এই আইনের কোনো বিধান অনুযায়ী আয়কর পরিশোধের যোগ্য হলে।

৬১। কর নির্ধারণে সময়ের সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত ধারা ১৯৭ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯৭ এর উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

ধারা ১৯৭ এর প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (১) অনুযায়ী ধারা ১৯৭ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে কর নির্ধারণ বা রিটার্ন প্রসেস সম্পন্ন করতে হবে, যথা:-

(ক) ধারা ১৮১ অনুসারে রিটার্ন প্রসেসের ক্ষেত্রে যে করবর্ষে রিটার্ন দাখিল করা হয়েছে উক্ত করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ২ (দুই) করবর্ষ;

(খ) যে করবর্ষে ধারা ১৮২ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে কোনো রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে সে করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ২ (দুই) করবর্ষ;

(গ) যে করবর্ষে কোনো রিটার্ন সাধারণ রিটার্ন হিসাবে গণ্য হয়েছে উক্ত করবর্ষ শেষ হওয়ার পরবর্তী ১ (এক) করবর্ষ;

(ঘ) ধারা ২৩৫ এর অধীন প্রণীত কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত আয় প্রথমবার নিরূপণযোগ্য হয়েছে তা শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩ (তিন) করবর্ষ।

৬২। তদন্তকারী আয়কর কর্তৃপক্ষের সংজ্ঞা সংক্রান্ত ধারা ১৯৮ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৯৮ এর দফা (১) এর উপ-দফা (ঈ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (ঈ) অনুযায়ী পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার বা উপকর কমিশনার বা উপকর কমিশনারের অনুমতি সাপেক্ষে কর পরিদর্শকও তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হবে।

৬৩। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিলের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত ধারা ২৬৪ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত উপ-ধারা (৩) এ দফা ৪৪ ও ৪৫ সংযুক্ত করা হয়েছে। সংযোজিত দফাসমূহ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রেসমূহে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ বা PSR দাখিলের বিধান করা হয়েছে, যথা:-

৪৪. হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নকালে;

৪৫. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় কোনো সেবা গ্রহণকালে।

৬৪। রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ প্রদর্শন সংক্রান্ত ধারা ২৬৫ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৬৫ এর উপ-ধারা (২) এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধানানুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ করদাতা যার ব্যবসা হতে আয় রয়েছে তিনি রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ তার ব্যবসার স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এরূপ কোনো স্থানে প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে উপকর কমিশনার অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করিতে পারবেন।

৬৫। নোটিশের অমান্যতার জন্য জরিমানা সংক্রান্ত ধারা ২৭০ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৭০ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনী অনুযায়ী ধারা ১৬৭, ১৬৮, ১৭৯, ১৮১ ও ১৮৩ এর পাশাপাশি ধারা ২১২ এর নোটিশের অমান্যতা করলেও এই ধারার অধীন জরিমানা আরোপ করা যাবে।

৬৬। রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা সংক্রান্ত ধারা ২৭১ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৭১ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্বীকৃত করদায় পরিশোধের ব্যর্থতায় ধারা ২৭১ অনুযায়ী জরিমানা আরোপের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

৬৭। কমিশনারের রিভিশনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ২৮৫ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৮৫ এর উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত উপ-ধারা (৪) এ স্বীকৃত করদায় পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

৬৮। আপিল আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৮৬ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৮৬ এর উপ-ধারা (৫) এ সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্বীকৃত করদায় পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

৬৯। আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল সংক্রান্ত ধারা ২৯১ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৯১ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্বীকৃত করদায় পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

৭০। হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স সংক্রান্ত ধারা ২৯৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২৯৩ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে স্বীকৃত করদায় পরিশোধের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট করা হয়েছে।

৭১। সময়সীমা বৃদ্ধি বা তামাদি প্রমার্জনের ক্ষমতা সংক্রান্ত ধারা ৩৩৪ এর প্রতিস্থাপন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৩৪ এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ৩৩৪ এর দফা (ক) অনুযায়ী বোর্ড, আদেশ দ্বারা, করদিবস অনধিক ১ (এক) মাস বৃদ্ধি করতে পারবে।

প্রতিস্থাপিত ধারা ৩৩৪ এর দফা (খ) অনুযায়ী মহামারী, অতিমারী, দৈব দুর্বিপাক ও যুদ্ধকালীন সময় বিদ্যমান বলে সরকারের ঘোষণা বা আদেশ থাকলে বোর্ড, জনস্বার্থে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, আদেশ জারির মাধ্যমে, এ আইনের কোনো বিধান পরিপালনের সময়সীমা প্রমার্জন করতে পারবে বা পরিপালনের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৭২। বিশেষ কর প্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রদর্শন সংক্রান্ত প্রথম তফসিলের সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর প্রথম তফসিলের অংশ ১ এর সংশোধন এবং অংশ ৩ এর সংযোজন করা হয়েছে।

৭২.১ স্থাপনা, বাড়ি অথবা ফ্লোর স্পেস বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হলে করহার ১০০% অধিক

প্রথম তফসিলের অংশ ১ এ সংযোজিত উপ-অনুচ্ছেদ (২ক) অনুযায়ী স্থাপনা, বাড়ি অথবা ফ্লোর স্পেস বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হলে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লেখিত করহার ১০০% (একশত শতাংশ) অধিক হবে।

৭২.২ যে সকল ক্ষেত্রে ১৫০% অধিক কর পরিশোধ করতে হবে

প্রথম তফসিলের অংশ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এ আনীত সংশোধনী অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লেখিত করহারের ১৫০% অধিক কর পরিশোধ করতে হবে, যথা:-

(ক) রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ২১২ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করার বা কোনো আয় বা তার অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেওয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(খ) রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ১৭২ এর অধীন কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(গ) রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ৩১১-৩১৩ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;

(ঘ) এ আইনের ধারা ২০০ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এবং তা চলমান থাকলে; বা

(ঙ) এ আইনের অধীন করফাঁকি সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম চলমান থাকলে।

৭২.৩ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা রহিতকরণ

অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ২ বিলোপ করা হয়েছে।

৭২.৪ অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন সংক্রান্ত অংশ ৩ সংযোজন

অংশ ৩ এর দফা (১) অনুযায়ী আয়কর আইন, ২০২৩ বা অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, আয়কর কর্তৃপক্ষসহ অন্য কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যক্তির কোনো পরিসম্পদ অর্জনের উৎসের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবে না, যদি উক্ত ব্যক্তি ১, জুলাই ২০২৪ হতে ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখের মধ্যে (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের পূর্বে নিম্নবর্ণিত সারণীসমূহে উল্লেখিত হারে কর পরিশোধপূর্বক ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্নে উক্তরূপ অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন করেন, যথা:-

সারণী-১

ক্রমিক নং	অবস্থান	স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের করহার	ভূমির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ঢাকা জেলার গুলশান থানা, বনানী থানা, মতিঝিল থানা, তেজগাঁও থানা, ধানমন্ডি থানা, ওয়ারী থানা, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ থানা, রমনা থানা, পল্টন থানা, কাফরুল থানা, নিউমার্কেট থানা ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ১৫০০০ (পনেরো হাজার) টাকা
২।	ঢাকা জেলার বংশাল থানা, মোহাম্মদপুর থানা, সূত্রাপুর থানা, যাত্রাবাড়ী থানা, উত্তরা	প্রতি বর্গ মিটারে	প্রতি বর্গ মিটারে

	মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও থানা, শ্যামপুর থানা, শাহজাহানপুর থানা, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, হাজারীবাগ থানা, ডেমরা থানা, আদাবর থানা, গেন্ডারিয়া থানা, খিলক্ষেত থানা, বিমানবন্দর থানা, উত্তরা পশ্চিম থানা, মুগদা থানা, রূপনগর থানা, ভাষানটেক থানা, বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা ও ভাটারা থানা; চট্টগ্রাম জেলার খুলশী থানা, পাঁচলাইশ থানা, পাহাড়তলী থানা, হালিশহর থানা ও কোতোয়ালী থানা; নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর থানা, সোনারগাঁও থানা, ফতুল্লা থানা, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা ও বন্দর থানা এবং গাজীপুর জেলার সদর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) টাকা	১০০০০ (দশ হাজার) টাকা
৩।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ থানা, ইপিজেড থানা, কর্ণফুলী থানা, চকবাজার থানা, চান্দগাঁও থানা, ডবলমুরিং থানা, পতেঙ্গা থানা, বন্দর থানা, বাকলিয়া থানা, বায়েজিদ বোস্তামি থানা ও সদরঘাট থানা; গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানা, কালীগঞ্জ থানা, বাসন থানা, কোনাবাড়ী থানা, গাছা থানা, টঙ্গী পূর্ব থানা ও টঙ্গী পশ্চিম থানা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানা ও আড়াইহাজার উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা
৪।	ক্রমিক নং ১ হইতে ৩ এর অন্তর্গত নহে কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য	প্রতি বর্গ মিটারে ১০০০ (এক	প্রতি বর্গ মিটারে ২০০০ (দুই

	কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা সদরে অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	হাজার) টাকা	হাজার) টাকা
৫।	ক্রমিক নং ১ হইতে ৪ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ৮৫০ (আট শত পঞ্চাশ) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ১০০০ (এক হাজার) টাকা
৬।	ক্রমিক নং ১ হইতে ৫ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ অন্য যেকোনো এলাকার সকল মৌজা	প্রতি বর্গ মিটারে ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা	প্রতি বর্গ মিটারে ৩০০ (তিনশত) টাকা

সারণী-২

ক্রমিক নং	**পরিসম্পদের বর্ণনা**	**করহার**
(১)	**(২)**	**(৩)**
১।	সিকিউরিটিজ, নগদ, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, আর্থিক স্কিম ও ইনস্ট্রুমেন্ট (financial schemes and instruments), সকল প্রকার ডিপোজিট বা সেভিং ডিপোজিট	মোট পরিসম্পদের ১৫% (পনেরো শতাংশ)
২।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এবং সারণী-১ এ উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ যেকোনো প্রকারের পরিসম্পদের ক্ষেত্রে	পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্যের ১৫% (পনেরো শতাংশ)

৭২.৫ অংশ ৩ এর অধীন অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কতিপয় পরিপালনীয় বিষয়াদি

অংশ ৩ এর দফা (২) অনুযায়ী এ অংশের অধীন কর পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিপালন করতে হবে, যথা:-

(ক) ২০২২-২০২৩ আয়বর্ষ ও তার পূর্বের আয়বর্ষসমূহের অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন করা যাবে;

(খ) ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের জন্য দাখিলকৃত রিটার্নের সম্পদ বিবরণী বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত পরিসম্পদ ও দায়ের বিবৃতিতে বা স্থিতিপত্রে পরিসম্পদ প্রদর্শন করতে হবে;

(গ) দফা (১) এর সারণী-১ এর (৩) নং কলামে উল্লিখিত করহার ১০০% (একশত শতাংশ) অধিক হবে যদি উক্তরূপ স্থাপনা, বাড়ি অথবা ফ্লোর স্পেস বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়;

(ঘ) এ অনুচ্ছেদের অধীন পরিশোধিত কর ২০২৫-২০২৬ করবর্ষে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী নিট পরিসম্পদ হইতে বাদ যাবে;

(ঙ) স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে ভবন এবং ভূমির জন্য প্রযোজ্য কর পরিশোধ করতে হবে;

(চ) প্রদেয় কর কেবল এ-চালান এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে;

(ছ) প্রদর্শিত পরিসম্পদের বিপরীতে সারণী-১ ও সারণী-২ মোতাবেক পরিগণিত কর ব্যতীত অন্য কোনো প্রকারের জরিমানা বা সারচার্জ বা অন্য কোনো অংক প্রদেয় হবে না এবং ধারা ১৭৪ অনুযায়ী কর উক্তরূপে পরিগণিত করের সাথে প্রদেয় হইবে না;

(জ) দফা (১) এর সারণী-১ এ উল্লেখিত পরিসম্পদ প্রদর্শিত হলে পরবর্তীকালে উক্ত পরিসম্পদের বিপরীতে এই আইনের তৃতীয় তফসিলের অধীন কোনো প্রকারের অবচয় বা অ্যামোর্টাইজেশন দাবি করা যাবে না।

৭২.৬ যে সকল ক্ষেত্রসমূহে অংশ ৩ এর অধীন অপ্রদর্শিত পরিসম্পদ প্রদর্শন কর যাবে না

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে অংশ ৩ এর অধীন কর পরিশোধ করা যাবে না, যথা:-

(ক) এ আইনের অধীন কর ফাঁকির কোনো কার্যধারা চলমান থাকলে; বা

(খ) এ আইনের অধীন ধারা ২০০ এর অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে এবং তা চলমান থাকলে; বা

(গ) এই আইনসহ অন্য কোনো আইনের অধীন ফৌজদারী কোনো কার্যধারা চলমান থাকলে।

৭৩। বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ পরিগণনা সংক্রান্ত চতুর্থ তফসিলের সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর চতুর্থ তফসিলের অনুচ্ছেদ ২ এবং অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৭৩.১ জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনা

প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদ (২) অনুযায়ী পেনশন এবং অ্যানুইটি ব্যবসা ব্যতীত, জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ নিম্নবর্ণিতভাবে পরিগণিত হইবে, যথা:-

ক ও খ- এ দুইয়ের মধ্যে যেটি অধিক, যেখানে,

ক = ট - ঠ, যেখানে,

ট = সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের সর্বমোট বহিঃস্থ প্রাপ্তি;

ঠ = সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের সকল অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয় যা ত + থ + দ +ধ নিয়মে পরিগণিত অংককে অতিক্রম করতে পারবে না, যেখানে,

ত = একক প্রিমিয়ামের জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ);

থ = প্রথম বৎসরে বার্ষিক প্রিমিয়ামের সংখ্যা ১২ (বারো) টির কম এরূপ অন্যান্য জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে অথবা ১২ (বারো) বৎসরের কম সময়ব্যাপী বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধযোগ্য এরূপ জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিটি প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম বা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি আয়বর্ষের প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ);

দ = অন্যান্য সকল জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের ৯০% (নব্বই শতাংশ);

ধ = সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত সকল নবায়নকৃত প্রিমিয়ামের ১২% (বারো শতাংশ);

খ = (প - ফ + ব + ভ) ÷ ম, যেখানে,

প = নিম্নবর্ণিত তিনটি বিকল্পের যেটি প্রযোজ্য হয়, যথা:-

(অ) যে করবর্ষের কর নির্ধারণ হবে সে করবর্ষের জন্য অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন হতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি; বা

(আ) যেক্ষেত্রে (অ) অনুযায়ী উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নির্ধারণ সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে বিবেচ্য করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বৎসরের জন্য অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন হতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি; বা

(ই) যেক্ষেত্রে (অ) বা (আ) অনুযায়ী উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নির্ধারণ সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সর্বশেষ আন্তঃমূল্যায়নকালের (intervaluation period) জন্য অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশন হতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি;

ফ = যে করবর্ষের কর নির্ধারণ করা হবে সে করবর্ষের জন্য বিবেচ্য অ্যাকচ্যুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পূর্ববর্তী সময়ের আনীত (brought forward) উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি;

ব = উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি সংশ্লিষ্ট সময়ে কোনো অন্তবর্তীকালীন বা চূড়ান্ত (interim or terminal) বোনাস, তা যে প্রকারের হোক না কেন, পরিশোধ করা হলে উক্তরূপ অংক;

ভ = উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি সংশ্লিষ্ট সময়ে ধারা ৪৯-৫৫ এর বিধানাবলির অধীন অননুমোদনযোগ্য বিয়োজনের সমষ্টি;

ম = ১ (এক), বা যেক্ষেত্রে আন্তঃমূল্যায়নকাল একাধিক বৎসরের হয় এবং প পরিগণনায় গৃহীত হয় সেক্ষেত্রে আন্তঃমূল্যায়নকালের বৎসরসমূহের সমষ্টি।

৭৩.২ অন্যান্য বিমা ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ গণনা সংক্রান্ত

অনুচ্ছেদ ৬ এর প্রতিস্থাপিত উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুযায়ী কোনো বৎসরে ব্যতিক্রমী ক্ষতি মিটাইতে কোনো কোম্পানি **র** পরিমাণ অর্থ অনুচ্ছেদ ৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন নিরূপিত মুনাফার স্থিতি হতে বিয়োজন করতে পারবে, যেখানে,-

র = উক্ত বছরে কোনো কোম্পানির প্রিমিয়াম উদ্ভূত আয়ের অনধিক ১০% (দশ শতাংশ)।

৭৪। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণ সংক্রান্ত পঞ্চম তফসিলের অংশ ১ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর পঞ্চম তফসিলের অংশ ১ এর অনুচ্ছেদ ৩ বিলোপ করা হয়েছে। ফলে, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষ হতে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা এবং কর নিরূপণকালে নিঃশেষ ভাতা (Depletion allowance) অনুমোদিত হবে না।

৭৫। কর অব্যাহতি, রেয়াত ও ক্রেডিট সংক্রান্ত ষষ্ঠ তফসিলের এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের শিরোনাম অংশ ১, ২, ৩ ও ৪ এ সংশোধনী আনীত হয়েছে।

৭৫.১ ষষ্ঠ তফসিলের শিরোনামে সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের শিরোনামে ধারা ৭৬ এর পাশাপাশি ধারা ৭৭ ও ৭৮ এর রেফারেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৭৫.২ যে সকল দান বা অনুদান করমুক্ত

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১২) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (১২) অনুযায়ী যেকোনো দান বা অনুদান মোট আয়ের বহির্ভূত থাকবে, যদি তা-

(ক) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত দাতব্য উদ্দেশ্য পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়; বা

(খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হয়।

৭৫.৩ যে সকল শর্তে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হতে উদ্ভূত সার্ভিস চার্জ করমুক্ত

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৩) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (১৩) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো সত্তার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হতে উদ্ভূত সার্ভিস চার্জ করমুক্ত থাকবে, যথা:-

(ক) আইন দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্তরূপ সার্ভিস চার্জ কেবল মাইক্রোক্রেডিট হিসাবে আবর্তিত হতে হবে; এবং

(খ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত উক্তরূপ সত্তা কেবল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ব্যতীত অন্য কোনো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে পারবে না;

(গ) দফা (১৩) এর উপ-দফা (খ) তে বর্ণিত শর্ত করবর্ষ ২০২৬-২০২৭ হতে প্রযোজ্য হবে;

(ঘ) কোনো করবর্ষে যতটুকু অনাবর্তিত হবে কেবল ততটুকুই করযোগ্য হবে।

এখানে, “সার্ভিস চার্জ” অর্থ বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অধীন ঋণকৃত অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধকৃত বা প্রদেয় যেকোনো আর্থিক চার্জ বা সুদ বা মুনাফার শেয়ার, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন।

৭৫.৪ যে সকল শর্তে ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলের অংশগ্রহণকারীর হাতে ট্রাস্ট বা তহবিল হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৫) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (১৫) অনুযায়ী ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলের অংশগ্রহণকারী কর্তৃক ট্রাস্ট বা তহবিলের আয়ের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত আয়ের অংশ যার উপর উক্ত ট্রাস্ট বা তহবিল কর্তৃক কর পরিশোধ করা হয়েছে তা করমুক্ত থাকবে।

৭৫.৫ যে সকল শর্তে কতিপয় আইটি অ্যানেবল্ড সার্ভিস হতে প্রাপ্ত আয় করমুক্ত

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২১) এর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিস্থাপিত দফা (২১) অনুযায়ী ০১, জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত ব্যবসায়ের সকল আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগ শতভাগ ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার শর্তে ১ জুলাই, ২০২৪ হইতে ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত উক্ত ব্যবসাসমূহ হতে উদ্ভূত কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় করমুক্ত থাকবে, যথা:-

(ক) এআই বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution development);

(খ) ব্লকচেইন বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution development);

(গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing);

(ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস (software as a service);

(ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service);

(চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science);

(ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service);

(জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software development and customization);

(ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service);

(ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website development and service);

(ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service);

(ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service);

(ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital animation development);

(ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design);

(ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing);

(ত) ই-লার্নিং প্লাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e-publication);

(থ) আইটি ফ্রি ল্যান্সিং (IT freelancing);

(দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service);

(ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving)।

তবে, যে সকল খাতের আয় ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত করমুক্ত ছিলো কিন্তু প্রতিস্থাপিত বিধানে আর করমুক্ত নেই, তাদের ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষের আয় ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে করমুক্ত থাকবে।

৭৫.৬ আইসিএবি, আইসিএমএবি ও আইসিএসবি এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংগঠনসমূহ কর্তৃক কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২৮) এর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনীর মাধ্যমে কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারিগণের কোনো পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত কোনো পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান (প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট) গুলোর সকল প্রকারের আয়কে করযোগ্য করা হয়েছ। ফলে, এ সকল ইনস্টিটিউটসমূহকে কোম্পানি হিসাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে এবং প্রযোজ্য আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

৭৫.৭ সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় প্রাপ্ত পেনশন করমুক্ত

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস. আর. ও নং ২৯৫-আইন/আয়কর-১৭-২০২৩, তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৩ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এ দফা (৩৪) সংযোজিত হয়। সংযোজিত দফা (৩৪) অনুযায়ী সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় পেনশন বাবদ উদ্ভূত যেকোনো আয় করমুক্ত থাকবে।

৭৫.৮ যে শর্তে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হতে গৃহীত দান করমুক্ত

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩৫) এর সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত দফা (৩৫) অনুযায়ী দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হবার শর্তে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হতে দান হিসাবে গৃহীত কোনো পরিসম্পদ করমুক্ত থাকবে। তবে, যেক্ষেত্রে উক্ত দান বিদেশ হতে বাংলাদেশে অবস্থিত গ্রহীতার নিকট ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত হয় সেক্ষেত্রে দাতার রিটার্নে প্রদর্শনের শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

বিদেশ হতে ভাইয়ের অ্যাকাউন্টে মা-বাবার জন্য টাকা পাঠালে তা করযোগ্য হবে কি না?

উদাহরণ ১৫

জনাব আসিফ আমিন খান একজন দুবাই প্রবাসী বাংলাদেশি। তিনি তার অর্জিত আয় বাংলাদেশে তার মায়ের নিকট প্রেরণ করতে আগ্রহী। কিন্তু তার মায়ের কোন ব্যাংক হিসাব নেই। তিনি মায়ের জন্য তার ভাইয়ের ব্যাংক হিসাবে টাকা প্রেরণ করলে কোনো প্রকারের কর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকবে কিনা?

না। কোন কর পরিশোধ এর বাধ্যবাধকতা থাকবেনা। বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থের সুবিধাভোগী মা হওয়ায় এর উপর কোনো প্রকারের করারোপ প্রযোজ্য হবে না।

৭৫.৯ যে শর্তে শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত অনধিক ৫০ লক্ষ টাকার মূলধনি আয় করমুক্ত

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (৩৬) এর সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত দফা (৩৬) অনুযায়ী কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনি আয় নিম্নবর্ণিত শর্তে করমুক্ত হবে, যদি তা-

(ক) তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত হয়; এবং

(খ) কোনো কোম্পানি বা তহবিলের স্পনসর, ডিরেক্টর বা প্লেসমেন্ট শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত না হয়।

৭৫.১০ ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ২ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ২ এর শিরোনাম এবং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ২ এর প্রায়োগিক স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। অংশ ২ এ উল্লেখিত “মোট আয় হইতে বিয়োজন” এর পরিবর্তে “মোট আয় পরিগণনা হইতে বিয়োজন” শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

৭৫.১১ ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ অনুযায়ী কর রেয়াত কেবল স্বাভাবিক ব্যক্তির জন্য

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ ১ এ সংশোধনী আনীত হয়েছে। এ সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লেখিত প্রত্যেক “স্বাভাবিক” শব্দের পর “ব্যক্তি” শব্দটি সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি করণিক ত্রুটি দূর করা হলো। অংশ ৩ এর প্রয়োগ যে কেবল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য হবে তা সুস্পষ্ট হলো।

৭৫.১২ করদাতা এবং তার নিয়োগকারী কর্তৃক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ এর অনুচ্ছেদ ২ এ সংশোধনী আনীত হয়েছে। এ সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ২ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এ উল্লিখিত "বা" শব্দটির পরিবর্তে "এবং" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে, করদাতা এবং তার নিয়োগকারী কর্তৃক ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য হবে। সংশোধনীর মাধ্যমে করণিক ত্রুটি দূরীভূত হলো।

৭৫.১৩ সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদত্ত চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস. আর. ও নং ২৯৫-আইন/আয়কর-১৭-২০২৩, তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৩ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৩ এর দফা (৭) এর উপ-দফা (গ) এর পর উপ-দফা (ঘ) সংযোজিত হয়। সংযোজিত উপ-দফা (ঘ) অনুযায়ী অনুযায়ী সর্বজনীন পেনশন স্কিমে প্রদেয় যেকোনো পরিমাণ চাঁদা কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ।

৭৫.১৪ কতিপয় ভৌত অবকাঠামোর কর অবকাশ সুবিধার বিলোপ।

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৪ এর অনুচ্ছেদ ৩ ও ৪ এর বিলোপ করা হয়েছে। এ বিলোপের ফলে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ৪ এর অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লেখিত ভৌত অবকাঠামোসমূহের কর অবকাশের মেয়াদ আর বর্ধিত হলো না। তবে, ইতোমধ্যে যে সকল ভৌত অবকাঠামো উক্ত কর অবকাশ সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে এবং উক্ত সুবিধার মেয়াদ এখনো অবশিষ্ট আছে তাদের ক্ষেত্রে উক্ত কর অবকাশ সুবিধা মেয়াদ পূর্তি পর্যন্ত বহাল থাকবে।

৭৬। বিশেষ করহার সংক্রান্ত সপ্তম তফসিলের সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর সংশোধন এবং অনুচ্ছেদ ৪ এর সংযোজন করা হয়েছে।

৭৬.১ কোম্পানির পাশাপাশি ট্রাস্ট ও তহবিল কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের করহার ১৫%

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে সপ্তম তফসিলের অনুচ্ছেদ ১ এর সংশোধন করা হয়েছে। আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ) তে উল্লেখিত "কোম্পানি" শব্দটির পর "তহবিল ও ট্রাস্ট" শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে। এর ফলে কোম্পানির পাশাপাশি ট্রাস্ট ও তহবিল কর্তৃক অর্জিত মূলধনি আয়ের করহার ১৫% হবে।

৭৬.২ রিটার্ন দাখিলে বাধ্য নয় এরূপ কোনো কোম্পানির গ্রস প্রাপ্তির উপর করহার ২০%

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে সপ্তম তফসিলে অনুচ্ছেদ ৪ এর সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী ধারা ১৬৬ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলে

বাধ্য নয় এরূপ কোনো কোম্পানি (যেমন: স্থানীয় কর্তৃপক্ষ; সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সায়ত্বশাসিত সংস্থা, যার সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত তহবিল ও সুদ আয় ব্যতীত অন্য কোনো আয় নেই) কর্তৃক প্রাপ্ত যেকোনো প্রকারের গ্রস আয়ের উপর ২০% (বিশ শতাংশ) হারে করারোপিত হবে এবং বোর্ড কর্তৃক জারিকৃত লিখিত আদেশে উল্লেখিত পদ্ধতিতে পরিশোধিত হবে। তবে,-

(১) নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(ক) করমুক্ত কোনো আয়;

(খ) কোনো দান বা অনুদান;

(গ) কোনো প্রকারের কর, খাজনা ও শুল্ক;

(২) বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা নেই এরূপ কোম্পানির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৭৭। ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ এর সংশোধন

অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ভ্রমণ কর আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩ক এর দফা (ঘ) এর প্রতিস্থাপন এবং ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ নূতন দফা (ঞ) এর সংযোজন করা হয়েছে।

৭৭.১ ভ্রমণ কর আদায়ে আয়কর আইন, ২০২৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ

ধারা ৩ক এর প্রতিস্থাপিত দফা (ঘ) অনুযায়ী আদায়কৃত ভ্রমণ কর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে ভ্রমণ কর কর্তৃপক্ষ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২২১ ও ২৭৫ এ উল্লেখিত বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

৭৭.২ ভ্রমণ কর পরিশোধ হতে অব্যাহতি প্রদান

ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ সংযোজিত নূতন দফা (ঞ) অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করবে সেরূপ আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

এ পরিপত্রে অন্য কিছু সুনির্দিষ্টভাবে বলা না থাকলে ধারা ও উপধারা বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ও উপধারা, তফসিল বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর তফসিল এবং বোর্ড বলতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বুঝাবে।

২০২৪-২০২৫ সালের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়কর ও সারচার্জের হার নির্ধারণ, আয়কর আইন, ২০২৩ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এবং নতুন জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ স্পষ্টিকরণের উদ্দেশ্যে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৪২ অনুসারে এ পরিপত্র জারী করা হলো।

এ পরিপত্রের কোনো বক্তব্য বা উপস্থাপনা আয়কর আইন, ২০২৩ অথবা উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ অথবা জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের সাথে সাংঘর্ষিক হলে বা কোনো মুদ্রণজনিত ত্রুটির কারণে কোনোরূপ অস্পষ্টতা দেখা দিলে অর্থ আইন, ২০২৪, আয়কর আইন, ২০২৩, উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এবং মূল প্রজ্ঞাপনসমূহের ভাষ্য প্রাধান্য পাবে।

(ড. মোঃ কাওসার আলী)

প্রথম সচিব (করনীতি)

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৯ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৬১-আইন/আয়কর-৩৬/**২০২৪**।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই বিধিমালা উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা ১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "**আইন**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন);

(খ) "**অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(গ) "**কাঁচামাল**" অর্থ কোনো শিল্পোৎপাদিত পণ্যের এমন সকল মৌলিক উপকরণ যাহা পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধারণ করে।

(ঘ) "**চুক্তি**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (২) এ সংজ্ঞায়িত চুক্তি;

(ঙ) "**ডেভেলপার**" বা **"রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার"** বলিতে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এ বর্ণিত ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারকে বুঝাইবে এবং যদি কোনো ব্যক্তি ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি সম্পাদনপূর্বক তাহার নিজের বা অন্যের ভূমি উন্নয়ন করেন অথবা তাহার নিজের বা অন্যের ভূমিতে স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস নির্মাণ করেন; অথবা ভূমির মালিক বা

স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের মালিক ডেভেলপার বা কো-ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি করেন তাহা হইলে তিনিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(চ) **"ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি"** বলিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:

(অ) কোনো ব্যক্তি পণের বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে Irrevocable Power of Attorney মূলে কোনো ভূমি বা ভবন উন্নয়নপূর্বক বিক্রয় করিলে;

(আ) নিজের বা অন্যের ভূমির মধ্যে রাস্তা নির্মাণপূর্বক ভূমি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিলে;

(ই) নিজের ভূমিতে বা অন্যের ভূমিতে ভবন নির্মাণ করিয়া তাহা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য বিক্রয় বা হস্তান্তর করিলে;

(ঈ) কোনোক্ষেত্রে যদি দেখা যায় কোনো বন্দোবস্তের (under any arrangement) অধীন কোনো ভূমি বা ভবন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উন্নয়নপূর্বক বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হইয়াছে:

তবে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে "ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের অনুরূপ কার্যাবলি" বলিয়া গণ্য হইবে না, যথা:

(১) কোনো ব্যক্তি যদি অর্থের প্রয়োজনে তাহার বৃহৎ একটি ভূমির খন্ডাংশ বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন; বা

(২) নিজে ব্যবহারের উদ্দেশ্য কোনো ভূমি বা ভবন উন্নয়ন করিয়া পরবর্তীকালে তা একান্ত নিজস্ব প্রয়োজনে বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন।

(ছ) "**ধারা**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর কোনো ধারা

(জ) "**নির্দিষ্ট ব্যক্তি**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৩) এ সংজ্ঞায়িত নির্দিষ্ট ব্যক্তি;

(ঝ) "**পরিশোধ**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৪) এ সংজ্ঞায়িত পরিশোধ;

(ঞ) "**ব্যাংক ট্রান্সফার**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা (৭২) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক ট্রান্সফার;

(ট) "**ভিত্তিমূল্য**" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৪০ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত ভিত্তিমূল্য।

৩। ঠিকাদার, ইত্যাদির পরিশোধের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন।-(১) আইনের ধারা ৮৯ এর অধীন উৎসে কর কর্তনের হার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(ক) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, তামাক পাতা, গুলসহ যেকোনো ধরনের তামাকজাত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১০% (দশ শতাংশ) হইবে;

(খ) ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের জন্য সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ভিত্তিমূল্যের উপর উৎসে কর কর্তনের হার ৭% (সাত শতাংশ) হইবে;

(গ) দফা (ক) ও দফা (খ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হার অনুযায়ী যেকোনো পরিমাণ ভিত্তিমূল্যের উপর উৎসে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

[১][সারণী

ক্রমিক নং	**বর্ণনা**	**হার**
(১)	**(২)**	**(৩)**
১।	এমএস বিলেট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত এম এস স্ক্র্যাপের ক্ষেত্রে	০.৫%
২।	পেট্রোলিয়াম তেল এবং লুব্রিকেন্ট বিপণনে নিযুক্ত তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	০.৬%
৩।	পেট্রোলিয়াম তেল বিপণন কোম্পানির ফিলিং স্টেশন ব্যতীত অন্য কোনো ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১%
৪।	ধান, চাল, গম, আলু, মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভূট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, গোলমরিচ, এলাচ,	১%

[১] জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং২৪৮-আইন/আয়কর-৪২/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

	দারুচিনি, লবঙ্গ, খেজুর, তেজপাতা, পাট, তুলা এবং সুতা সরবরাহের ক্ষেত্রে	
৫।	সকল প্রকারের ফল সরবরাহের ক্ষেত্রে	২%
৬।	এমএস বিলেট ব্যতীত লৌহ বা লৌহ পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য, সিরামিক তৈজস পণ্য ও সিমেন্ট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে	২%
৭।	তেলশোধন (oil refinery) কার্যক্রমে নিযুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	২%
৮।	গ্যাস বিতরণে নিযুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে	২%
৯।	গ্যাস ট্রান্সমিশনে নিয়োজিত কোম্পানির ক্ষেত্রে	৩%
১০।	স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব Vertical Continuous Vulcanization line রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক তৈয়ারকৃত ৩৩ কেভি হইতে ৫০০ কেভি Extra High Voltage Power Cable সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১১।	সরকার, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সরকারের সংস্থা এবং এর সকল সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১২।	রিসাইকেল্ড সিসা সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৩।	শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৪।	ক। সারণী ক্রমিক নং ১ হইতে ১২তে বর্ণিত হয় নাই এমন সকল পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে- খ। ধারা ৮৯ এ উল্লিখিত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে-	৫%

]

(ঘ) পেট্রোল পাম্প বা সিএনজি স্টেশন কর্তৃক তেল বা গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ধারা ১২০ এর অধীন কর পরিশোধিত হইয়াছে এবং উক্ত আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ (খ-ক) নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = ধারা ১২০ এর অধীন আমদানীকৃত পণ্যের উপর পরিশোধিত কর;

খ = ধারা ১২০ এর অধীন আমদানীকৃত পণ্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীনে যেই কর কর্তন করা হইত।

(৩) যেইক্ষেত্রে ধারা ৯৪ এর অধীন উৎসে কর পরিশোধিত কোনো পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উৎসে করের পরিমাণ (খ-ক) নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে -

ক = ধারা ৯৪ এর অধীন পরিশোধিত কর;

খ = ধারা ৯৪ এর অধীন পন্যের উপর কোনো উৎসে কর পরিশোধিত না থাকিলে ধারা ৮৯ এর অধীন যে পরিমাণ কর্তন করা হইত:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯৪ তে বর্ণিত চুক্তি মোতাবেক কোনো ডিস্ট্রিবিউটর অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এই উপ-বিধিতে বর্ণিত “খ” নিম্নরূপে পরিগণিত হইবে-

খ ={ধারা ৯৪ এর অধীন কোনো ডিস্ট্রিবিউটর বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানির পণ্যের বিক্রয়মূল্য} × ৫% × ১০%।

(৪) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই বিধির অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড যাচাই সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা হইতে এই বিধির অধীন কর কর্তন করিতে হইবে উহা কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তনযোগ্য।

৪। সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন।-(১) আইনের ধারা ৯০ এর অধীন কোনো সেবার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোনো নিবাসীকে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইলে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থ পরিশোধের সময়, নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক উৎসে কর কর্তন করিবেন:-

সারণী

ক্রমিক নং	**সেবার বিবরণ এবং পরিশোধের পরিমাণ**		**হার**
(১)	**(২)**		**(৩)**
১।	উপদেষ্টা বা পরামর্শক		১০%
২।	পেশাদার সেবা (professional service), কারিগরি সেবা ফি (technical services fee), বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance fee)		১০%
৩।	(ক) ক্যাটারিং; (খ) ক্লিনিং; (গ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি;	(১) কমিশন বা ফি এর উপরে	১০%

	(ঘ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; (ঙ) জনবল সরবরাহ; (চ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; (ছ) জনসংযোগ; (জ) ইভেন্ট পরিচালনা; (ঝ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা; (ঞ) কুরিয়ার সার্ভিস (ট) প্যাকিং এবং শিফটিং (ঠ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা	(২) মোট বিল এর উপরে	২%
৪।	মিডিয়া ক্রয়ের এজেন্সি সেবা	(১) কমিশন বা ফি এর উপরে	১০%
		(২) মোট বিল এর উপরে	০.৬৫%
৫।	ইন্ডেন্টিং কমিশন		৮%
৬।	মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী		১০%
৭।	মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদানকারী		১২%
৮।	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি		১০%
৯।	মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ		৮%
১০।	ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড		৮%
১১।	শিপিং এজেন্সি কমিশন		৮%
১২।	স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেটর/টার্মিনাল অপারেটর/শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর	(১) কমিশন বা ফি এর উপরে	১০%
		(২) মোট বিল এর উপরে	৫%
১৩।	(১) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, ক্যারিয়িং সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা (২) রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যেকোনো প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্লাটফর্ম		৫%
১৪।	বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিমিত্ত হুইলিং চার্জ		৩%
১৫।	ইন্টারনেট সেবা		১০%
১৬।	মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি বা চ্যানেল পার্টনার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন		১০%
১৭।	ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্সির কমিশনের উপর		১০%

১৮।	ফ্রেইট ফরওয়ার্ড বাবদ পরিশোধিত কমিশনসহ বা কমিশন ব্যতিরেকে গ্রস বিলের উপর	২.৫%
১৯।	ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ বর্ণিত হয় নাই এইরূপ অন্য কোনো সেবা যাহা আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন কর কর্তন যোগ্য নহে	১০%

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) সারণীর ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো সেবা যদি কোনো ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত হয় উহার উপর এই বিধির অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না;

(খ) যদি সারণীর ক্রমিক নং ৩, ৪ ও ১২ এ বর্ণিত উভয় ক্ষেত্রেই কমিশন বা ফি এবং মোট বিল প্রদর্শিত হয়, সেইক্ষেত্রে ‘ক’ ও ‘খ’ এর মধ্যে যাহা অধিক তাহা কর হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে, যখন:

‘ক’ অর্থ কমিশন বা ফি এর উপর সারণীতে প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট হার প্রয়োগ করিয়া পরিগণিত কর; এবং

‘খ’ অর্থ ঙ × চ × ছ, যেখানে-

ঙ = গ্রস বিলের পরিমাণ

চ = ক্রম ৩ এর ১০%, ক্রম ৪ এর ২.৫%, এবং ক্রম ১২ এর ৫%

ছ = কমিশন বা ফি এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করের হার;

(২) যেইক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে এই বিধির অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য প্রাপক বা প্রাপকের আয় করমুক্ত বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাপকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড যাচাই সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত, এই মর্মে সনদ প্রদান করিবে যে উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় কোনো অর্থ যাহা হইতে এই বিধির অধীন কর কর্তন করিতে হইবে উহা কোনো কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর্তনযোগ্য।

৫। **অনিবাসীর আয় হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ।**-(১) আইনের ধারা ১১৯ এর অধীন যেইক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যেকোনো ব্যক্তি কোনো অনিবাসীকে এইরূপ কোনো অর্থ পরিশোধ করেন যাহা এই আইনের অধীন উক্ত অনিবাসীর জন্য করযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ পরিশোধের সময় উক্ত অর্থ প্রদানকারী, যদি না তিনি নিজেই এজেন্ট হিসাবে কর পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন, নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবেন, যথা:

সারণী

ক্রমিক নং	পরিশোধের বর্ণনা		হার
(১)	**(২)**		**(৩)**
১।	উপদেষ্টা বা পরামর্শক		২০%
২।	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন		২০%
৩।	পেশাদার সেবা, কারিগরি সেবা ফি, বা কারিগরি সহায়তা ফি (professional service, technical services, technical know-how or technical assistance)		২০%
৪।	আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন		২০%
৫।	সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি		২০%
৬।	স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/ চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া		২০%
৭।	আইনি সেবা		২০%
৮।	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা		২০%
৯।	কমিশন		২০%
১০।	রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ		২০%
১১।	সুদ		২০%
১২।	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার		২০%
১৩।	বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং		১৫%
১৪।	ধারা ২৫৯ এবং ধারা ২৬০ এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত নৌ পরিবহন বা বিমান পরিবহন		৭.৫%
১৫।	কন্ট্রাক্টর, সাব-কন্ট্রাক্টর ও সাব-সাব-কন্ট্রাক্টর কর্তৃক ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের জন্য সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে		৭.৫%
১৬।	পণ্য সরবরাহ		৭.৫%
১৭।	মূলধনি মুনাফা		১৫%
১৮।	বীমা প্রিমিয়াম		১০%
১৯।	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া		১৫%
২০।	লভ্যাংশ	(১) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত হইলে	২০%
		(২) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হইলে	৩০%
২১।	শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়াড় কর্তৃক গৃহীত অর্থ		৩০%
২২।	বেতন বা পারিশ্রমিক		৩০%

ক্রমিক নং	পরিশোধের বর্ণনা	হার
(১)	(২)	(৩)
২৩।	পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং	৫.২৫%
২৪।	কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা	২০%
২৫।	জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি	৫.২৫%
২৬।	তেল বা গ্যাসক্ষেত্র এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা	৫.২৫%
২৭।	ব্যান্ডউইদ বাবদ পরিশোধ	১০%
২৮।	কুরিয়ার সার্ভিস	১৫%
২৯।	অন্য কোনো পরিশোধ	২০%

তবে শর্ত থাকে যে, যখন কোনো কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর হইতে কোনো মূলধনি আয় উদ্ভূত হয়, তবে, ক্ষেত্রমোতাবেক, উক্ত হস্তান্তর বাস্তবায়নের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ হস্তান্তর কার্যকর করিবেন না যদি না উক্তরূপ হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত মূলধনি আয়ের উপর কর পরিশোধ করা না হয়।

(২) যেইক্ষেত্রে বোর্ড, এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এই মর্মে সনদ প্রদান করে যে, কোনো অনিবাসীকে কর চুক্তি বা অন্য কোনো কারণে বাংলাদেশে কোনো কর প্রদান করিতে হইবে না বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদান করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিশোধ কর কর্তন ব্যতিরেকে বা হ্রাসকৃত হারে কর কর্তনপূর্বক করা যাইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত অতিরাষ্ট্রিক ব্যয় বা পরিশোধের ক্ষেত্রে বিধি (৫) এর অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে না, যথা:

(ক) বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্রের কোনো কর্তৃপক্ষ বরাবরে কোনো পরিশোধ;

(খ) কোনো প্রফেশনাল বডির সাবস্ক্রিপশন ফি বাবদ পরিশোধিত অর্থ;

(গ) লিয়াজোঁ অফিস ব্যয়;

(ঘ) আন্তর্জাতিক বিপণন ব্যয় ও পণ্য উন্নয়ন ব্যয়;

(ঙ) টিউশন ফি;

(চ) যেকোনো প্রকারের নিরাপত্তা জামানত।

৬। **সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ।**-(১) ধারা ১২৫ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর section 17 এর sub-section (1) এর clauses [২][*] (b), (c) বা (e) অধীন দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না সম্পত্তি হস্তান্তরকারী নিম্নবর্ণিত সারণীদ্বয়ে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে পে-অর্ডারের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

সারণী-১

ক্রমিক নং	**মৌজা**	**ক-শ্রেণির করহার**	**খ-শ্রেণির করহার**	**গ-শ্রেণির করহার**	**ঘ-শ্রেণির করহার**	**ঙ-শ্রেণির করহার**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**	**(৭)**
১।	ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১৫,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৬,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
২।	ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ,	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ১০,০০,০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০

[২] জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং২৪৮-আইন/আয়কর-৪২/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা "(a), (aa), (aaa)," বন্ধনীগুলি, বর্ণগুলো ও কমাগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	০ টাকা যাহা অধিক	টাকা যাহা অধিক	০ টাকা যাহা অধিক	টাকা যাহা অধিক	০ টাকা যাহা অধিক।
৩।	ঢাকা জেলার কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর ও গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ৫,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৮% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৪।	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, বিমানবন্দর , উত্তরা পশ্চিম,	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক, বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিণখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর	৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	৮% বা কাঠাপ্রতি ৪,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	৮% বা কাঠাপ্রতি ১,৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক	৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক।

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	থানার অন্তর্গত সকল মৌজা					
৫।	চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব ও টঙ্গী পশ্চিম থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৩,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ১,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৫০,০০০ টাকা যাহা অধিক।
৬।	ঢাকা জেলার দোহার,	দলিলে উল্লিখিত	দলিলে উল্লিখিত	দলিলে উল্লিখিত	দলিলে উল্লিখিত	দলিলে উল্লিখিত

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	নবাবগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানা ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; এবং	ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০ টাকা যাহা অধিক	ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২,০০,০০০ টাকা যাহা অধিক	ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ৮০,০০০ টাকা যাহা অধিক	ভূমির মূল্যের ৬% বা কাঠাপ্রতি ২০,০০০ টাকা যাহা অধিক।

ক্রমিক নং	মৌজা	ক-শ্রেণির করহার	খ-শ্রেণির করহার	গ-শ্রেণির করহার	ঘ-শ্রেণির করহার	ঙ-শ্রেণির করহার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ ও আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা					

সারণী-২

ক্রমিক নং	মৌজা	করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে কিন্তু ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও অন্য কোনো উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং জেলা সদরে অবস্থিত সকল পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৬%
২।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ অন্য যেকোনো পৌরসভার অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৪%
৩।	সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ ও ২ এবং সারণী-১ এর অন্তর্গত নহে এইরূপ সকল উপজেলার (পৌরসভা ব্যতীত) অন্তর্গত সকল মৌজা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ২%।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে নিবন্ধিত ভূমিতে কোনো স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস থাকিলে নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত কর প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	বর্ণনা	করহার
(১)	**(২)**	**(৩)**
১।	শ্রেণি-ক হইতে শ্রেণি-ঘ এ উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে	প্রতি বর্গমিটারে ৮০০ (আটশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৮% (আট শতাংশ) এর মধ্যে যাহা অধিক।
২।	শ্রেণি-ঙ-তে উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে এবং সারণী-২ এর ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত মৌজার ভূমিতে অবস্থিত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর ক্ষেত্রে	প্রতি বর্গমিটারে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যাহা অধিক।
৩।	অন্যান্য ক্ষেত্রে	প্রতি বর্গমিটারে ৩০০ (তিনশত) টাকা হারে অথবা উক্ত স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস এর দলিলে উল্লিখিত মূল্যের ৬% (ছয় শতাংশ) এর মধ্যে যাহা অধিক।

(৩) প্রতিটি দলিলের মন্তব্য কলামে ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসের প্রকৃতি আবাসিক নাকি বাণিজ্যিক এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বর্ণনার অনুপস্থিতিতে এই বিধির অধীন সঠিকভাবে কর সংগ্রহ হয় নাই মর্মে গণ্য হইবে।

(৪) সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই বিধির অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে।

(৫) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে এই বিধির অধীন কর সংগ্রহ প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস বন্ধক রাখা হইলে উক্ত বন্ধকী দলিল নিবন্ধন;

(খ) জাতিসংঘ বা ইহার অঙ্গসংস্থা অথবা কোনো বিদেশি দূতাবাস বা মিশন কর্তৃক কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধন;

(গ) স্বত্বের বিলোপ হয় না এইরূপ না-দাবি দলিল নিবন্ধন;

(ঘ) বন্টননামা দলিল নিবন্ধন;

(ঙ) ওয়াক্‌ফ বা দেবোত্তর দান দলিল নিবন্ধন;

[৩][(চ) পণ বা পণের বিকল্প কোনো সুবিধাবিহীন দলিল, যেমন: দান, উইল, অছিয়ত বা এওয়াজ অথবা বিনিময় দলিল নিবন্ধন।]

[৪][*]

(৬) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার ভূমি, স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস বিক্রয় বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধনকালে দাতা ও গ্রহীতার রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of Submission of Return or PSR) উপস্থাপন ব্যতীত উক্তরূপ নিবন্ধন সম্পন্ন করা যাইবে না।

(৭) এই বিধির অধীন দাখিলকৃত প্রতিটি পে-অর্ডার নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক পৃথক পৃথক এ-চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে, যথা:-

---

৩ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং২৪৮-আইন/আয়কর-৪২/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা দফা (চ) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং২৪৮-আইন/আয়কর-৪২/২০২৪, তারিখ: ২৭ জুন ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা দফা (ছ) বিলোপ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	পে-অর্ডার সংগ্রহের সময়	এ-চালানের মাধ্যমে জমার সময়
(১)	(২)	(৩)
১।	অর্থ বৎসরের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত	যে সপ্তাহে সংগৃহীত হইয়াছে উহার পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসের মধ্যে।
২।	অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে	যে দিন সংগৃহীত হইয়াছে উহার পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে।
৩।	অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবস	অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে।

(৮) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

(ক) “**ক-শ্রেণি**” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার বাণিজ্যিক প্লটকে বুঝাইবে;

(খ) “**খ-শ্রেণি**” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার আবাসিক প্লটকে বুঝাইবে;

(গ) “**গ-শ্রেণি**” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এলাকার বাণিজ্যিক প্লটকে বুঝাইবে;

(ঘ) “**ঘ-শ্রেণি**” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর নিয়ন্ত্রণাধীন নহে কিন্তু ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এলাকার আবাসিক প্লটকে বুঝাইবে;

(ঙ) “**ঙ-শ্রেণি**” বলিতে “ক-শ্রেণি”, “খ-শ্রেণি”, “গ-শ্রেণি”, “ঘ-শ্রেণি” ব্যতীত অন্যান্য এলাকা বুঝাইবে;

(চ) “**কাঠা**” বলিতে ১.৬৫ শতাংশ ভূমি বুঝাইবে;

(ছ) **“বাণিজ্যিক প্লট”** অর্থে সকল শিল্প প্লটও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭। **রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে কর সংগ্রহ।**-(১) ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে পে-অর্ডারের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:

সারণী

ক্রমিক নং	**মৌজা**	**আবাসিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)**	**বাণিজ্যিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**
১।	ঢাকা জেলার গুলশান, বনানী, মতিঝিল ও তেজগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৬০০ টাকা	৬,৫০০ টাকা
২।	ঢাকা জেলার ধানমন্ডি, ওয়ারী, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা, শাহবাগ, রমনা, পল্টন, বংশাল, নিউমার্কেট ও কলাবাগান থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৫০০ টাকা	৫,০০০ টাকা
৩।	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত, কাফরুল, মোহাম্মদপুর, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, উত্তরা মডেল থানা, ক্যান্টনমেন্ট থানা, চকবাজার থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, খিলগাঁও, শ্যামপুর, গেন্ডারিয়া থানার অন্তর্গত সকল মৌজা	১,৪০০ টাকা	৪,০০০ টাকা
৪।	ঢাকা জেলার বিমানবন্দর, উত্তরা পশ্চিম, মুগদা, রূপনগর, ভাষানটেক,	১,৩০০ টাকা	৩,৫০০ টাকা

ক্রমিক নং	মৌজা	আবাসিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	বাণিজ্যিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	বাড্ডা থানা, পল্লবী থানা, ভাটারা, শাহজাহানপুর, মিরপুর মডেল থানা, দারুস সালাম থানা, দক্ষিনখান থানা, উত্তরখান থানা, তুরাগ থানা, শাহ আলী থানা, সবুজবাগ থানা, কদমতলী থানা, চকবাজার থানা, কামরাঙ্গীরচর থানা, কোতোয়ালি থানা, লালবাগ থানা, হাজারীবাগ, ডেমরা ও আদাবর থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার খুলশী, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী, হালিশহর ও কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; গাজীপুর জেলার সদর, বাসন, কোনাবাড়ী, গাছা, টঙ্গী পূর্ব, টঙ্গী পশ্চিম থানার, জয়দেবপুর ও কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, বন্দর, রূপগঞ্জ ও সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত সকল মৌজা		
৫।	ঢাকা জেলার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই উপজেলার অন্তর্গত সকল মৌজা; চট্টগ্রাম জেলার আকবর শাহ, ইপিজেড, কর্ণফুলী, চকবাজার, চান্দগাঁও, ডবলমুরিং, পতেঙ্গা, পাঁচলাইশ, বন্দর, বাকলিয়া, বায়েজিদ বোস্তামি ও সদরঘাট থানার অন্তর্গত সকল মৌজা; নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার অন্তর্গত সকল মৌজা এবং ঢাকা	৭০০ টাকা	২,০০০ টাকা

ক্রমিক নং	মৌজা	আবাসিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)	বাণিজ্যিক ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করহার (প্রতি বর্গমিটার)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এ অবস্থিত সকল মৌজা		
৬।	ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ উল্লিখিত নহে এইরূপ সকল এলাকা	৩০০ টাকা	১,০০০ টাকা

(২) ধারা ১২৬ এর অধীন উৎসে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর বিধান মোতাবেক দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট সংশ্লিষ্ট কোনো ভূমি, বা ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক উন্নয়নকৃত কোনো ভূমি হস্তান্তরের দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধন করিবেন না, যদি না ডেভেলপার বা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার নিম্নবর্ণিত সারণীতে নির্ধারিত হারে কর পরিশোধের প্রমাণ হিসাবে পে-অর্ডারের কপি নিবন্ধনের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করেন, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	করহার
(১)	(২)	(৩)
১।	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী এবং চট্টগ্রাম জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৫% (পাঁচ শতাংশ)

ক্রমিক নং	এলাকার নাম	করহার
(১)	(২)	(৩)
২।	অন্য যেকোনো জেলা	দলিলে উল্লিখিত ভূমির মূল্যের ৩% (তিন শতাংশ)।

(৩) সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো ভূমি বা স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেসে উন্নয়ন এবং হস্তান্তরের দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এই বিধির অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হইবে।

(৪) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার ভূমি, স্থাপনা, বাড়ি, ফ্ল্যাট, অ্যাপার্টমেন্ট অথবা ফ্লোর স্পেস বিক্রয় বা হস্তান্তর বা বায়নামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধনকালে দাতা ও গ্রহীতার রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ (Proof of Submission of Return or PSR) উপস্থাপন ব্যতীত উক্তরূপ নিবন্ধন সম্পন্ন করা যাইবে না।

(৫) এই বিধির অধীন উৎসে কর সংগ্রহকালে বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রযোজ্য উৎসে কর সংগ্রহ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) অনুযায়ী উৎসে কর সংগ্রহ করা যাইবে না।

(৬) এই বিধির অধীন দাখিলকৃত প্রতিটি পে-অর্ডার নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক পৃথক পৃথক এ-চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করিতে হইবে, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	পে-অর্ডার সংগ্রহের সময়	এ-চালানের মাধ্যমে জমার সময়
(১)	**(২)**	**(৩)**
১।	অর্থ বৎসরের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত	যে সপ্তাহে সংগৃহীত হইয়াছে উহার পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসের মধ্যে।
২।	অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ সপ্তাহ	যেদিন সংগৃহীত হইয়াছে উহার পরবর্তী কর্মদিবসের মধ্যে।
৩।	অর্থ বৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবস	অর্থবৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবসের মধ্যে।

৮। **আমদানিকারকদের নিকট হতে কর সংগ্রহ।**-(১) আইনের ধারা ১২০ মোতাবেক কর সংগ্রহের নিমিত্ত কাস্টমস কমিশনার অথবা অন্য কোনো যথোপযুক্ত কর্মকর্তা যেকোনো পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত হার অনুযায়ী কর সংগ্রহ করিবেন:

(ক) দফা (খ), দফা (গ), দফা (ঘ), দফা (ঙ), দফা (চ), দফা (ছ), দফা (জ) এ বর্ণিত পণ্য ব্যতীত অন্যান্য আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের উপর ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে;

(খ) নিম্নবর্ণিত সারণী-১ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানি আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ১% (এক শতাংশ) হারে:-

সারণী-১

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**
1.	89.01	8901.20.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three

			consecutive years and not older than 20 years from the date of commissioning;
2.	89.01	8901.90.30	Vessels capacity exceeding 5000 DWT for registration in Bangladesh operating in Ocean for at least three consecutive years and not older than 22 years from the date of commissioning;

(গ) নিম্নবর্ণিত সারণী-২ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ২% (দুই শতাংশ) হারে:-

সারণী-২

ক্রমিক নং	**শিরোনাম**	**এইচ এস কোড**	**বর্ণনা**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**
1.	07.03	0703.20.90	Garlic : Other
2.	10.05	1005.90.90	Other Maize, Excluding wrapped/canned upto 2.5 kg
3.	17.01	1701.14.00	Raw Sugar not containing added flavouring or colouring matter: Other cane sugar
4.	23.09	2309.90.90	Preparations of a kind used in animal feeding other: other
5.	25.23	2523.10.20	Cement clinkers, imported by vat registered manufacturers of cement
6.	26.02	2602.00.00	Manganese ores/concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more calculated on the dry weight
7.	27.09	2709.00.00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
8.	27.10	2710.12.11	Motor spirit of H.B.O.C Type

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
9.	27.10	2710.12.19	Other motor spirits, including aviation spirts
10.	27.10	2710.12.20	spirit type jet fuel
11.	27.10	2710.12.31	White spirit
12.	27.10	2710.12.32	Naphtha
13.	27.10	2710.12.39	Other
14.	27.10	2710.12.41	J.P.1 kerosene type jet fuels
15.	27.10	2710.12.42	J.P.4 kerosene type jet fuels
16.	27.10	2710.12.43	Other kerosene type jet fuels
17.	27.10	2710.12.49	Other kerosene
18.	27.10	2710.12.50	Other medium oils and preparations
19.	27.10	2710.12.61	Light diesel oils
20.	27.10	2710.12.62	High speed diesel oils
21.	27.10	2710.12.69	Other
21.	27.10	2710.19.11	Furnace oil
23.	27.10	2710.19.19	Other
24.	27.11	2711.12.00	Propane
25.	27.11	2711.13.00	Butanes
26.	27.13	2713.20.10	Petroleum bitumen-In Drum
27.	27.13	2713.20.90	Petroleum bitumen-Other
28.	41.02	4102.10.00	Raw skins of sheep or lambs-With wool on
29.	41.02	4102.21.00	Raw skins of sheep or lambs-Without wool on: Pickled
30.	41.02	4102.29.00	Raw skins of sheep or lambs-Without wool on: Other
31.	41.03	4103.20.00	Other raw hides and skins-of reptiles
32.	41.03	4103.90.00	Other raw hides and skins Other
33.	72.13	All H.S Code	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly woun coils, of iron or non-alloy steel

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
34.	72.14	All H.S Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot- drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling
35.	72.15	All H.S Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.
36.	72.16	All H.S Code	Angles, shapes and sections of iron or non- alloy steel
37.	84.08	8408.90.10	Engines of capacity 3 to 45 HP
38.	84.08	8408.90.90	Other
39.	84.13	8413.70.00	Other centrifugal pumps; Other pumps; liquid elevators
40.	84.37	8437.10.00	Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetable; Other machinery
41.	84.67	8467.29.00	Other, Other tools
42.	85.17	8517.12.10	Cellular (Mobile/fixed wireless) telephone set
43.	85.17	8517.70.00	Loaded Printed Circuit Board/PCB; Assembled/ Mother Board for Cellular Phone; Key; Keypad housing; Keypad Dome; Front Shell; Vibrator; motor; Touch Panel; Touch Panel Glass for mobile phone; Liquid Crystal Module; Camera Module; Input-Output (I/O) Port; Internal Earphone; Microphone; Antenna; Receiver;

(ঘ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৩ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের প্রতি টনের উপর পাঁচ শত টাকা হারে:-

সারণী-৩

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	72.03	All H.S Code	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94%, in lumps, pellets or similar forms.
2.	72.04	All H.S Code	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel.
3.	72.06	7206.10.00	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03)-Ingots
4.	72.07	All H.S code	Semi-finished products of iron or non-alloy steel
5.	89.08	8908.00.00	Vessels and other floating structures for breaking up:

(ঙ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৪ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ০% (শূন্য শতাংশ) হারে:-

সারণী-৪

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	01.02	0102.21.00	Live bovine animals. Cattle: Pure-bred breeding animals
2.	01.02	0102.29.00	Live bovine animals. Cattle: Other
3.	01.02	0102.31.00	Live bovine animals. Buffalo: Pure-

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			bred breeding animals
4.	01.02	0102.39.00	Live bovine animals. Buffalo: Other
5.	01.02	0102.90.10	Live bovine animals Other: Pure-bred breeding animals
6.	01.02	0102.90.90	Live bovine animals Other: Other
7.	01.05	0105.11.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Fowls of the species *Gallus* domesticus: Parent stock of one day chick
8.	01.05	0105.12.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Turkeys: Parent stock of one day chick
9.	01.05	0105.13.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Ducks: Parent stock of one day chick
10	01.05	0105.14.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Geese: Parent stock of one day chick
11	01.05	0105.15.10	Live poultry Weighing not more than 185 g: Guinea fowls: Parent stock of one day chick
12	03.01	0301.91.10	Live fish. Trout (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster*)-Fry
13	03.01	0301.92.10	Live fish. -Eels (*Anguilla spp.)*-Fry

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
14	03.01	0301.93.10	Live fish. Carp (*Cyprinus spp.*, *Carassius spp.*, *Ctenopharyngodon idellus*, *Hypophthal-michthys spp.*, *Cirrhinus spp.*, *Mylopharyn-godon piceus*, *Catla catla*, *Labeo spp.*, *Osteochilus hasselti*, *Leptobarbus hoeveni*, *Megalobrama spp.*)-Fry
15	03.01	0301.99.10	Live fish. -Other: Fry
16	03.06	0306.31.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Rock lobster and other sea crawfish (*Palinurus spp.*, *Panulirus spp.*, *Jasus spp.*): Fry
17	03.06	0306.32.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Lobsters (Homarus spp.): Fry
18	03.06	0306.33.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled: Crabs: Fry
19	03.06	0306.35.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon): Fry (New created)
20	03.06	0306.36.10	Crustaceans -Live, fresh or chilled Other shrimps and prawns: Fry
21	05.10	0510.00.10	Glands including pituitary glands
22	05.11	All H.S code	Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩, unfit for human

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			consumption.
23	06.01	0601.10.00	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant
24	06.01	0601.20.00	Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots
25	06.02	0602.10.00	Unrooted cuttings and slips
26	06.02	0602.20.00	Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts
27	06.02	0602.30.00	Rhododendrons and azaleas, grafted or not
28	06.02	0602.40.00	Roses, grafted or not
29	07.01	0701.10.10	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
30	07.01	0701.10.90	Potatoes, fresh or chilled. Seed: Other
31	07.03	0703.10.19	Onions: Other
32	07.13	0713.10.90	Peas (Pisum sativum): Other
33	07.13	0713.20.90	Chickpeas (garbanzos): Other
34	07.13	0713.40.90	Lentils: Other
35	07.13	0713.90.90	Other: Other
36	10.01	1001.11.10	Durum wheat Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
37	10.01	1001.11.90	Durum wheat Seed: Other
38	10.01	1001.19.10	Durum wheat Other: Wrapped/canned upto 2.5 kg
39	10.01	1001.19.90	Durum wheat Other: Other
40	10.01	1001.91.90	Other Wheat Seed: Other
41	10.01	1001.99.90	Other Wheat: Other
42	10.05	1005.10.10	Maize (corn). Seed: Wrapped/canned upto 2.5 kg
43	10.05	1005.10.90	Maize (corn). Seed: Other

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
44	12.01	1201.10.90	Soya beans, whether or not broken. Seed: Other
45	12.01	1201.90.90	Soya beans, whether or not broken. Other: Other
46	12.04	1204.00.90	Linseed, whether or not broken Other
47	12.05	1205.10.90	Low erucic acid rape or colza seeds: Other
48	12.06	1206.00.90	Sunflower seeds, whether or not broken Other
49	12.07	1207.40.90	Sesamum seeds: Other
50	12.07	1207.50.90	Mustard seeds: Other
51	12.09	1209.10.00	Sugar beet seeds
52	12.09	1209.21.00	Seeds of forage plants: Lucerne (alfalfa) seeds
53	12.09	1209.23.00	Seeds of forage plants: Fescue seeds
54	12.09	1209.24.00	Seeds of forage plants: Kentucky blue grass *(poa pratensis L.)* seeds
55	12.09	1209.25.00	Seeds of forage plants: Rye grass *(Lolium multiflorum Lam.,Lolium perenne L.)* seeds
56	12.09	1209.29.00	Seeds of forage plants: Other
57	12.09	1209.30.00	Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers
58	12.09	1209.91.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Vegetable seeds
59	12.09	1209.99.00	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Other: Other
60	15.07	1507.10.00	Soya-bean oil and its fractions,

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			whether or not refined, but not chemically modified. Crude oil, whether or not degummed
61	15.07	1507.90.10	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other : Refined
62	15.07	1507.90.90	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified. Other : Other
63	15.11	1511.10.10	Crude oil: Imported by VAT registered edible oil refinery industries
64	15.11	1511.10.90	Crude oil: Other
65	15.11	1511.90.90	Other including refined palm oil
66	15.12	1512.19.00	Sunflower-seed or safflower oil and fraction thereof: Other
67	15.15	1515.29.00	Maize (corn) oil and its fractions: Other
68	17.01	1701.12.00	Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: Beet sugar
69	17.01	1701.13.00	Cane sugar specified in Subheading Note 2 to Chapter 17 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩
70	23.01	2301.10.10	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
71	23.01	2301.10.90	Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves: Other
72	23.01	2301.20.10	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			invertebrates: Wrapped/canned upto 2.5 kg
73	23.01	2301.20.90	Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates: Other
74	23.02	2302.10.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of maize (corn)
75	23.02	2302.30.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of wheat
76	23.02	2302.40.10	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Rice bran
77	23.02	2302.40.90	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of other cereals: Other
78	23.02	2302.50.00	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets,

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. Of leguminous plants
79	23.03	2303.10.00	Residues of starch manufacture and similar residues
80	23.03	2303.20.00	Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
81	23.05	2305.00.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil
82	23.06	2306.10.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of cotton seeds
83	23.06	2306.20.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of linseed
84	23.06	2306.30.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of sunflower seeds
85	23.06	2306.41.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of rape or colza seeds: Of low erucic acid rape or colza
86	23.06	2306.49.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of rape or colza seeds: Other
87	23.06	2306.50.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of coconut or copra
88	23.06	2306.60.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ Of palm nuts or kernels
89	23.06	2306.90.00	Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩. Other
90	23.08	2308.00.00	Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.
91	23.09	2309.90.11	Vitamin or mineral or amino acid or combination of both (feed grade)
92	23.09	2309.90.12	Vitamin premix or mineral or amino acid premix or combination of both (feed grade)
93	23.09	2309.90.13	Probiotics or Prebiotics or combination of both (feed grade)
94	23.09	2309.90.14	Essential oil or combination of essential oils (feed grade)
95	23.09	2309.90.19	Other
96	26.01	2601.11.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Non-agglomerated
97	26.01	2601.12.00	Iron ores and concentrates, other than

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			roasted iron pyrites: Agglomerated
98	26.01	2601.20.00	Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites: Roasted iron pyrite
99	28.21	2821.10.00	Iron oxides and hydroxides
10	28.33	2833.21.00	Other sulphates: Of magnesium
10	28.33	2833.29.10	Zinc sulphate
10	28.4	2840.19.00	Disodium tetraborate (refined borax): Other
10	30.02	3002.41.00	Vaccines for human medicine]
10	30.06	3006.60.00	Chemical contraceptive preparations based on hormones on other products of heading 29.37 or on spermicides:
10	31.01	3101.00.00	Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilisers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products.
10	31.02	3102.10.00	Urea, whether or not in aqueous solution
10	31.02	3102.29.00	Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate: Other
10	31.02	3102.30.00	Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solution
10	31.02	3102.40.00	Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances
11	31.02	3102.50.00	Sodium nitrate
11	31.02	3102.60.00	Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate
11	31.02	3102.80.00	Mixtures of urea and ammonium

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			nitrate in aqueous or ammoniacal solution
11	31.02	3102.90.00	Other including mixtures not specified in the foregoing sub- headings
11	31.03	3103.11.10	Superphosphates: Containing by weight 35% or more of diphosphorus pentaoxide (P2O5): Triple superphosphates
11	31.03	3103.90.00	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. -Other
11	31.04	3104.20.00	Potassium chloride
11	31.05	3105.10.00	Goods of Chapter 31 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩ in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg
11	31.05	3105.20.00	Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium
11	31.05	3105.59.00	Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus: Other
12	31.05	3105.60.00	Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements phosphorus and potassium
12	31.05	3105.90.00	Other
12	39.07	3907.61.10	Poly (ethylene terephthalate) : Having a viscosity number of 78 ml/g or higher-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
12	39.07	3907.61.90	Poly (ethylene terephthalate): Having

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			a viscosity number of 78 ml/g or higher-Other
124	39.07	3907.69.10	Poly (ethylene terephthalate): Other-Imported by VAT registered textile yarn manufacturer
125	Chapter 47 of First Schedule of কাস্টমস আইন, ২০২৩	All H.S code	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard
126	49.02	All H.S code	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material.
127	52.01	5201.00.00	Cotton, not carded or combed
128	52.02	5202.99.90	Other
129	52.03	5203.00.00	Cotton, carded or combed
130	55.01	5501.30.10	Acrylic or modacrylic: Imported by VAT registered synthetic staple fibre manufacturer
131	55.03	5503.11.00	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning. Of nylon or other polyamides: Of aramids
132	55.03	5503.20.00	Of polyesters
133	55.03	5503.30.00	Acrylic or modacrylic
134	55.03	5503.40.00	Of polypropylene
135	55.04	All H.S code	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning
136	55.05	All H.S	Waste (including noils, yarn waste

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
		code	and garneted stock) of man- made fibres.
13	55.06	5506.10.00	Of nylon or other polyamides
13	55.06	5506.20.00	Of polyesters
13	55.06	5506.30.00	Acrylic or modacrylic
14	55.06	5506.90.00	Other
14	55.07	5507.00.00	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
14	71.02	7102.21.00	Unworked or simply sawn, cleaved or bruted
14	7108	7108.12.10	Gold dores imported by Industrial IRC holder VAT compliant gold refinery
14	7108	7108.12.90	Other
14	71.08	7108.13.00	Other semi-manufactured forms]
14	84.07	8407.10.00	Aircraft Engine
14	84.07	8407.90.90	Other
14	84.08	8408.90.90	Other
14	84.21	8421.29.20	Haemodialyser (Artificial Kidney)
15	84.43	8443.32.10	Computer printer
15	84.43	8443.99.10	Toner cartridge/Inkjet cartridge for Computer Printer
15	84.43	8443.99.20	Other parts for Computer Printer
15	84.73	8473.30.00	Parts and accessories of the machines of heading No.84.71 of FIRST SCHEDULE of কাস্টমস আইন, ২০২৩
15	85.17	8517.62.10	Transmitting and receiving apparatus
15	85.17	8517.62.20	Telephonic or telegraphic switching apparatus
15	85.17	8517.62.30	Modem; Ethernet interface card; network switch; hub; router
15	85.23	8523.29.12	Database; operating systems;

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			development tools; productivity; communication or collaboration software
158	85.23	8523.29.90	Other
159	85.23	8523.49.21	Database; operating systems; development tools; productivity; communication or collaboration software
160	85.23	8523.49.90	Other
161	85.23	8523.51.10	Flash memory card or similar media
162	85.23	8523.59.10	Proximity Cards and tags
163	85.25	8525.50.90	Transmission apparatus: Other
164	85.25	8525.60.90	Transmission apparatus incorporating reception apparatus: Other
165	85.28	8528.42.00	Cathode-ray tube monitors: Capable of directly connecting to and designed for use with an automatic data processing machine of heading 84.71
166	85.28	8528.52.10	Computer monitor size not exceeding 22 inch
167	87.02	8702.90.11	Built-up, Double Decker bus: Using CNG/LPG/LNG as fuel
168	87.13	8713.10.00	Carriages for disabled persons- Not mechanically propelled
169	87.13	8713.90.00	Wheel Chair
170	88.02	8802.20.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg
171	88.02	8802.30.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but not exceeding 15,000 kg
172	88.02	8802.40.00	Aeroplanes and other aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
17	90.18	9018.90.20	Hemo dialysis machine/Baby incubator/ Baby warmer
17	90.18	9018.90.30	Angiographic catheter, guide catheter, guide wire, introducer sheath, PTCA dilatation chatherter, balloons, stents
17	90.21	9021.29.00	Artificial teeth and dental fittings: Other
17	90.21	9021.31.00	Other artificial parts of the body: Artificial joints
17	90.21	9021.39.00	Other artificial parts of the body: Other
17	90.21	9021.40.00	Hearing aids, excluding parts and accessories
17	91.01	9101.19.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.01	9101.29.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.01	9101.91.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.01	9101.99.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.02	9102.11.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.02	9102.19.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.02	9102.21.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.02	9102.29.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.02	9102.91.10	Specially designed for the use of the blind
18	91.02	9102.99.10	Specially designed for the use of the blind

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
189	96.12	9612.10.10	Ribbons: Computer printer ribbons
190	--	--	Double decker bus run by compressed natural gas (CNG) or any bus having a capacity of forty or more seats run by compressed natural gas (CNG) (H.S. Heading 87.02)
191	--	--	Capital machinery, not imported for commercial purpose.
192	--	--	Triple super phosphates, DAP fertilizer, MOP fertilizer and NPK fertilizer, ammonium sulfate, potassium sulfate, magnesium sulfate and solubor (boron)

(চ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৫ এ উল্লিখিত ভুটান থেকে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ০% (শূন্য শতাংশ) হারে:-

সারণী-৫

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	07.04	All H. S. Code	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
2.	07.08	All H. S. Code	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
3.	07.09	All H. S. Code	Other vegetables, fresh or chilled.
4.	08.05	0805.10.10	Oranges: Wrapped/canned upto 2.5 kg
5.	08.05	0805.10.90	Oranges: Other
6.	08.08	All H. S. Code	Apples, pears and quinces, fresh.

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
7.	09.04	0904.21.10	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,: dried or neither crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
8.	09.04	0904.21.90	Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta,: dried or neither crushed or ground: Other
9.	09.08	0908.31.10	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
10.	09.08	0908.31.90	Cardamoms: Neither Crushed or ground: Other
11.	09.08	0908.32.10	Cardamoms: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
12.	09.08	0908.32.90	Cardamoms : Crushed or ground: other
13.	09.10	0910.11.10	Ginger: Neither Crushed or ground: Wrapped/ canned upto 2.5 kg
14.	09.10	0910.11.90	Ginger: Neither Crushed or ground: Other
15.	09.10	0910.12.10	Ginger: Crushed or ground: Wrapped/canned upto 2.5 kg
16.	09.10	0910.12.90	Ginger: Crushed or ground: Other
17.	13.01	1301.90.00	Other
18.	20.09	All H. S. Code	Fruit or nut juices (including grape must and coconut water) and vegetable juices, unfermented not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
19.	25.16	2516.90.10	Boulder stone
20.	25.18	2518.10.00	Dolomite, not calcined or sintered
21.	25.18	2518.20.00	Calcined or sintered dolomite
22.	25.18	2518.30.00	Dolomite ramming mix
23.	25.20	2520.10.10	Gypsum; anhydrite: Gypsum, imported as fertilizer

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
24.	25.20	2520.10.90	Gypsum; anhydrite: Other
25.	25.21	2521.00.10	Imported by VAT registered lime or cement or calcium carbonate manufacturers
26.	25.21	2521.00.91	Boulder limestone
27.	25.21	2521.00.99	Other
28.	38.16	3816.00.90	Other
29.	44.03	All H.S code	Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.
30.	44.04	All H.S code	Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chip wood and the like.
31.	44.05	All H.S code	Wood wool; wood flour.
32.	72.02	7202.21.00	Ferro-silicon: Containing by weight more than 55% of silicon
33.	72.07	7207.19.00	Other:

(ছ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৬ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি-ধারী কোনো মূসক নিবন্ধিত উৎপাদক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ৩% (তিন শতাংশ) হারে:-

সারণী-৬

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	04.02	0402.10.91	Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%- other
2.	04.02	0402.21.91	In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding1.5%, not containing added sugar or other sweetening matter
3.	25.06	2506.10.00	Quartz
4.	25.06	2506.20.00	Quartzite
5.	25.07	2507.00.11	China clays
6.	25.08	2508.40.11	Ball clays
7.	25.08	2508.30.00	Fire clay
8.	25.17	2517.10.10	Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
9.	25.18	2518.10.00	Dolomite not calcined or sintered
10.	25.20	2520.20.00	Plasters
11.	25.21	2521.00.10	Limestone only used for cement manufacturing
12.	25.26	2526.20.00	Talc
13.	25.29	2529.10.00	Feldspar
14.	26.18	2618.00.00	Slag only used for cement manufacturing
15.	26.20	2620.99.10	Fly Ash only used for cement manufacturing
16.	27.04	2704.00.00	Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon
17.	28.18	2818.20.10	Aluminium oxide, other than artificial corundum
18.	28.35	2835.26.00	Other phosphates of calcium
19.	28.36	2836.50.00	Calcium carbonate
20.	28.39	2839.19.00	commercial alkali metal silicates of potassium
21.	32.07	3207.30.00	Liquid lustres and similar preparations
22.	32.07	3207.40.00	Glass frit and other glass, in the form of granules or flakes
23.	32.08	3208.20.91	Cover coat/medium

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
24.	35.06	3506.91.10	Elastic/construction glue
25.	48.04	4804.11.00	Kraftline- Unbleached
26.	48.11	4811.90.11	Melamine/Decalcomania Paper
27.	53.05	5305.00.10	Coco substrate; coco pellet; growing media
28.	72.08	7208.39.20	Hot rolled coil used only for CI sheet manufacturing
29.	76.01	7601.10.10	Aluminium ingot
30.	76.06	7606.11.10	Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm; Rectangular (including square); Of Aluminium, not alloyed
31.	76.06	7606.12.10	Of Aluminium, alloys
32.	76.07	7607.11.10	Aluminium foil (whether or not printed or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm; Rolled but not further worked
33.	76.07	7607.19.10	Aluminium foil lacquered
34.	76.07	7607.20.92	Co-polymer coated aluminium tape

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
35.	79.01	7901.11.90	Zink, Not Alloyed, >=99.99% Pure, Nes used only for CI sheet manufacturing

(জ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৭ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ১০% (দশ শতাংশ) হারে:-

সারণী- ৭

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	06.03	All H. S Code	Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
2.	06.04	All H. S Code	Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
3.	08.01	All H. S Code	Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried,

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			whether or not shelled or peeled.
4.	08. 02	All H. S Code	Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.
5.	08.03	All H. S Code	Bananas, including plantains, fresh or dried.
6.	08.04	All H. S Code	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.
7.	08.05	All H. S Code	Citrus fruit, fresh or dried.
8.	08.06	All H. S Code	Grapes, fresh or dried.
9.	08.07	All H. S Code	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh.
10.	08.08	All H. S Code	Apples, pears and quinces, fresh.
11.	08.09	All H. S Code	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.
12.	08.10	All H. S Code	Other fruit, fresh.
13.	08.11	All H. S Code	Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
14.	08.12	All H. S Code	Fruit and nuts, provisionally preserved, but unsuitable in

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			that state for immediate consumption.
15.	08.13	All H. S Code	Fruit, dried, other than that of Headings Nos. 08.01 to 08.06; Mixtures of nuts or dried fruits
16.	08.14	All H. S Code	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions.
17.	67.02	All H. S Code	Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit.

(ঝ) নিম্নবর্ণিত সারণী-৮ এ উল্লিখিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য মূল্যের উপর ২০% (বিশ শতাংশ) হারে:-

সারণী-৮

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	22.07	2207.10.00	Undenatured Ethyl Alcohol, Of Alcoholic Strength >=80% By Vol.
2.	22.07	2207.20.00	Ethyl Alcohol and Other Denatured Spirits Of Any Strength
3.	22.08	2208.20.00	Spirits From Distilled Grape Wine or Grape Marc

ক্রমিক নং	শিরোনাম	এইচ এস কোড	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
4.	22.08	2208.30.00	Whiskeys
5.	22.08	2208.40.00	Rum And Tafia
6.	22.08	2208.50.00	Gin And Geneva
7.	22.08	2208.60.00	Vodka
8.	22.08	2208.70.00	Liqueurs And Cordials
9.	22.08	2208.90.00	Other Spirituous Beverages, Nes
10.	33.08	3303.00.00	Perfumes And Toilet Waters

(২) যেইক্ষেত্রে এই বিধির অধীন উৎসে করের প্রযোজ্যতা রহিয়াছে, এইরূপ আমদানিকারক অথবা আমদানি হইতে আয়, কোনো আয়বর্ষে করমুক্ত হয় বা হ্রাসকৃত হারে করারোপযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আমদানিকারকের আবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য কোনো কর কর্তন ছাড়াই বা হ্রাসকৃত হারে উৎসে কর কর্তনের জন্য, যেইরূপ উপযুক্ত প্রতীয়মান হয়, সেইরূপে লিখিতভাবে সনদপত্র দিতে পারিবে।

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য" বলিতে বুঝাইবে কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৭ অনুযায়ী নির্ধারিত আমদানি পণ্যের মূল্য।

৯। **উৎসে কর্তনকৃত কর জমাদানের সময়সীমা।**-আইনের সপ্তম অংশের বিধান অনুসারে কর্তনকৃত অথবা সংগ্রহকৃত সকল অংক সরকারী কোষাগারে নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক জমা প্রদান করিতে হইবে:-

ক্রমিক নং	কর্তন ও সংগ্রহের সময়	সরকারী কোষাগারে জমাদানের তারিখ
(১)	(২)	(৩)
ক।	অর্থবৎসরের জুলাই থেকে মে মাসের যেকোনো কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের মাসের শেষে পরবর্তী ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে
খ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের ১ম থেকে ২০তম দিনের যে কোনো দিনের কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিনের পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে
গ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের অন্যান্য যেকোনো দিনের কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের পরবর্তী দিন
ঘ।	অর্থবৎসরের জুন মাসের শেষ কর্মদিবেসে কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে	কর্তন বা সংগ্রহের দিন]

১০। **উৎসে কর্তনকৃত বা সংগৃহীত কর পরিশোধের পদ্ধতি।**-এই আইনের অংশ ৭ এর আওতাধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিধি ৮ এ বর্ণিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত কর্তনকৃত অথবা সংগৃহীত কর এ-চালান বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১১। **কর কর্তন বা আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট জারী।**-(১) যেইক্ষেত্রে "চাকরি হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণীকরণযোগ্য প্রাপকের আয়, যাহা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত বেতন নয়, এর সূত্রে আইনের ধারা ১৪৫ এর অধীন কর কর্তনের আওতায় যে কোনো পরিমাণ পরিশোধ করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে তৎসংক্রান্ত সনদ তফসিল ২ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে ধারা ৮৬ ব্যতীত অন্য যে কোনো ধারার অধীন কর কর্তন করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ এর অধীন কর কর্তনের সনদ তফসিল ৩ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে অংশ ৭ এর অধীন যে কোনো পরিমাণ কর সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ এর অধীন কর সংগ্রহের সনদ তফসিল ৪ মোতাবেক প্রদান করিতে হইবে।

(৪) কর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর সরকারী কোষাগারে পরিশোধের এ-চালান এই বিধিতে বর্ণিত সনদ এর সাথে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) যেই মাসে কর্তন সম্পন্ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী মাসের ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে অথবা যেই ব্যক্তি হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহার করদায় নিষ্পন্ন করিতে উপযোগী হয় এইরূপ সময়ের মধ্যে কর্তন বা সংগ্রহ সংক্রান্ত সনদ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বিল অব এন্ট্রি, রেজিস্ট্রেশন দলিল, ব্যাংক বিবরণী, পরিশোধের দলিল অথবা কর্তন বা সংগ্রহ এর বিবরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সনদ হিসেবে গণ্য করা যাইবে।

(৭) "চাকরি হইতে আয়" খাতের অধীন উৎস হইতে কর্তনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৬) এর বিবরণী প্রযোজ্য হইবে না।

১২। **অব্যাহতি সনদের অকার্যকারিতা।**-যেইক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই মর্মে কোনো টেন্ডার বা পণ্য সরবরাহের চুক্তি বা এই বিধিমালার অধীন কর কর্তন প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেন যেখানে তৎকর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্রে উদ্ধৃত মূল্যে বা চুক্তিতে উল্লিখিত পণের অংকে উৎসে করের অংক অন্তর্ভুক্ত সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি কোনো কর অব্যাহতি সনদ উপস্থাপন করিলে উহার কার্যকারিতা থাকিবে না।

১৩। **কর ব্যতীত পরিশোধ এর ক্ষেত্রে গ্রস-আপ পূর্বক কর কর্তন বা সংগ্রহ।**-(১) যেইক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো কর ব্যতীত কোনো পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিগণিত অঙ্কের উপর প্রযোজ্য হারে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

গ = (১০০ × ক)/(১০০-খ), যেখানে-

গ = কর্তনের উদ্দেশ্যে পরিগণিত অঙ্ক,

ক = কর ব্যতীত পরিশোধ এর পরিমাণ,

খ = প্রযোজ্য করহার।

(২) যেইক্ষেত্রে, কর ব্যতীত পরিশোধের প্রাপক,

(ক) রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনে বাধ্য কিন্তু উহা উপস্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা

(খ) ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে পরিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছেন,

সেইক্ষেত্রে, উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত 'খ' আইনের অংশ ৭ এর বিধানানুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৩) এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "**কর ব্যতীত পরিশোধ**" অর্থ কোনো চুক্তি বা বন্দোবস্তের আওতায় উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ ব্যতিরেকে পরিশোধকারী কর্তৃক প্রাপকের বরাবর কোনো পরিশোধ।

১৪। **উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের সাধারণ বিধান।**-(১) ধারা ১১৯ এর ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ও আইনের অংশ ৭ এ ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই বিধিমালার অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের

প্রমাণ উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।

(২) ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই আইনের অংশ ৭ এর অধীন কর কর্তন বা সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যাহার নিকট হইতে কর কর্তন বা সংগ্রহ করা হইবে সেই ব্যক্তি চুক্তিমূল্য, বিল, ভাড়া, ফি, চার্জ, রেমুনারেশন, বেতনাদি বা অন্য কোনো অর্থ পরিশোধ তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বাবদ কোনো অর্থ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ না করিলে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের হার প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অধিক হইবে।

১৫। **উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল।**- আইনের এর ধারা ১৭৭ মোতাবেক তফসিল ১ এ বর্ণিত উৎসে কর এর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

তফসিল-১

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড www.nbr.gov.bd

উৎসে কর রিটার্ন

[বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য]

অংশ ১

মৌলিক তথ্যাদি

<table>
<tr><td>০১</td><td colspan="2">অর্থবর্ষ
২ ০ _ _ - _ _</td><td>০২</td><td>__________মাসের জন্য প্রযোজ্য</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td colspan="4">রিটার্ন দাখিলকারী ব্যক্তির নাম:</td></tr>
<tr><td rowspan="3">০৪</td><td colspan="4">ব্যক্তির মর্যাদা (একটি টিক দিন):</td></tr>
<tr><td>০৪ক</td><td>কোম্পানি</td><td>০৪খ</td><td>ব্যক্তি সংঘ ☐</td></tr>
<tr><td>০৪গ</td><td>ফার্ম</td><td>০৪ঘ</td><td>অন্যান্য ব্যক্তি ☐</td></tr>
<tr><td>০৫</td><td colspan="2">টিআইএন:</td><td>০৬</td><td>উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর:</td></tr>
<tr><td>০৭</td><td colspan="2">সার্কেল:</td><td>০৮</td><td>কর অঞ্চল:</td></tr>
<tr><td>০৯</td><td colspan="2">ঠিকানা:</td><td>১০</td><td>ফোন নং:</td></tr>
<tr><td>১১</td><td colspan="2">ফ্যাক্স:</td><td>১২</td><td>ইমেইল:</td></tr>
<tr><td>১৩</td><td colspan="4">মূল ব্যবসা (খাত):</td></tr>
<tr><td rowspan="3">১৪</td><td colspan="4">লিয়াজোঁ বা শাখা অফিস এর ক্ষেত্রে:</td></tr>
<tr><td>১৪ক</td><td colspan="3">মূল কোম্পানির নাম</td></tr>
<tr><td>১৪খ</td><td colspan="3">মূল কোম্পানির ট্যাক্স রেসিডেন্স</td></tr>
</table>

অংশ ২

উৎসে কর কর্তনের বিবরণ

১৫	উৎসে কর্তিত করের উৎস ও পরিমাণ					
	ক্রমিক নং	উৎস	ধারা	যাদের হতে উৎসে কর কর্তিত হয়েছে তাদের সংখ্যা	___ মাসে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ	___ মাস পর্যন্ত উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ
	(১)	চাকরি হইতে আয় **(সংযুক্ত তফসিল গ দেখুন)**	৮৬			
	(২)	অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ইত্যাদিতে প্রদত্ত অর্থ হইতে	৮৮			
	(৩)	ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে	৮৯			
	(৪)	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে **(সংযুক্ত তফসিল ক দেখুন)**	৯০			
	(৫)	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ	৯১			
	(৬)	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে	৯২			
	(৭)	অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত অর্থ হইতে	৯৩			
	(৮)	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হইতে	৯৪			
	(৯)	ট্রাভেল এজেন্ট এর নিকট হইতে	৯৫			

	(১০)	ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ হইতে	৯৬			
	(১১)	স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে পরিশোধিত অর্থ হইতে	৯৭			
	(১২)	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের উপর	৯৮			
	(১৩)	জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ হইতে	৯৯			
	(১৪)	বীমার কমিশনের অর্থ হইতে	১০০			
	(১৫)	সাধারণ বীমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি	১০১			
	(১৬)	সুদ হইতে **(সংযুক্ত তফসিল ঘ দেখুন)**	১০২			
	(১৭)	নিবাসী ব্যক্তিকে পরিশোধিত সুদ হইতে কর কর্তন	১০৪			
	(১৮)	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতে	১০৮			
	(১৯)	ভাড়া হইতে উৎসে কর	১০৯			
	(২০)	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য	১১০			
	(২১)	নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর	১১২			
	(২২)	পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে	১১৩			
	(২৩)	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন	১১৪			
	(২৪)	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারির (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন	১১৫			

	(২৫)	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক	১১৬			
	(২৬)	লভ্যাংশ হইতে **(সংযুক্ত তফসিল ঙ দেখুন)**	১১৭			
	(২৭)	লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয় হইতে	১১৮			
	(২৮)	অনিবাসীদের আয় হইতে উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহ **(সংযুক্ত তফসিল খ দেখুন)**	১১৯			
	(২৯)	রপ্তানি আয় হইতে কর সংগ্রহ	১২৩			
	(৩০)	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে	১২৪			
	(৩১)	সিগারেট উৎপাদনকারীদের হইতে কর	১২৯			
	(৩২)	কোনো নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা হইতে কর	১৩২			
	(৩৩)	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ	১৩৩			
	(৩৪)	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ	১৩৪			
	(৩৫)	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ	১৩৬			

অংশ ৩

উৎসে কর পরিশোধের বিবরণ

(প্রমাণাদি সংযুক্ত করুন)

১৬	উৎসে কর্তিত কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিবরণ		
	১৬ক	মোট উৎসে কর্তিত কর	৳
	১৬খ	সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান	৳
	১৬গ	অতিরিক্ত পরিশোধ বা ঘাটতি (যদি থাকে) ১৬এ-১৬বি	৳

১৭	উৎসে কর্তিত কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ (প্রয়োজনে লাইন যোগ করুন)				
	ক্রমিক নং	এ চালান নং	তারিখ	ব্যাংক	পরিমাণ ৳
	(১)				
	(২)				
	(৩)				
	(৪)				
	(৫)				
	(৬)				
	(৭)				
	(৮)				
	(৯)				
	(১০)				

	(১১)				
	(১২)				
	১৭এ	সরকারি কোষাগারে মোট জমা প্রদান			

অংশ ৪

সংযুক্তি এবং যাচাইকরণ

১৮	অন্যান্য বিবৃতি, নথি, ইত্যাদি সংযুক্ত করুন (তালিকা করুন)

১৯	প্রতিপাদন আমি...পিতা/স্বামী.................. .... ইউটিআইএন/টিআইএন: .... সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, (ক) এ রিটার্ন এবং বিবরণী ও সংযুক্ত প্রমাণাদিতে প্রদত্ত তথ্য আমার বিশ্বাস ও জানামতে সঠিক ও সম্পূর্ণ; (খ) আমি _______ হিসাবে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী এই রিটার্নে স্বাক্ষর করছি এবং আমি এই রিটার্নে স্বাক্ষর করিতে এবং এটি যাচাই করিতে সক্ষম	
	নাম	স্বাক্ষর
	পদবী	
	স্বাক্ষর এর তারিখ (দিন-মাস-বছর) [ ][ ] [ ][ ] [২][০][ ][ ]	স্বাক্ষর এর স্থান

<u>শুধুমাত্র দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য</u>

রিটার্ন জমার তথ্যাদি

জমা প্রদানের তারিখ (দিন-মাস-বছর)	কর অফিস এন্ট্রি নং
☐☐ ☐☐ ২ ০ ☐☐	☐☐☐☐☐☐

তফসিল ক

উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

টিআইএন	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর:
যেই অর্থবর্ষ এর রিটার্ন ২ ০ _ _ - _ _	মাস

ক্রমিক নং	উৎস (সেবা)	যাদের হতে উৎসে কর কর্তিত হয়েছে তাদের সংখ্যা	___মাসে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ
১	উপদেষ্টা বা পরামর্শক		
২	পেশাদার সেবা (professional service), কারিগরি সেবা ফি (technical services fee), বা কারিগরি সহায়তা ফি (technical know-how or technical assistance fee)		
৩	(ক) ক্যাটারিং; (খ) ক্লিনিং; (গ) সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি; (ঘ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; (ঙ) জনবল সরবরাহ; (চ) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; (ছ) জনসংযোগ; (জ) ইভেন্ট পরিচালনা; (ঝ) প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি পরিচালনা;		

	(ঞ) কুরিয়ার সার্ভিস (ট) প্যাকিং এবং শিফটিং (থ) একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা (১) কমিশন বা ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে		
৪	মিডিয়া ক্রয়ের এজেন্সি সেবা (১) কমিশন বা ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে		
৫	ইন্ডেন্টিং কমিশন		
৬	মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী		
৭	মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদানকারী		
৮	ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি		
৯	মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ		
১০	ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড		
১১	শিপিং এজেন্সি কমিশন		
১২	স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেটর/টার্মিনাল অপারেটর/শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর (১) কমিশন বা ফি এর উপরে (২) মোট বিল এর উপরে		
১৩	(১) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, ক্যারিয়িং সেবা এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা (২) রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়ার্কিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন		

	সরবরাহ সেবাসহ যেকোনো প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্লাটফর্ম		
১৪	বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিমিত্ত হুইলিং চার্জ		
১৫	ইন্টারনেট সেবা		
১৬	মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট, ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্সি বা চ্যানেল পার্টনার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন		
১৭	ফ্রেইট ফরওয়ার্ড এজেন্সির কমিশনের উপর		
১৮	ফ্রেইট ফরওয়ার্ড বাবদ পরিশোধিত কমিশনসহ বা কমিশন ব্যতিরেকে গ্রস বিলের উপর		
১৯	ক্রমিক নং ১ হইতে ১৮ বর্ণিত হয় নাই এইরূপ অন্য কোনো সেবা		
মোট			

নাম	স্বাক্ষর ও তারিখ

তফসিল খ

উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

টিআইএন:	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর:
যেই আয়বর্ষ এর রিটার্ন ২ ০ _ _ - _ _	মাস:

ক্রমিক নং	উৎস (সেবা)	যাদের হতে উৎসে কর কর্তিত হয়েছে তাদের সংখ্যা	___ মাসে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ
১	উপদেষ্টা বা পরামর্শক		
২	প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন		
৩	পেশাদার সেবা, কারিগরি সেবা ফি, বা কারিগরি সহায়তা ফি (professional service, technical services, technical know-how or technical assistance)		
৪	আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন		
৫	সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি		
৬	স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/ চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া		
৭	আইনি সেবা		
৮	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা		
৯	কমিশন		
১০	রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ		
১১	সুদ		

১২	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার		
১৪	বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং		
১৫	ধারা ২৫৯ এবং ধারা ২৬০ এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত নৌ পরিবহন বা বিমান পরিবহন		
১৬	কন্ট্রাক্টর, সাব-কন্ট্রাক্টর ও সাব-সাব-কন্ট্রাক্টর কর্তৃক ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রসেস বা কনভারশন, পূর্ত কাজ, নির্মাণ, প্রকৌশল বা সমজাতীয় অন্য কোনো কাজের জন্য সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে		
১৭	পণ্য সরবরাহ		
১৮	মূলধনি মুনাফা		
১৯	বীমা প্রিমিয়াম		
২০	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া		
২১	লভ্যাংশ- (১) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত হইলে (২) কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত হইলে		
২২	শিল্পী, গায়ক বা খেলোয়াড় কর্তৃক গৃহীত অর্থ		
২৩	বেতন বা পারিশ্রমিক		
২৪	পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং		

২৫	কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা		
২৬	জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি		
২৬	তেল বা গ্যাসক্ষেত্র এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা		
২৭	ব্যান্ডউইদ বাবদ পরিশোধ		
২৮	কুরিয়ার সার্ভিস		
২৯	অন্য কোনো পরিশোধ		
মোট			

নাম	স্বাক্ষর ও তারিখ

তফসিল গ

বেতন হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

যে কর্মচারীর কাছ থেকে কর কর্তন করা হইয়াছে তার বিবরণ			
ক্রমিক নং	নাম	পদবী	টিআইএন
(১)	(২)	(৩)	(৪)

বেতন বিবরণ					
মূল বেতন	বোনাস, বকেয়া,	বাড়ি ভাড়া ভাতা	পরিবহন ভাতা	চিকিৎসা ভাতা	অন্যান্য ভাতা

	অগ্রিম, ছুটি, ওভারটাইম				
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

অ-নগদ সুবিধার মূল্য: বাসস্থান	অ-নগদ সুবিধার মূল্য: পরিবহন	অ-নগদ সুবিধার মূল্য: অন্যান্য	RPF/GF/PF-এ নিয়োগকর্তার অবদান	মোট	উৎসে কর্তিত কর
(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)

২। উৎসে কর্তিত কর সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের বিবরণ

চালান নং	চালান তারিখ	ব্যাংক এর নাম	পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

সাক্ষর ও সীল
নাম:
পদবী:
তারিখ:

তফসিল ঘ

সুদ হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

প্রদানকারীর নাম

ক্রমিক নং	পরিশোধকারীর নাম	পরিশোধকারীর ঠিকানা	পরিশোধকারীর নিবাসী/ অনিবাসী	পরিশোধ এর তারিখ	সুদের পরিমাণ বা মোট	উৎসে কর্তিত করের পরিমা	মন্তব্য

					সুদের পরিমাণ	ণ, যদি থাকে	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

স্বাক্ষর............................

তারিখ..

পদবী..........................

তফসিল ঙ

লভ্যাংশ হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

নিবাসী/অনিবাসী শেয়ারহোল্ডার

ক্রমিক নং	শেয়ারহোল্ডারের নাম	শেয়ারহোল্ডারের ঠিকানা	ডিভিডেন্ড প্রদানের তারিখ	ডিভিডেন্ড প্রদানের প্রকৃতি (মধ্যবর্তী/চূড়ান্ত)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

শেয়ারহোল্ডারের অধীনে থাকা শেয়ারের সংখ্যা এবং বিবরণ	প্রদত্ত বা বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ	উক্ত লভ্যাংশ হইতে উৎসে কর্তনকৃত করের পরিমাণ	মন্তব্য
(৬)	(৭)	(৮)	(৯)

স্বাক্ষর..............................

তারিখ.................................

পদবী...........................

দ্রষ্টব্য: আবাসিক এবং অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডারদের জন্য পৃথক ফর্ম ব্যবহার করিতে হইবে।

তফসিল চ

বেতন পরিশোধের বিস্তারিত বিবরণ

(এই বিবরণী বৎসরে একবার দাখিল করিতে হইবে এবং কেবল সেপ্টেম্বর মাসে দাখিলকৃত রিটার্নের সহিত দাখিল করিতে হইবে)

আয়বর্ষ:

নিয়োগকর্তা	টিআইএন	উইথহোল্ডার শনাক্তকরণ নম্বর
ঠিকানা:	ফোন:	ই-মেইল:

অংশ ১

	যে কর্মচারীর নিকট হইতে কর কর্তন করা হয় তাহার বিবরণ		
ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন
(১)	(২)	(৩)	(৪)

বেতন আয়ের বিস্তারিত

মূল বেতন	বোনাস, বকেয়া, অগ্রীম, ছুটি নগদায়ন, ওভারটাইম	বাসা ভাড়া ভাতা	যাতায়াত ভাতা	চিকিৎসা ভাতা	অন্যান্য ভাতা
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

নগদ ব্যতিত অন্যান্য সুবিধাদি এর মূল্যমান: আবাসন	নগদ ব্যতিত অন্যান্য সুবিধাদি এর মূল্যমান: যাতায়াত	নগদ ব্যতিত অন্যান্য সুবিধাদি এর মূল্যমান: অন্যান্য	RPF/GF/PF এ নিয়োগকর্তার অবদান	অন্যান্য পরিশোধ	মোট
(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)

কর্তৃত কর	সরকারি কোষাগারে কর জমার পরিমাণ	মন্তব্য
(১৭)	(১৮)	(১৯)

অংশ ২

ক। টিআইএন না থাকা কর্মচারীদের যা পরিশোধ করা হইয়াছে

ক১	টিআইএন ছাড়া কর্মচারীর সংখ্যা	
ক২	কর্মচারীদের বেতন হিসাবে মোট অর্থপ্রদানের পরিমাণ	৳

ক৩	বারো-সংখ্যার টিআইএন নেই এমন কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থপ্রদানের মোট পরিমাণ	৳
ক৪	বারো-সংখ্যার টিআইএন নেই এমন কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থপ্রদানের পরিমাণ (শতাংশ) (ক৩÷ক২) X ১০০	

খ। বিদেশী কর্মীদের পরিশোধের পরিমাণ

খ১	বিদেশী কর্মীদের সংখ্যা	
খ২	বিদেশি কর্মচারীদের বেতন হিসাবে মোট অর্থ প্রদানের পরিমাণ	৳
খ৩	বিদেশি কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থ প্রদানের মোট পরিমাণ	৳
খ৪	বিদেশি কর্মচারীদের এই ধরনের অর্থ প্রদানের মোট পরিমাণ (শতাংশ) (খ৩÷খ২) X ১০০	

অংশ ৩

অংশ-১ এবং অংশ-২ এ উল্লেখ ছাড়া কর্মচারীদের কোন পরিশোধের বিশদ বিবরণ

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন	নগদ প্রদানের পরিমাণ	নগদ প্রদানের কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

পেনশন	গ্রাচুইটি	অন্যান্য অবসর উত্তর সুবিধা	RPF এর সুদ	৩২ ধারা অনুযায়ী চাকরি হইতে আয়
(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)

কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়	বিনিয়োগ কর রেয়াত	অনুমোদিত কর ক্রেডিট	মন্তব্য
(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)

আমি প্রত্যয়ন করছি যে-

ক। উপরোক্ত বিবৃতিতে কর্মচারীদের প্রদানকৃত মোট অর্থের একটি সম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে;

খ। বিবরণটি সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

স্বাক্ষর ও সীল

নাম ....

পদবী

স্বাক্ষরের তারিখ (দিন-মাস-বৎসর):

তফসিল-ছ

কর্মচারীদের রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিবরণী

(এই বিবরণী বৎসরে একবার দাখিল করিতে হইবে এবং কেবল এপ্রিল মাসে দাখিলকৃত রিটার্নের সহিত দাখিল করিতে হইবে)

আয়বর্ষ:

নিয়োগকর্তা:

টিআইএন:

ঠিকানা:

ক্রমিক নং	কর্মচারীর নাম	পদবী	টিআইএন
(১)	(২)	(৩)	(৪)

কর সার্কেল, কর অঞ্চল ইউনিট	রিটার্ন দাখিল এর তারিখ	রিটার্ন দাখিল সাপেক্ষে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিরিয়াল নম্বর	মন্তব্য
(৫)	(৬)	(৭)	(৮)

আমি প্রত্যয়ন করিতেছি যে-

ক) উপরলিখিত বিবরণীতে কর্মচারীদের একটি সম্পূর্ণ তালিকা এবং তাদের আয়ের রিটার্ন দাখিল করার বিষয়ে

বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে;

খ) বিবরণটি সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

স্বাক্ষর ও সীল

নাম........

পদবী

স্বাক্ষরের তারিখ (দিন-মাস-বৎসর):

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

www.nbr.gov.bd

উৎসে কর কর্তন রিটার্ন দাখিলের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র

(আলাদা কাগজে দাখিল করুন)

আয় বর্ষ ২ ০ _ _ - _ _	____মাসের জন্য প্রযোজ্য
ব্যক্তির নাম	
টিআইএন	উইথহোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর
সার্কেল	কর অঞ্চল
জমা প্রদানের তারিখ (দিন– মাস –বছর) _ _ _ _ ২ ০ _ _	কর অফিসের এন্ট্রি নং _ _ _ _ _ _
রিটার্ন গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীলমোহর	
স্বাক্ষরের তারিখ	কর অফিসের যোগাযোগের নম্বর

তফসিল ২

[বিধি ১১ (১) দ্রষ্টব্য]

"চাকরি হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণীকরণযোগ্য প্রাপকের আয়,

(যাহা সরকার কর্তৃক পরিশোধিত বেতন নহে)

হইতে উৎসে কর কর্তনের বা সংগ্রহের সনদপত্র

(১) যেই ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরূপ অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা:

(২) যেই মেয়াদের জন্য পরিশোধটি সম্পন্ন করা হইয়াছে:

(৩) কর্মচারীর নাম ও পদবী এবং TIN:

(৪) পরিশোধের বিস্তারিত বিবরণ (যেমন- মূল বেতন, বিবিধ ভাতা এবং অন্যান্য পরিশোধ):

(৫) প্রদত্ত সুবিধাদির মূল্য:

(৬) ধারা ৮৬ এর অধীন প্রয়োজনীয় কর কর্তনের পরিমাণ:

(৭) আয়, রেয়াত বা কর পরিগণনা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি:

(৮) উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ:

(৯) কর্তনকৃত কর সরকারী কোষাগারে জমা বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সারণীতে বিবরণাদি:

সারণী

ক্রমিক নং-	চালান নম্বর*	চালানের তারিখ	ব্যাংকের নাম	চালানে মোট টাকার পরিমাণ	সনদে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						
মোট:						
কথায়:						

* সনদ ইস্যুকারী ব্যক্তির নাম, পদবী এবং তারিখসহ স্বাক্ষর
* যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

তফসিল ৩

[বিধি ১১ (২) দ্রষ্টব্য]

বেতনাদি ব্যতীত হইতে উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

(সার্টিফিকেট ইস্যুকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা)

(অফিসের চিঠির শিরোনাম ব্যবহার করা যাইবে)

উৎসে কর কর্তনের/সংগ্রহের সনদপত্র

ক্রমিক নং তারিখ:

০১।	পরিশোধকারীর নাম	
০২।	পরিশোধকারীর ঠিকানা	
০৩।	পরিশোধকারীর TIN আছে কিনা?	হ্যাঁ ☐ না ☐
০৪।	১২ ডিজিটের TIN (যদি ৩নং ক্রমিকের উত্তর হ্যাঁ হয়)	
০৫।	কোনো সময়কালের জন্য পরিশোধ করা হইয়াছে [হইতে (তারিখ) - পর্যন্ত (তারিখ)]	

০৬. অর্থ পরিশোধ এবং কর কর্তনের বিবরণ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নং-	পরিশোধের তারিখ	পরিশোধের বিবরণ	ধারা	পরিশোধের পরিমাণ (টাঃ)	কর কর্তনের পরিমাণ (টাঃ)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						

০৭. উৎসে কর্তিত কর সরকারী কোষাগারে পরিশোধ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নং-	চালান নম্বর*	চালানের তারিখ	ব্যাংকের নাম	চালানে উল্লেখিত পরিমাণ (টাঃ)	অত্র সনদপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ (টাঃ)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						
মোট						
কথায়						

* যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি সঠিক এবং সম্পূর্ণ; এই মর্মে সত্যায়িত করুন।

সনদ পত্রটি ইস্যুকারী ব্যক্তির নাম: স্বাক্ষর এবং সিল

পদবী:

উইথহোল্ডার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর:

ফোন ও ই-মেইল: তারিখ:

তফসিল ৪

[বিধি ১১ (৩) দ্রষ্টব্য]

উৎসে কর কর্তনের বিস্তারিত

(সার্টিফিকেট ইস্যুকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা)

(অফিসের চিঠির শিরোনাম ব্যবহার করা যাইবে)

উৎসে কর কর্তনের/সংগ্রহের সনদপত্র

নং		তারিখ
০১.	যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর কর্তন করা হইয়াছে তাহার নাম	
০২.	ঠিকানা:	
০৩.	ব্যক্তির TIN আছে কিনা?	হ্যাঁ ☐ না ☐
০৪.	TIN (যদি ৩নং প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়)	

০৫. কর সংগ্রহের বিবরণসমূহ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নম্বর	সংগ্রহের তারিখ	কর সংগ্রহের বিবরণ	ধারা	কর সংগ্রহের পরিমাণ (টাঃ)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					
২।					
মোট-					

০৬. সংগৃহীত কর সরকারী কোষাগারে পরিশোধ (প্রয়োজন অনুযায়ী ছক সংযুক্ত করুন)

ক্রমিক নং-	চালান নম্বর*	চালানের তারিখ	ব্যাংকের নাম	চালানে উল্লেখিত মোট পরিমাণ (টাঃ)	সনদপত্রে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ (টাঃ)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।						
২।						
মোট-						
কথায়-						

* যদি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী অন্য কোনো মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে।

উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি সঠিক এবং সম্পূর্ণ, এই মর্মে সত্যায়িত করুন।

সনদপত্র ইস্যুকারী ব্যক্তির নাম: স্বাক্ষর এবং সিল

পদবী

উইথহোল্ডার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর

ফোন ও ই-মেইল: তারিখ:

১৬। **রহিতকরণ।―**

(১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) অনিষ্পন্ন কার্যধারা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

এ কে এম বদিউল আলম

সদস্য (করনীতি)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

পরিশিষ্ট-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারখি: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ২৪৮-আইন/আয়কর-৪২/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৪ এ নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত বিধিমালার-

(ক) বিধি ৩ এ উল্লিখিত সারণীর পরিবর্তে নিম্নরূপ সারণী প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"সারণী

ক্রমিক নং	বর্ণনা	হার
(১)	(২)	(৩)
১।	এমএস বিলেট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত এম এস স্ক্র্যাপের ক্ষেত্রে	০.৫%
২।	পেট্রোলিয়াম তেল এবং লুব্রিকেন্ট বিপণনে নিযুক্ত তেল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	০.৬%
৩।	পেট্রোলিয়াম তেল বিপণন কোম্পানির ফিলিং স্টেশন ব্যতীত অন্য কোনো ডিলার বা এজেন্ট কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	১%
৪।	ধান, চাল, গম, আলু, মাছ, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, মটর, ছোলা, মসুর, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভুট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্যতেল, চিনি, গোলমরিচ,	১%

	এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, খেজুর, তেজপাতা, পাট, তুলা এবং সুতা সরবরাহের ক্ষেত্রে	
৫।	সকল প্রকারের ফল সরবরাহের ক্ষেত্রে	২%
৬।	এমএস বিলেট ব্যতীত লৌহ বা লৌহ পণ্য, ফেরো অ্যালয় পণ্য, সিরামিক তৈজস পণ্য ও সিমেন্ট উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে	২%
৭।	তেলশোধন (oil refinery) কার্যক্রমে নিযুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে	২%
৮।	গ্যাস বিতরণে নিযুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে	২%
৯।	গ্যাস ট্রান্সমিশনে নিয়োজিত কোম্পানির ক্ষেত্রে	৩%
১০।	স্থানীয় পর্যায়ে নিজস্ব Vertical Continuous Vulcanization line রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক তৈয়ারকৃত ৩৩ কেভি হইতে ৫০০ কেভি Extra High Voltage Power Cable সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১১।	সরকার, সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সরকারের সংস্থা এবং এর সকল সংযুক্ত ও অধীনস্থ অফিস ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে বই সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১২।	রিসাইকেল্ড সিসা সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৩।	শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে	৩%
১৪।	ক। সারণী ক্রমিক নং ১ হইতে ১২তে বর্ণিত হয় নাই এমন সকল পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে- খ। ধারা ৮৯ এ উল্লিখিত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে-	৫%

”;

(খ) বিধি ৬ এর-

(অ) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত “(a), (aa), (aaa),” বন্ধনীগুলি, বর্ণগুলি ও কমাগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) উপ-বিধি (৫) এর-

(i) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(চ) পণ বা পণের বিকল্প কোনো সুবিধাবিহীন দলিল, যেমন: দান, উইল, অছিয়ত বা এওয়াজ অথবা বিনিময় দলিল নিবন্ধন।";

(ii) দফা (ছ) বিলুপ্ত হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই ২০২৪ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

এ কে এম বদিউল আলম
সদস্য (কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং ২৪৩-আইন/আয়কর-৩৭/২০২৪।— জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।—** (১) এই বিধিমালা আয়কর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।—** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন);

(খ) "আদালত" অর্থ আইনের ধারা ২৯৬ এর দফা (৪) এ সংজ্ঞায়িত সুপ্রীম কোর্ট;

(গ) "আবেদনকারী" অর্থ আইনের ধারা ২৯৮ এর অধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনকারী;

(ঘ) "আপিল কর্তৃপক্ষ" অর্থ যুগ্মকর কমিশনার (আপিল) বা অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কর কমিশনার (আপিল) বা কর আপিল ট্রাইব্যুনাল;

(ঙ) "কর নির্ধারণ" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২৬খ) এ সংজ্ঞায়িত কর নির্ধারণ;

(চ) "নিষ্পত্তিকৃত মামলা" অর্থ কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইয়াছে এইরূপ আয়কর মামলা;

(ছ) "বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি" অর্থ আইনের অংশ ২০ এর তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি;

(জ) "বিচারাধীন মামলা" অর্থ যুগ্মকর কমিশনার (আপিল) বা অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কর কমিশনার (আপিল) বা কর আপিল ট্রাইব্যুনাল বা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে আপিল দায়ের করা হইয়াছে যাহা নিষ্পত্তি হয় নাই এইরূপ বিচারাধীন আপিল মামলা;

(ঝ) “বিভাগীয় প্রতিনিধি” অর্থ আইনের ধারা ২৯৯ এবং বিধি ৭ এর অধীন মনোনীত কোনো কর্মকর্তা;

(ঞ) “সহায়তাকারী” অর্থ আইনের ধারা ৩০০ এ উল্লিখিত এবং বিধি ১০ এর অধীন তালিকাভুক্ত সহায়তাকারী;

(ট) “বোর্ড” অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

(ঠ) “তফসিল” অর্থ এই বিধিমালার তফসিল।

৩। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদন দাখিলের সময়সীমা।—** আবেদনকারী কর্তৃক দাবিনামা (demand notice) প্রাপ্তির তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ বা আদালত কর্তৃক আবেদনের অনুমতি প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

৪। **আবেদন ফি।—** আবেদনকারীকে আবেদনের সহিত প্রতি করবর্ষের আবেদনের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা ফি প্রদান করিতে হইবে।

৫। **আবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ।—** বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) উপকর কমিশনার কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত বা পুনঃনিষ্পত্তিকৃত আদেশের বিরুদ্ধে যদি আপিল দায়ের না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ আবেদনকারীর আপিল অধিক্ষেত্র যে কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত সেই কর্তৃপক্ষের নিকট;

(খ) যুগ্মকর কমিশনার (আপিল) বা অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কর কমিশনার (আপিল) এর নিকট আপিল বিচারাধীন থাকিলে

সংশ্লিষ্ট যুগ্মকর কমিশনার (আপিল) বা অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কর কমিশনার (আপিল) এর নিকট;

(গ) কর আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল বিচারাধীন থাকিলে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চের রেজিস্ট্রার/উপ রেজিস্ট্রার/সহকারী রেজিস্ট্রার এর নিকট; এবং

(ঘ) বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগ এর অনুমতি লাভের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর দ্বিতীয় সচিব (ট্যাক্সেস লিগ্যাল) এর নিকট।

৬। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন।— (১) আবেদনকারীর আবেদন ৫ প্রস্থে তফসিল-১ এ উল্লিখিত ফরমে প্রতি প্রস্থ ফরম এর সাথে আবেদনের ফি প্রদানের ট্রেজারি চালান এর কপি এবং আবেদনের স্বপক্ষে প্রমাণাদিসহ দাখিল করিতে হইবে।

(২) বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ বা আদালতের অনুমতির কপি আবেদনের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(৩) আবেদন ফরম ও প্রতিপাদন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা:—

(ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individuals) এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি;

(খ) ফার্মের ক্ষেত্রে যে কোনো অংশীদার;

(গ) ব্যক্তিসংঘের ক্ষেত্রে উহার প্রধান নির্বাহী; এবং

(ঘ) কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার মুখ্য কর্মকর্তা (Principal Officer)।

(৪) আবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনটি গ্রহণ করিয়া আবেদন ফরমের একটি কপি নথিতে ধারাবাহিকভাবে গ্রহণের তারিখের ক্রমানুসারে সংরক্ষণ করিবে এবং অতঃপর গ্রহণের তারিখ উল্লেখপূর্বক অফিসের সিল ও অনুস্বাক্ষর প্রদানপূর্বক তফসিল-২ এ বর্ণিত ফরমে আবেদনকারীকে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রদান করিবে।

(৫) আবেদনগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ আবেদন গ্রহণের পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে ৩ (তিন) সেট আবেদন, সংযোজনীসমূহ এবং তফসিল-৩ এ উল্লিখিত অগ্রায়নপত্রসহ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর বোর্ড আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি তফসিল-৪ অনুসারে প্রস্তুতকৃত একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৭) বোর্ড প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তির জন্য বিধি ১০ এর অধীন প্রস্তুতকৃত সহায়তাকারীর তালিকা হইতে একজন সহায়তাকারীকে মনোনয়ন প্রদানপূর্বক আবেদনকারী, সহায়তাকারী এবং সংশ্লিষ্ট কর কমিশনারকে তফসিল-৮ এ বর্ণিত ফরমে ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করিবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট তফসিল-৪ অনুসারে প্রস্তুতকৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন অবহিত করিবার পর ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে বোর্ড আবেদনের একটি কপি নথিতে সংরক্ষণপূর্বক উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার ও অপর একটি কপি সহায়তাকারীর নিকট প্রেরণ করিবে।

(৯) বোর্ড বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ফলাফল (মতৈক্য বা মতানৈক্য) তফসিল-৪ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

৭। কর কমিশনারের করণীয়।—কর কমিশনার বোর্ড হইতে আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার অধীন উপকর কমিশনারের নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তাকে তফসিল-৫ অনুসারে কর বিভাগের বিভাগীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করিবেন এবং উহার একটি কপি আবেদনকারী ও সহায়তাকারীকে অবগতির জন্য প্রেরণ করিবেন।

৮। বিচারাধীন মামলার অনুমতি।— (১) যুগ্মকর কমিশনার (আপিল) বা অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল) বা কর কমিশনার (আপিল) এর নিকট আপিল বিচারাধীন থাকিলে, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তফসিল-৬ এ বর্ণিত ফরমে অনুমতির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ৩ (তিন) কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদান করিবে এবং তফসিল-৭ এ বর্ণিত ফরমে উক্ত অনুমতির আদেশ আবেদনকারীকে প্রদান করিবে।

(৩) কর আপিল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রার বা উপ-রেজিস্ট্রার বা সহকারী রেজিস্ট্রার এর নিকট তফসিল-৬ এ বর্ণিত ফরমে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্ত অনুমতির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন অনুমতি প্রার্থনার ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর আপিল ট্রাইব্যুনাল অনুমতির আদেশ প্রদান করিবে এবং তফসিল-৭ এ বর্ণিত ফরমে উক্ত আদেশের অনুমতিপত্র আবেদনকারীকে প্রদান করিবে।

(৫) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোর্টের অনুমতির জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

৯। সহায়তাকারীর বিরুদ্ধে আপত্তি।— (১) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৭) এর অধীন মনোনীত কোন সহায়তাকারীর বিরুদ্ধে আবেদনকারী অথবা সংশ্লিষ্ট কর বিভাগের বিভাগীয় প্রতিনিধির যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ বা আপত্তি থাকিলে তদমর্মে বোর্ড এর নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ বা আপত্তি বোর্ড ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনবোধে উক্ত সহায়তাকারীকে পরিবর্তন করিতে অথবা তালিকা হইতে বাদ দিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন সহায়তাকারী পরিবর্তন করা হইলে সহায়তাকারীর তালিকা হইতে অন্য একজনকে সহায়তাকারী হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিতে হইবে।

১০। সহায়তাকারীর যোগ্যতা, নিয়োগ এবং তালিকা।— (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বোর্ড নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে সহায়তাকারীর একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে, যথা:—

(ক) আয়কর বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ যুগ্মকর কমিশনারের নিম্নে নহেন এইরূপ অবসরপ্রাপ্ত কোনো আয়কর কর্মকর্তা;

(খ) জেলা ও দায়রা জজ এর নিম্নে নহেন এইরূপ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(গ) আয়কর বিষয়ে অন্যূন ২০ (বিশ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনের ধারা ৩২৭ এর উপ-ধারা (৩) এ সংজ্ঞায়িত কর আইনজীবী।

(২) বোর্ড প্রতি ৬ (ছয়) মাস পর পর সহায়তাকারীগণের প্রত্যেকের কর্মতৎপরতা পর্যালোচনাপূর্বক উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা সংশোধন করিতে পারিবে।

১১। সহায়তাকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।— (১) সহায়তাকারী আবেদনকারী ও বিভাগীয় প্রতিনিধির সাথে আলোচনাক্রমে বিবেচ্য বিরোধের—

(ক) নিষ্পত্তির বা সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু (Issues for Resolution) নির্ধারণ করিবেন;

(খ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় অনুসৃতব্য পদ্ধতি, কৌশল বা কাঠামো নির্ধারণ করিবেন;

(গ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভার স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিবেন এবং তফসিল-১১ এ বর্ণিত ফরমে আবেদনকারী ও বিভাগীয় প্রতিনিধিকে নোটিশ প্রদান করিবেন; এবং

(ঘ) উভয় পক্ষকে সময় উল্লেখসহ প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল করিবার জন্য লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) সহায়তাকারী বোর্ড হইতে আবেদন প্রাপ্তির পর বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে মতামতসহ তফসিল-৯ এ বর্ণিত ফরমে আবেদনের শর্তসমূহ পালিত হইয়াছে কিনা সেই সম্পর্কে তথ্য প্রেরণের জন্য উপকর কমিশনারকে অনুরোধ জানাইবেন।

(৩) সহায়তাকারী উপ-বিধি (২) এর অধীন চাহিত তথ্য পাওয়া না গেলে শর্তসমূহ পালিত হইয়াছে ও বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে উপকর কমিশনার এর কোনো মতামত নাই বলিয়া গণ্য করিবেন।

(৪) সহায়তাকারী তফসিল-১০ এ বর্ণিত ফরমে পত্র দ্বারা উপকর কমিশনারের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট আয়কর নথিটি তলব করিতে পারিবেন।

(৫) সহায়তাকারী প্রয়োজনবোধে আবেদনকারী এবং বিভাগীয় প্রতিনিধিকে বিরোধীয় বিষয়ে আইনানুগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পৌঁছাইতে উভয়পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে পারিবেন।

(৬) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি চলমান থাকা অবস্থায় আবেদনকারী, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, আইনসংগত বা যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে অসহযোগিতা (cognizable non-cooperation) করিলে বা নির্ধারিত তারিখে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে কিংবা আইনসংগত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে, সহায়তাকারী কোনো প্রকার নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে চলমান বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া বাতিল করিতে পারিবেন।

(৭) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় বিরোধীয় বিষয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হইলে, সহায়তাকারী তফসিল-১২ এ বর্ণিত ফরমে মতৈক্যের শর্ত সংবলিত (Terms of Agreement) একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিবেন এবং সহায়তাকারীসহ উভয়পক্ষ উক্তরূপ লিপিবদ্ধকৃত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন স্বাক্ষর করা হইলে সহায়তাকারী উক্ত চুক্তিপত্রের একটি করিয়া অনুলিপি আবেদনকারী, বোর্ড, কর কমিশনার ও উপকর কমিশনারের নিকট তফসিল-১৩ অনুযায়ী প্রেরণ করিবেন।

(৯) বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে উভয়পক্ষের মধ্যে মতৈক্য না হইলে সহায়তাকারী উহার কারণসমূহ তফসিল-১৪ অনুযায়ী উভয়পক্ষের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক আবেদনকারী, সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ, আদালত, কর কমিশনার ও বোর্ড এর নিকট ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

(১০) উভয়পক্ষের মধ্যে মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহায়তাকারী বিরোধ নিষ্পত্তির ভিত্তিতে পাওনা অর্থ আদায়, পরিশোধ এবং ফেরত প্রদানের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

১২। সহায়তাকারীর আচরণ বিধি।— সহায়তাকারীর আচরণ বিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সহায়তাকারী সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত দায়িত্ব পালন করিবেন;

(খ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকালে সহায়তাকারী স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কার্য সম্পাদন করিবেন;

(গ) সহায়তাকারী আবেদন বহির্ভূত কোন বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(ঘ) সহায়তাকারী বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় মতৈক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আবেদনকারী বিভাগীয় প্রতিনিধিকে সহায়তা করিবেন;

(ঙ) সহায়তাকারী উভয়পক্ষের সম্মতিতে বিরোধীয় বিষয়ে কারিগরী বা পেশাগত জ্ঞান রহিয়াছে এইরূপ কোন ব্যক্তির সহায়তা বা পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(চ) সহায়তাকারী অবশ্যই আইনের আইনের ধারা ৩০৪ এর উপ-ধারা (৮) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করিবেন;

(ছ) গোপনীয়তা (Confidentiality):

(১) বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তাকারীর নিকট কোন পক্ষ কতৃর্ক প্রকাশিত তথ্য সহায়তাকারী গোপন রাখিবেন এবং

সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের অনুমতি ব্যতীত উক্তরূপ সরবরাহকৃত তথ্য প্রকাশ করিতে পারিবেন না;

(২) বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার আওতায় সকল কার্যক্রম, দলিলাদি ও ফলাফল গোপন রাখিতে হইবে, তবে কেবলমাত্র অন্য কোন আইনের অধীনে অথবা উভয়পক্ষের সম্মতিতে এতদ্সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা যাইবে।

১৩। **স্বার্থের দ্বন্দ্ব**।— (১) সহায়তাকারী তাহার নিকট কোনো বিকল্প বিরোধ প্রক্রিয়া নিষ্পন্নাধীন থাকা অবস্থায় ন্যায়বিচার প্রভাবিত হইতে পারে বলিয়া মনে করিলে অথবা তিনি কোন বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে ইচ্ছুক না হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিরোধীয় বিষয়টি ফেরত প্রদান করিবেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে উহা সংশ্লিষ্ট পক্ষকেও লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) বিরোধীয় বিষয়ে মনোনীত সহায়তাকারীর নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট বিরোধীয় বিষয়ে তাহার স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে অথবা বিরোধ নিষ্পত্তিতে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হইতে পারে, সেক্ষেত্রে সহায়তাকারী তাহার মনোনয়নে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবেন এবং লিখিতভাবে বোর্ড ও আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৩) কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া শুরু হইবার পর সহায়তাকারীর অনুরোধের প্রেক্ষিতে অথবা উভয়পক্ষের সম্মতিতে বোর্ড সহায়তাকারীকে প্রত্যাহার এবং নূতন সহায়তাকারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন।

১৪। **সহায়তাকারীর ফিস**।— (১) আইন ও এই বিধিমালার অধীন কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মনোনীত সহায়তাকারীকে বিরোধীয় করের ১০% তবে অনধিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং অন্যূন ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা হারে ফিস প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ফিসের ৫০% সরকার বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং ৫০% আবেদনকারী প্রদান করিবেন।

(৩) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া ও এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পর ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সহায়তাকারীকে এই বিধি অনুযায়ী ফিস প্রদান করা হইবে।

১৫। **বিভাগীয় প্রতিনিধির দায়িত্ব ও কর্তব্য**।— (১) বিভাগীয় প্রতিনিধি সহায়তাকারী কর্তৃক প্রদত্ত নোটিশে বর্ণিত তারিখ ও সময়ে সভায় উপস্থিত থাকিবেন।

(২) বিভাগীয় প্রতিনিধি বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়াস চালাইবেন এবং আবেদনকারীর সহিত মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইলে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

১৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আয়কর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১২, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত বিধিমালার অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) অনিষ্পন্ন কার্যধারা এমনভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

তফসিল-১

[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদন এর ফরম

বরাবর

[যথা স্থানে টিক (√) চিহ্ন দিন]

যুগ্মকর কমিশনার (আপিল), আপিল রেঞ্জ -------, কর আপিল অঞ্চল-----------

অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল), আপিল রেঞ্জ -------, কর আপিল অঞ্চল------

কর কমিশনার (আপিল), কর আপিল অঞ্চল------

রেজিস্ট্রার কর আপিল ট্রাইবুনাল

উপ/সহকারী রেজিস্ট্রার, বেঞ্চ----------------, কর আপিল ট্রাইবুনাল

দ্বিতীয় সচিব (ট্যাক্সেস লিগ্যাল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বিষয়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদন।

বিবেচ্য করবর্ষ

আবেদনকারীর টিআইএন:

আবেদনকারীর পূর্ণ ঠিকানা ও টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর:

(ক) কর সার্কেলের নাম:

(খ) কর অঞ্চলের নাম:

বিবেচনাধীন বৎসরের দাবীনামা প্রাপ্তির তারিখ:

মামলা কোন আপিল কর্তৃপক্ষ বা কোর্টের বিচারাধীন থাকিলে ঐ আপিল কর্তৃপক্ষ বা কোর্ট কর্তৃক বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির অনুমতি প্রদানের তারিখ:

আবেদনের ভিত্তিসমূহ:

বিবেচনাধীন বিষয়	আয়কর রিটার্নে করদাতার ভাষ্য	আয়কর কর্তৃপক্ষের ঐ বিষয় নিরূপন বা পুনঃনিরূপণ এর অবস্থান	করদাতার দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি	সংযুক্তির বিবরণ

স্বাক্ষর/-

নাম:
টিআইএনঃ

প্রতিপাদন

আমি --------------------- আবেদনকারী, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সঠিক ও সত্য।

স্বাক্ষর/-

স্বাভাবিক ব্যক্তি/ফার্মের
অংশীদার/প্রধান

নির্বাহীমুখ্য কর্মকর্তা
এর/নাম:

টিআইএন:

দ্রষ্টব্য: (ক) আবেদন ৪ (চার) প্রস্থে করিতে হইবে;

(খ) প্রতি প্রস্থের সাথে আবেদন ফি পরিশোধের চালানের মূলকপিসহ অতিরিক্ত ০৩ (তিন) টি ফটোকপি;

(গ) সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের অনুকূলে সহায়তাকারীর সার্ভিস চার্জ পরিশোধের পে-অর্ডারের মূলকপিসহ অতিরিক্ত ০৩ (তিন) টি ফটোকপি;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ বা সুপ্রিম কোর্টের অনুমতির আদেশের সত্যায়িত ৪ (চার) কপি;

(ঙ) আবেদনের স্বপক্ষে প্রমাণাদি।

তফসিল-২
[বিধি ৬(৪) দ্রষ্টব্য]

আবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় প্রাপ্তি স্বীকার পত্র

ক্রমিক নং----------

তারিখ:......................

কর সার্কেল-----------------, কর অঞ্চল--------------- এর করদাতা--------------- (আবেদনকারীর নাম) টিআইএন------------------ ঠিকানা----------------------এর করবর্ষ--------------- এর জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন------------- তারিখে অত্র অফিসে দাখিল করা হইয়াছে।

স্বাক্ষর/-

আবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের
সীলমোহর

তফসিল-৩
[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৫) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন অগ্রায়ন পত্র

ক্রমিক নং---------- তারিখ: ....

দ্বিতীয় সচিব (কর আপিল)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বিষয়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন অগ্রায়ন।

কর সার্কেল----------------- কর অঞ্চল------------- এর করদাতা (আবেদনকারীর নাম) ----- --------------------------------টিআইএন-------------- ঠিকানা:--------------------করবর্ষ--- ------------ এর জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন------------------ তারিখে অত্র অফিসে দাখিল করিয়াছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৩ সেট আবেদন ও সংযুক্তি অগ্রায়ন করা হইল।

স্বাক্ষর/-

আবেদন গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের
সীলমোহর

সংযুক্তি:(ক) আবেদনকারী কর্তৃক পূরণকৃত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন ফরম ৩ (তিন) সেট;

(খ) প্রতি সেটের সাথে আবেদন ফি পরিশোধের চালানের মূলকপিসহ অতিরিক্ত ০৩ (তিন) টি ফটোকপি;
(গ) সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের অনুকূলে সহায়তাকারীর ফি পরিশোধের পে-অর্ডারের মূলকপিসহ অতিরিক্ত ০৩ (তিন) টি ফটোকপি;
(ঘ) সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষ বা সুপ্রিম কোর্টের অনুমতির আদেশের সত্যায়িত ৪ (চার) কপি;
(ঙ) আবেদনের স্বপক্ষে প্রমাণাদি।

তফসিল-৪

[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৬) ও (৭) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য রেজিস্টার

ক্রমিক নং	যে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন দাখিল করা হইয়াছে	ঐ স্থানে দাখিলের তারিখ	আবেদনকারীর নাম	টিআইএন	সার্কেলের নাম	কর অঞ্চলের নাম
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

সহায়তাকারীর নাম	সহায়তাকারীর মনোনয়নের তারিখ	সহায়তাকারীকে আবেদন প্রেরণের তারিখ	নিষ্পত্তির তারিখ	নিষ্পন্ন/আংশিক নিষ্পন্ন /অনিষ্পন্ন
(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)

তফসিল-৫

[বিধি ৭ দ্রষ্টব্য]

বিভাগীয় প্রতিনিধি মনোনয়ন

কর কমিশনার------------, কর অঞ্চল----------------

ক্রমিক নং---------- তারিখ:.......................

কর সার্কেল------------------- এর করদাতা------------------- টিআইএন------------------------ এর করবর্ষ এর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব--------------- পদবী-------কে কর বিভাগীয় প্রতিনিধি হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হইল।

স্বাক্ষর/-

কর কমিশনার
কর অঞ্চল

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। জনাব---------------------

সহায়তাকারী

২। করদাতার নাম:

ঠিকানা:

৩। দ্বিতীয় সচিব (ট্যাক্সেস লিগ্যাল)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

৪। উপ কর কমিশনার

সার্কেল----------

তফসিল-৬

[বিধি ৮ এর উপ-বিধি (১) ও (৩) দ্রষ্টব্য]

বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুমতির আবেদন ফরম

ক্রমিক নং----------

তারিখ:......................

বরাবর

[যথা স্থানে টিক (√) চিহ্ন দিন]

যুগ্মকর কমিশনার (আপিল), আপিল রেঞ্জ -------, কর আপীল অঞ্চল-----------

অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল), আপীল রেঞ্জ -------, কর আপীল অঞ্চল------

কর কমিশনার (আপিল), কর আপীল অঞ্চল------

রেজিস্ট্রার, কর আপিল ট্রাইবুনাল

উপ/সহকারী রেজিস্ট্রার, বেঞ্চ----------------, কর আপিল ট্রাইবুনাল

দ্বিতীয় সচিব (ট্যাক্সেস লিগ্যাল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বিষয়: বিচারাধীন মামলা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির অনুমতির জন্য আবেদন।

আমি (আবেদনকারীর নাম) ---------------- টিআইএন ---------------- ঠিকানা--------------- কর সার্কেল -------------------কর অঞ্চল ----------------- এর করদাতা। করবর্ষ ---------------- এর কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আমি -------------------- তারিখে আপিল দায়ের করিয়াছি।

আমি এক্ষণে --------------- করবর্ষের মামলা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মীমাংসা করিতে চাই।

অতএব, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন এর অনুমতি প্রদান ও আপিল কার্যক্রম স্থগিত করিবার জন্য আবেদন করিতেছি।

স্বাক্ষর/-

করদাতার নাম:

তফসিল-৭
[বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য]

বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধের মাধ্যমে নিষ্পত্তির অনুমতি প্রদান
(আপিল কর্তৃপক্ষ/কর আপিল ট্রাইব্যুনাল এর নাম)

ক্রমিক নং----------

তারিখ:......................

বিষয়: বিকল্প বিরোধের মাধ্যমে নিষ্পত্তির অনুমতি।

কর সার্কেল ---------------- কর অঞ্চল ------------- এর করদাতা (আবেদনকারীর নাম) ------------ টিআইএন -------------- এর ------------ তারিখের ----------- নং আবেদনের প্রেক্ষিতে আপীলাধীন করবর্ষের ------------ আপিল মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হইল ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুমতি প্রদান করা হইল।

স্বাক্ষর/-
(আপিল কর্তৃপক্ষ/কর আপিল ট্রাইব্যুনাল এর নাম)।

তফসিল-৮
[বিধি ৬ এর উপ-বিধি (৭) দ্রষ্টব্য]

সহায়তাকারীর মনোনয়ন অবহিতকরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

ক্রমিক নং---------- তারিখ:.......................

বিষয়: সহায়তাকারীর মনোনয়ন আদেশ।

কর সার্কেল -------------- কর অঞ্চল ------------ এর করদাতা (আবেদনকারীর নাম) -------------------- টিআইএন --------------- ঠিকানা ------------------ এর করবর্ষ ----------- এর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ----------------------- তারিখে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব --------------- কে সহায়তাকারী নিয়োগ প্রদান করা হইল।

এতদসংগে সহায়তাকারীকে ২(দুই) সেট আবেদন ও সংযোজনীর কপি অগ্রায়ন করা হইল।

সংলাগ: ২ (দুই) সেট আবেদন ও সংযোজনী।

স্বাক্ষর/-

দ্বিতীয় সচিব (কর আপিল)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। জনাব --------------, সহায়তাকারী।
২। কর কমিশনার, কর অঞ্চল ---------।
৩। আবেদনকারী নাম ও ঠিকানা।

তফসিল-৯
[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]

উপকর কমিশনারের নিকট মতামতসহ তথ্য চাওয়ার পত্র

ক্রমিক নং----------   তারিখ:......................

উপকর কমিশনার
কর সার্কেল:
কর অঞ্চল:

বিষয়: করদাতা --------------- টিআইএন------------- করবর্ষ --------------- এর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন এর ক্ষেত্রে মতামতসহ তথ্য প্রেরণ।

সূত্রে বর্ণিত করদাতার -------------- তারিখে দাখিলকৃত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির একসেট আবেদন এই সাথে সংযোজন করা হইল।

এ বিষয় সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল-

১। সংশ্লিষ্ট বিরোধের করবর্ষ এর আয়কর রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে কিনা?

২। স্বীকৃত করদায় পরিশোধ করা হইয়াছে কিনা?

৩। সংশ্লিষ্ট করবর্ষের নির্ধারিত/পুনঃনির্ধারিত দাবিনামা জারির তারিখ:

করবর্ষ	দাবিনামা জারির তারিখ

এতদ্ব্যতীত আবেদনে উত্থাপিত আবেদনের ভিত্তি সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর/-

সহায়তাকারী

তফসিল-১০

[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য]

উপকর কমিশনারের নিকট সহায়তাকারী কর্তৃক আবেদনকারীর রেকর্ড তলব পত্র

ক্রমিক নং---------- তারিখ:......................

উপকর কমিশনার
কর সার্কেল:
কর অঞ্চল:

বিষয়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন এর প্রেক্ষিতে আবেদনকারীর কর রেকর্ড প্রেরণ।

আপনার সার্কেলের করদাতা ------------------, টিআইএন -------------------করবর্ষ ---------------- এর জন্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন। এই বিষয় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তাঁহার আয়কর রেকর্ড নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর/-

সহায়তাকারীর নাম

তফসিল-১১

[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ মীমাংসার সভার নোটিশ

ক্রমিক নং---------- তারিখ:.......................

বিষয়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সভা।

কর সার্কেল---------------- কর অঞ্চল--------------- এর করদাতা (আবেদনকারীর নাম) ------------------টিআইএন---------------- ঠিকানা---------------- এর করবর্ষ-------------- এর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে------------- তারিখে আবেদন করিয়াছেন।

এ বিষয়ে একটি সভা----------তারিখে----------------ঘটিকায়----------- (স্থানের নাম) নির্ধারণ করা হইল।

উক্ত সভায় তথ্য প্রমাণসহ হাজির হওয়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর/-

সহায়তাকারী

১। কর কমিশনারের প্রতিনিধি:
২। আবেদনকারীর নাম:

৩। আবেদনকারীর ঠিকানা:

তফসিল-১২

[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৭) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির চুক্তিপত্র

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি নং

চুক্তির তারিখ:

আবেদনকারীর নাম: উপ কর কমিশনার

টিআইএন: কর সার্কেল-

ঠিকানা: কর অঞ্চল-

আবেদনকারী করবর্ষ ---------- এর কর নির্ধারণের বিরোধ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ---------- তারিখে আবেদন দাখিল করেন।

করবর্ষ

বিরোধীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত-সার

১।

২।

৩।

করবর্ষ

বিরোধীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত-সার

১।

২।

৩।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-------তারিখের আদেশে জনাব---------- কে এই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সহায়তারী মনোনীত করেন।

কর কমিশনার, কর অঞ্চল----------, জনাব ---------- পদবী ---------- কে কর বিভাগীয় প্রতিনিধি মনোনীত করেন।

আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত বিরোধসমূহের নিষ্পত্তিতে আবেদনকারী ও করদাতার প্রতিনিধি মতৈক্যে উপনীত হন-

১।

২।

৩।

উপকর কমিশনার মতৈক্যের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করিবেন

স্বাক্ষর/- (করদাতার নাম) টিআইএন	স্বাক্ষর/- নাম বিভাগীয় প্রতিনিধি

ঠিকানা

স্বাক্ষর/-

নাম

সহায়তাকারী

তফসিল-১৩

[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৮) দ্রষ্টব্য]

চুক্তিপত্র অগ্রায়ন পত্র

ক্রমিক নং---------- তারিখ:......................

০১	দ্বিতীয় সচিব (কর আপিল) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঢাকা।	(বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে) [যথাস্থানে টিক (√) চিহ্ন দিন]

০২	কর কমিশনার কর অঞ্চল-	☐	রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
০৩	উপ কর কমিশনার কর সার্কেল- কর অঞ্চল-	☐	রেজিস্ট্রার/উপ-রেজিস্ট্রার/সহকারী রেজিস্ট্রার,
০৪	আবেদনকারীর নাম টিআইএন ঠিকানা:	☐	কর আপিল ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ----------------
		☐	কর কমিশনার আপিল, কর আপিল অঞ্চল--------
		☐	অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল), আপীল রেঞ্জ-----, কর আপিল অঞ্চল-----------
		☐	যুগ্মকর কমিশনার (আপিল), আপীল রেঞ্জ----- , কর আপিল অঞ্চল-----------

বিষয়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অবহিতকরণ।

আবেদনকারী----------তারিখে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন করেছেন। সংশ্লিষ্ট পক্ষের আলোচনাক্রমে আংশিক/পূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তির মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

চুক্তির ১টি কপি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্সংগে প্রেরণ করা হইলো।

সংলাগ: চুক্তির কপি।

স্বাক্ষর/-

সহায়তাকারীর নাম

তফসিল-১৪

[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৯) দ্রষ্টব্য]

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি মতানৈক্য অবহিতকরণ

ক্রমিক নং----------

তারিখ:......................

০ দ্বিতীয় সচিব (কর আপিল) ☐ (বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে) [যথাস্থানে টিক (√) চিহ্ন দিন]

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা।

০ কর কমিশনার কর ☐ রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

অঞ্চল-

০ উপ কর কমিশনার ☐ রেজিস্ট্রার/উপ-রেজিস্ট্রার/সহকারী রেজিস্ট্রার,

কর সার্কেল-

কর অঞ্চল-

০ আবেদনকারীর নাম ☐ আয়কর আপিল ট্রাইব্যুনাল, বেঞ্চ----------------

টিআইএন

ঠিকানা:

☐ কর কমিশনার (আপিল), কর আপিল অঞ্চল---------

☐ অতিরিক্ত কর কমিশনার (আপিল),আপীল রেঞ্জ-----, কর আপীল

অঞ্চল-----------

☐ যুগ্মকর কমিশনার (আপিল),

আপিল রেঞ্জ----- , কর আপিল অঞ্চল-----------

বিষয়: বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মতানৈক্য অবহিতকরণ।

আবেদনকারী----------তারিখে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কারণে বিরোধ নিষ্পত্তি অসফল হইয়াছে [টিক (√) চিহ্ন দিন]:

☐ আবেদনকারী আলোচনায় উপস্থিত হন নাই।

☐ কর কমিশনারের প্রতিনিধি উপস্থিত হন নাই।

☐ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

স্বাক্ষর/-
সহায়তাকারীর নাম

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

এ কে এম বদিউল আলম
সদস্য (কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারখি: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস, আর, ও নং আইন-২৬৪/আয়কর-৩৮/২০২৪। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে, অতঃপর উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল বলিয়া উল্লিখিত, পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর তারিখ হইতে ১ম, ২য় ও ৩য় বৎসরের জন্য ১০০%, ৪র্থ বৎসরের জন্য ৮০%, ৫ম বৎসরের জন্য ৭০%, ৬ষ্ঠ বৎসরের জন্য ৬০%, ৭ম বৎসরের জন্য ৫০%, ৮ম বৎসরের জন্য ৪০%, ৯ম বৎসরের জন্য ৩০% এবং ১০ম বৎসরের জন্য ২০% হারে প্রদেয় আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

শর্তাবলি:

(ক) প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হবে, যথা:-

(অ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত নূতন কোম্পানি হইতে হইবে এবং বিদ্যমান কোনো কোম্পানির কোনো ইউনিট হইতে পারিবে না;

(আ) বিদ্যমান ব্যবসার পুনর্গঠন, মার্জার, ডিমার্জার এর ফলশ্রুত কোম্পানি হইতে পারিবে না;

(ই) ইতঃপূর্বে পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ কোনো মেশিন, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের কোনো শিল্প ইউনিট স্থাপনে ব্যবহার করা যাইবে না;

(ঈ) উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলের বাহিরে কোনো শিল্প ইউনিট পরিচালনা করিতে পারিবে না এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবস্থিত হইতে হইবে;

(উ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ট্রেডিং কোম্পানি হইতে পারিবে না;

(ঊ) বোর্ডের নিকট অব্যাহতির উপযুক্ত শিল্প হিসেবে পরিগণিত হইতে হইবে;

(খ) উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত যেসকল প্রতিষ্ঠান ভোজ্য তেল, চিনি, আটা, ময়দাসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন এবং সিমেন্ট, লোহা ও লৌহজাতীয় পণ্য উৎপাদন হইতে আয় প্রাপ্ত হয় সেসকল প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনের সুবিধা প্রাপ্য হইবে না;

(গ) প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হইবার বৎসর হইতে দশম বৎসর পর্যন্ত এই হ্রাসকৃত করহারের সুবিধা প্রাপ্য হইবে;

(ঘ) এই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কোনো শর্ত বা শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তৎকর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারিবে;

(ঙ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;

(চ) কোনো আয়বর্ষে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির উপর পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গের দায়ে জরিমানা আরোপ করা হইলে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এই প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত কর অব্যাহতি পাইবে না; এবং

(ছ) ৩০ জুন ২০৩৫ তারিখের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যসায়িক কার্যক্রম শুরু করিতে ব্যর্থ হইলে এই প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো প্রকার অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

ব্যাখ্যা: এই প্রজ্ঞাপনে “ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু” বলিতে উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠান যে তারিখে ব্যবসা হইতে আয় প্রাপ্ত হইবে বা অর্জন শুরু করিবে সেই তারিখকে বুঝাইবে।

২। এস, আর, ও নং ১০৪-আইন/আয়কর/২০২০, তারিখ: ২৫ মার্চ, ২০২০ ও এস, আর, ও নং ১৫৯-আইন/আয়কর-৩৪/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে, ২০২৪ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইলো এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রজ্ঞাপনের অধীন জাতীয়

রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহাদের ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ১ এর শর্তানুচ্ছেদ (ক) তে উল্লিখিত অনুমোদনের শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের ইউনিট যাহারা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করিয়াছে;

(খ) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প বা শিল্প ইউনিট স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাহারা ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারখি: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ২৪৫-আইন/আয়কর-৩৯।/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী ঘোষিত হাই-টেক পার্কে, অতঃপর উক্ত হাই-টেক পার্ক বলিয়া উল্লিখিত, পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত হাই-টেক পার্কে পরিচালিত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত আয়ের উপর ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরুর তারিখ হইতে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম বৎসরের জন্য ১০০% এবং ৮ম, ৯ম ও ১০ম বৎসরের জন্য ৭০% হারে প্রদেয় আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল:

শর্তাবলি:

(ক) প্রতিষ্ঠানটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হবে, যথা:-

- (অ) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত নূতন কোম্পানি হইতে হইবে এবং বিদ্যমান কোনো কোম্পানির কোনো ইউনিট হইতে পারিবে না;
- (আ) বিদ্যমান ব্যবসার পুনর্গঠন, মার্জার, ডিমার্জার এর ফলশ্রুত কোম্পানি হইতে পারিবে না;
- (ই) ইতঃপূর্বে পণ্য বা সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ কোনো মেশিন, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি উক্ত পার্কের কোনো শিল্প ইউনিট স্থাপনে ব্যবহার করা যাইবে না;
- (ঈ) উক্ত হাই-টেক পার্কের বাহিরে কোনো শিল্প ইউনিট পরিচালনা করিতে পারিবে না এবং সম্পূর্ণরূপে উক্ত পার্কে অবস্থিত হইতে হইবে;

(উ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা ট্রেডিং কোম্পানি হইতে পারিবে না;

(ঊ) বোর্ডের নিকট হাই-টেক শিল্প হিসেবে পরিগণিত হইতে হইবে;

(খ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;

(গ) প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হইবার বৎসর হইতে দশম বৎসর পর্যন্ত এই হ্রাসকৃত করহারের সুবিধা প্রাপ্য হইবে;

(ঘ) এই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত কোনো শর্ত বা শর্তাবলি পরিপালনে ব্যর্থ হইলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, তৎকর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করিতে পারিবে;

(ঙ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;

(চ) কোনো আয়বর্ষে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির উপর পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন ভঙ্গের দায়ে জরিমানা আরোপ করা হইলে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি এই প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত কর অব্যাহতি পাইবে না; এবং

(ছ) ৩০ জুন ২০৩৫ তারিখের মধ্যে কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যসায়িক কার্যক্রম শুরু করিতে ব্যর্থ হইলে এই প্রজ্ঞাপনের অধীন কোনো প্রকার অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

ব্যাখ্যা:- এই প্রজ্ঞাপনে "ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু" বলিতে হাই-টেক পার্কে প্রতিষ্ঠান যে তারিখে ব্যবসা হইতে আয় প্রাপ্ত হইবে বা অর্জন শুরু করিবে সেই তারিখকে বুঝাইবে।

২। এস, আর, ও নং ২২৮-আইন/২০১৫, তারিখ: ০৮ জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ ও এস, আর, ও নং ১৬০-আইন/আয়কর-৩৫/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইলো এবং উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রজ্ঞাপনের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহাদের ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ১ এর শর্তানুচ্ছেদ (ক) তে উল্লিখিত অনুমোদনের শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান যে সকল শর্তে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী হাই-টেক পার্ক হিসেবে ঘোষিত হইয়াছে এবং উহার সমর্থনে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন রহিয়াছে;

(খ) ৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠান যে সকল শর্তে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী ঘোষিত হাই-টেক পার্কে শিল্প বা শিল্প ইউনিট স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারখি: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ২৪৬-আইন/আয়কর-৪০/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এবং (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত প্রজ্ঞাপনসমূহের নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

(ক) এস, আর, ও নং ৩২৫-আইন/আয়কর/২০২১, তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ এর দফা ১ এর শর্তাংশ (ঙ) ও ব্যাখ্যা এতদ্বারা বিলোপ করিল; এবং

(খ) এস, আর, ও নং ১৫৮-আইন/আয়কর-৩৩/২০২৪, তারিখ: ২৯ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ রহিত করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ২৪৭-আইন/আয়কর-৪১/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এস, আর, ও নং -২০৮-আইন/আয়কর-০৩/২০২৩, তারিখ: ২৬ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ, অতঃপর উক্ত প্রজ্ঞাপন বলিয়া উল্লিখিত, এ নিম্নবর্ণিত সংশোধন করিল, যথা:—

উক্ত প্রজ্ঞাপনের অনুচ্ছেদ ২ এর পর নিম্নরূপ নূতন অনুচ্ছেদ ২ক ও ২খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"২ক। রহিত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং- ১৯৪-আইন/আয়কর/২০২৩ দ্বারা নিম্নবর্ণিত রহিত প্রজ্ঞাপনসমূহের অধীন যে সকল প্রতিষ্ঠান কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে সে সকল প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ সুবিধা উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে অব্যাহত থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং -২১১-আইন/আয়কর/২০১৩, তারিখ: ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ;

(খ) প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং -২১২-আইন/আয়কর/২০১৩, তারিখ: ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ; এবং

(গ) প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও নং -০৫-আইন/আয়কর/২০২০, তারিখ: ০৯ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

২খ। ৩০ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে সরকার যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত গ্যাস বা আর-এলএনজি ভিত্তিক কমবাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে কিন্তু উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করিতে সক্ষম হয় নাই উহারা বাণিজ্যিক উৎপাদনের বৎসর হইতে অনধিক ১০ (দশ) বৎসর নিম্নোক্তভাবে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবে, যথা:-

(ক) কোম্পানি কর্তৃক কেবল বিদ্যুৎ বিক্রয় হইতে অর্জিত আয় করমুক্ত থাকিবে;

(খ) কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের উপর প্রদেয় সুদের করমুক্ত থাকিবে; এবং

(গ) কোম্পানি কর্তৃক প্রদেয় royalties, technical know-how and technical assistance fees করমুক্ত থাকিবে।”।

২। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

সিনিয়র সচিব

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ০৫ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৩০৪-আইন/আয়কর-১৮/২০২৩।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের কেবল উক্ত শিল্প হইতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২০২৬ করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয়করের হার নিম্নরূপে হ্রাস করিয়া নির্ধারণ করিল, যথা:-

(ক) কোম্পানি করদাতার ক্ষেত্রে আয়করের হার হইবে ১০ (দশ) শতাংশ; এবং

(খ) কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে আয়করের সর্বোচ্চ হার হইবে ১০ (দশ) শতাংশ

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

পরিশিষ্ট-৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৩২৩-আইন/আয়কর-১৯/২০২৩।―জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, অনিবাসীর অনুকূলে উদ্ভূত ঋণের সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হইতে বিদেশে প্রেরণকালে উৎসে কর কর্তন হইতে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, এই প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে [৫][৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ] তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

শর্তাবলি:

(ক) উক্ত আইনের ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;

(খ) ঋণের সুদের অগ্রিম পরিশোধের ক্ষেত্রে এই কর অব্যাহতি প্রযোজ্য হইবে না; এবং

(গ) ঋণ গ্রহীতাকে উক্ত আইনের ধারা ১১৯ এর উপ-ধারা (২) মোতাবেক আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত ছকে প্রত্যয়নসহকারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে দাখিল করিতে হইবে:

ছক

ক্রমিক নং	যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুদ	যাহার নিকট সুদ বাবদ অর্থ প্রেরণ করা	যে বাবদ ঋণের	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

৫ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস.আর. ও নং ০১-আইন/আয়কর-২৩/২০২৩ তারিখ: ০৩ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ দ্বারা “২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ” সংখ্যাগুলি, শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

	পরিশোধ করা হইতেছে তাহার নাম ও টিআইএন নম্বর	হইতেছে তাহার নাম, নিবন্ধন নম্বর/নিগমন নম্বর, যেই দেশে নিবন্ধিত বা নিগমিত উহার নাম	অর্থ ব্যবহার করা হইয়াছে		
				আসল	সুদ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।					

প্রতিপাদন এবং স্বাক্ষর

আমি................ শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদন পত্রের সহিত সংযুক্ত তথ্য ও দলিলাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সঠিক ও সম্পূর্ণ।

তারিখ: প্রধান কর্মকর্তার স্বাক্ষর

০৩। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ০৩ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ০১-আইন/আয়কর-২৩/২০২৩।–জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩(২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-৩২৩-আইন/আয়কর-১৯/২০২৩ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপনের ক্ষমতাপ্রদান অংশে উল্লিখিত “২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ” সংখ্যাগুলি, কমা ও শব্দগুলির পরিবর্তে “৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ” সংখ্যাগুলি, কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

০২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ২৮ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও নং ৩২৪-আইন/আয়কর-২১/২০২৩।— জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য, তাজউদ্দীন আহমদ এন্ড সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন, অতঃপর উক্ত ফাউন্ডেশন বলিয়া উল্লিখিত, এর ব্যাংক সুদ হইতে অর্জিত আয় ব্যতীত গৃহীত দান ও অনুদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়কে, উক্ত আইন এর অধীন আরোপনীয় আয়কর প্রদান হইতে এতদ্দ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

শর্তাবলি:

(ক) উক্ত ফাউন্ডেশন-কে উক্ত আইন এর বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে; এবং

(খ) এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত দান ও অনুদান সম্পূর্ণভাবে উক্ত ফাউন্ডেশন এর জনকল্যানমূলক কাজে ব্যয় করিতে হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও নং ১৭-আইন/আয়কর-২৪/২০২৪/- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত সারণীর কলাম (১) এ উল্লিখিত উৎস হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে কলাম (২) এ উল্লিখিত ধারার অধীন উৎসে কর্তিত করের পরিমাণকে ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের জন্য চূড়ান্ত করদায় হিসেবে নির্ধারণ করিয়া উক্ত উৎস হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে উদ্ভূত অতিরিক্ত কোনো করদায় পরিশোধ হইতে এতদ্দ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:

সারণী

আয়ের উৎস	**যে ধারার অধীন উৎসে কর কর্তনযোগ্য**	**যে সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য**
(১)	(২)	(৩)
সম্পত্তি অধিগ্রহণ এর ক্ষতিপূরণ হইতে অর্জিত মূলধনি আয়	১১১	সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

পরিশিষ্ট-১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ৪ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৪৪-আইন/আয়কর-২৫/২০২৪।– জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত সকল প্রকার আয়ের উপর নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, আয়কর অব্যাহতি বা, ক্ষেত্রমত, হ্রাস করিয়া প্রদেয় করহার নিম্নবর্ণিতভাবে ধার্য করিল, যথা:-

(ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার কর্তৃক অর্জিত আয়ের ৫০% করমুক্ত থাকিবে;

(খ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের করহার ১২% হইবে; এবং

(গ) স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ব্যতীত অন্যান্য করদাতা কর্তৃক Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Certified কারখানায় উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর ১০%।

শর্তাবলি:

(ই) রপ্তানিকারককে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)-ধারী হইতে হইবে এবং উক্ত আইনের বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে;

(ঈ) কোনো আয়বর্ষে (income year) পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান লঙ্ঘনের দায়ে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থদণ্ড আরোপিত হইলে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে নিয়মিত হারে আয়কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় এবং ধার্যকৃত করহার উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, যথাক্রমে, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় এবং হ্রাসকৃত করহার বলিয়া গণ্য হইবে না।

৩। (ক) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার জন্য প্রযোজ্য করহার কোনো প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে হ্রাস করিয়া ১২% (বারো শতাংশ) এর নিম্নে ধার্য করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্ত করদাতা কর্তৃক পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর উক্তরূপ হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য হইবে;

(খ) যেক্ষেত্রে উক্ত আইনের কোনো বিধানের ফলে কোনো করদাতার জন্য প্রযোজ্য করহার আনুপাতিক হার প্রয়োগ করিয়া ১২% (বার শতাংশ) এর নিম্নে ধার্য হইবে সেইক্ষেত্রে উক্ত করদাতা কর্তৃক পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের উপর উক্তরূপ আনুপাতিক হারে হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য হইবে;

(খ) দফা (ক) ও (খ) এর ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্য রপ্তানি হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে এই প্রজ্ঞাপনের করহার প্রযোজ্য হইবে এবং কোনভাবেই উহাকে আর হ্রাস করা যাইবে না।

৪। উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে (ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১)-তে উল্লিখিত করহার × ক/১২)% অথবা (ধারা ১২৩ এর উপ-ধারা (১)-তে উল্লিখিত করহার × খ/১২)% নিয়মে পরিগণিত করহার প্রযোজ্য হইবে এবং সনদে উল্লেখ করিতে হইবে; যেখানে-

ক = এইরূপ করহার যা ১২% এর নিম্নে হয়; এবং

খ = (২৭.৫ × বিবেচ্য করবর্ষে করদাতার মোট রপ্তানি আয়ের যত শতাংশ করযোগ্য উক্ত শতাংশ)/১০০; যেইক্ষেত্রে করদাতা সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিবে, অথবা

খ = (৩০ × বিবেচ্য করবর্ষে করদাতার মোট রপ্তানি আয়ের যত শতাংশ করযোগ্য উক্ত শতাংশ)/১০০; যেইক্ষেত্রে করদাতা সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ছত্রিশ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিবে না।

৫। ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং-২১০-আইন/আয়কর-০৫/২০২৩ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

৬। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ৩০ জুন ২০২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

পরিশিষ্ট-১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৩ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৪৯-আইন/আয়কর-২৬/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিসমূহ কর্তৃক কেবল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যবস্থাপনা ফি বাবদ অর্জিত আয়ের উপর উদ্ভূত করের হার হ্রাস করিয়া ১৫%(পনের শতাংশ) ধার্য করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ও
সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৩ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৫০-আইন/আয়কর-২৭/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, যেকোনো রপ্তানিকারক কর্তৃক কেবল চামড়া বা চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে গৃহীত অর্থ হইতে উক্ত আইনের ধারা ১২৩ এর অধীন প্রদেয় উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাস করিয়া মোট রপ্তানি আয়ের ০.৫% (শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ) ধার্য করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ও
সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/ ১৩ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৫১-আইন/আয়কর-২৮/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বাহিরের কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গৃহীত যে কোনো প্রকারের গবেষণা অনুদান (research grants)-কে, নিম্নবর্ণিত শর্তে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মোট আয় পরিগণনা হইতে বাদ প্রদান করিল, যথা:-

শর্ত

সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট হইতে কর অব্যাহতির সমর্থনে অব্যাহতি সনদ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ২০২৬-২০২৭ করবর্ষ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ও
সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

পরিশিষ্ট-১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২২ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ১০০-আইন/আয়কর-২৯/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, অফশোর ব্যাংকিং আইন, ২০২৪ (২০২৪ সনের ০২ নং আইন) এর অধীন পরিচালিত অফসোর ব্যাংকিং ইউনিট হইতে কোনো আমানতকারী বা বাংলাদেশে অনিবাসী ঋণদাতা কর্তৃক গৃহীত সুদ বা মুনাফাকে কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ও
সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

পরিশিষ্ট-১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(আয়কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৯ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৫৫-আইন/আয়কর-৩০/২০২৪।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন), অত:পর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সুদ, লভ্যাংশ ও মূলধনী আয় ব্যতীত সকল প্রকার আয়কে উক্ত আইনের অধীন আরোপণীয় আয়কর প্রদান হইতে, শর্ত সাপেক্ষে, ৩ (তিন) বৎসরের জন্য অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা:-

(১) Oncology Club, Bangladesh; এবং

(২) Obstetrical and Gynaecological Society of Bangladesh (OGSB):

শর্ত

বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ২৯ মে, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/আয়কর-৩১/২০২৪।- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল (Recognized Provident Fund), অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল (Approved Gratuity Fund), অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল (Approved Superannuation Fund) এবং অনুমোদিত পেনশন তহবিল (Approved Pension Fund) কর্তৃক অর্জিত আয়ের উপর করহার, শর্ত সাপেক্ষে, হ্রাস করিয়া ১৫% নির্ধারণ করিল, যথা:-

শর্ত

বর্ণিত তহবিলসমূহকে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (৫) এবং (৬) সহ অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করিতে হইবে।

২। এই প্রজ্ঞাপন ০১ জুলাই, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ হইতে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন
তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৫৩-আইন/ আয়কর-৪৩/২০২৪।-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ১ জুলাই, ২০১৫ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ১৯৬ আইন/আয়কর/২০১৫ এতদ্দ্বারা রহিত করিল।
২। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৪ তারিখে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

পরিশিষ্ট-২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৫৪-আইন/আয়কর-৪৪/২০২৪।-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬ এর উপ ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ২৯ মে, ২০২৪ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ১৫৭ আইন/আয়কর ৩২/২০২৪ এতদ্দ্বারা রহিত করিল।

২। এই প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

উৎসে কর কর্তন বা সংগ্রহের নিমিত্ত বিভিন্ন হার সংক্রান্ত সারণী

উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হয় এমন উৎসের নাম, কর্তনের হার, কর্তনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য কিনা তা নিম্নবর্ণিত সারণীতে বর্ণনা করা হলো; তবে, কোনো ক্ষেত্রে যদি বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কলাম (৩) এ সংশ্লিষ্ট ধারা ও উৎসে কর কর্তন বিধিমালা, ২০২৩ হতে জেনে নিতে হবে:

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	চাকরির আয়	৮৬	চাকরির অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গড় হার	না
	সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে "চাকরি হইতে আয়"	৮৬(৩)	আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (ডিডিও)		
২।	সংসদ সদস্যদের সম্মানী	৮৭	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	গড় হার	না
৩।	শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল, ইত্যাদিতে প্রদত্ত অর্থ	৮৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
৪।	ঠিকাদার, সরবরাহকারী	৮৯	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য [বিধি-৩]	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ				
৫।	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ	৯০	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য [বিধি-৪]	হ্যাঁ
৬।	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ	৯১	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০% ও ১২% (ভিত্তি মূল্য ২৫ লক্ষ টাকা অতিক্রম করিলে)	হ্যাঁ
৭।	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয়	৯২	নির্দিষ্ট ব্যক্তি	৫%	হ্যাঁ
৮।	অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদি ব্যক্তিকে পরিশোধিত	৯৩	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	না
৯।	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি	৯৪	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১.৫%, ৩%, ৫%, ১০%	হ্যাঁ
১০।	ট্রাভেল এজেন্টে	৯৫	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	০.৩%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১১।	ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ	৯৬	ঋণপত্র খোলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%	না
১২।	স্থানীয় ঋণপত্রের কমিশন হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ	৯৭	ঋণদাতা, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩%, ২%, ১%	না
১৩।	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের	৯৮	কোম্পানির প্রধান নির্বাহী	২০%	না
১৪।	জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ	৯৯	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%	না
১৫।	বিমার কমিশনের অর্থ	১০০	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৫%	হ্যাঁ
১৬।	সাধারণ বিমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি	১০১	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১৫%	হ্যাঁ
১৭।	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ বা মুনাফা	১০২	সুদ বা মুনাফা পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	২০%, ১০%	হ্যাঁ
১৮।	নিবাসীর সুদ আয়	১০৪	নির্ধারিত ব্যক্তি	১০%	না

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৯।	সঞ্চয় পত্রের মুনাফা	১০৫	মুনাফা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
২০।	সিকিউরিটিজের সুদ	১০৬	সিকিউরিটিজ ইস্যুর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৫%	হ্যাঁ
২১।	বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের ছাড়	১০৭	ছাড় বা কর্তনের জন্য কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	সর্বোচ্চ হারে	না
২২।	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ	১০৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত	১.৫%, ৭.৫%	হ্যাঁ
২৩।	ভাড়া হতে কর কর্তন	১০৯	ভাড়া গ্রহণকারী (অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)	৫%	না
২৪।	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য	১১০	ভাড়া গ্রহণকারী (অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)	৫%	হ্যাঁ
২৫।	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ	১১১	ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৬%, ৩%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৬।	নগদ রপ্তানি ভর্তুকি	১১২	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
২৭।	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে	১১৪	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বা বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি	৬%	হ্যাঁ
২৮।	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয়	১১৫	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন (ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) ব্যবসার সহিত জড়িত ব্যক্তি	১৫%	হ্যাঁ
২৯।	বিদেশি ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক	১১৬	ব্যাংক	১০%	হ্যাঁ
৩০।	লভ্যাংশ	১১৭	বাংলাদেশ নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি বা অন্য কোনো কোম্পানির মুখ্য কর্মকর্তা (প্রধান নির্বাহী)	১০/১৫%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩১।	লটারি, ইত্যাদি হইতে প্রাপ্ত আয়	১১৮	অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	২০%	হ্যাঁ
৩২।	অনিবাসীদের আয়	১১৯	অর্থ প্রদানকারী	অনধিক ৩০% পরিশিষ্ট ১দ্রষ্টব্য [বিধি-৫]	ধারা ১১৯(৩) অনুযায়ী ন্যূনতম কর
৩৩।	আমদানিকারকদের নিকট হইতে	১২০	কমিশনার, কাস্টমস বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা	অনধিক ২০% পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য [বিধি-৮]	হ্যাঁ
৩৪।	জনশক্তি রপ্তানি	১২১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক	১০%	হ্যাঁ
৩৫।	ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট	১২২	কমিশনার, কাস্টমস	১০%	হ্যাঁ
৩৬।	রপ্তানি আয়	১২৩	রপ্তানিকারক	১%	হ্যাঁ
৩৭।	কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ	১২৪	ব্যক্তির হিসাবে পরিশোধ বা জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	৭.৫% ১০% ২.৫%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	বিদেশ হইতে প্রেরিত আয়				
৩৮।	জমির হস্তান্তর ক্ষেত্রে	১২৫	দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো নিবন্ধন কর্মকর্তা	পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য [বিধি-৬]	হ্যাঁ
৩৯।	আবাসিক উদ্দেশ্যে নির্মিত ভবন বা অ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারী	১২৬	ভূমি বা ভবন বা অ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তরের জন্য কোনো দলিল দস্তাবেজ নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য [বিধি-৭]	হ্যাঁ
৪০।	সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন	১২৭	পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
৪১।	সম্পত্তির ইজারা	১২৮	Registration Act, 1908 (Act No. XVI of 1908) এর অধীন নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত	৪%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪২।	সিগারেট উৎপাদনকারী	১২৯	ব্যান্ডরোল বিক্রির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%	হ্যাঁ
৪৩।	ইট প্রস্তুতকারকের	১৩০	অনুমতি নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৪৫ হাজার, ৭০ হাজার, ৯০ হাজার, ১ লক্ষ ৫০ হাজার	না
৪৪।	ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন	১৩১	নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	৫০০, ১ হাজার, ২ হাজার	না
৪৫।	কোনো নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা	১৩২	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাস্টমস কমিশনার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ	৩%, ৫%	হ্যাঁ
৪৬।	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি	১৩৩	পণ্য বা সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর অথবা কোনো অধিকার চর্চার অনুমতি জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি	১০%, ১%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৭।	শেয়ার হস্তান্তর	১৩৪	কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১৫%	হ্যাঁ
৪৮।	স্পন্সর, ডিরেক্টর ও প্লেসমেন্ট শেয়ার সিকিউরিটিজ হস্তান্তর	১৩৫	শেয়ারহোল্ডার বা কোনো পরিচালক বা কোনো হোল্ডিং কোম্পানি স্পন্সর বা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড এর ইউনিট হস্তান্তরের অনুমতি মোতাবেক বা কোনো মিউচুয়াল ফান্ডের স্পন্সর বা ধারক	১০%	হ্যাঁ
৪৯।	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর	১৩৬	স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১৫%	হ্যাঁ
৫০।	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের	১৩৭	স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	০.০৫%	হ্যাঁ

ক্রমিক নং	উৎসের নাম	ধারা	কর্তন বা সংগ্রহকারী ব্যক্তি	হার	ন্যূনতম করদায় কিনা?
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৫১।	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান	১৩৮	মোটরযান নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ	পরিশিষ্ট ৪ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ
৫২।	নৌযান পরিচালনা	১৩৯	Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পরিশিষ্ট ৫ দ্রষ্টব্য	হ্যাঁ

বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হতে কর সংগ্রহ

১৩৮। **বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ।—**

(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, মোটরযান নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করিবেন না, যদি না নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম করের চালান মোটরযানের নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নের আবেদনের সহিত দাখিল করা হয়, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	**গাড়ির ধরন**	**অগ্রিম কর (টাকা)**
(১)	(২)	(৩)
১।	৫২ আসনের অধিক আসন বিশিষ্ট বাস	১৬ (ষোল) হাজার
২।	৫২ আসনের অধিক আসন নহে এইরূপ বাস	১১ (এগারো) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস	৩৭ (সাঁইত্রিশ) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৪।	ডাবল ডেকার বাস	১৬ (ষোল) হাজার
৫।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিনিবাস/কোস্টার	১৬ (ষোল) হাজার
৬।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নহে এইরূপ মিনিবাস/কোস্টার	৬ (ছয়) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
৭।	প্রাইম মুভার	২৪ (চব্বিশ) হাজার
৮।	৫ (পাঁচ) টনের অধিক পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	১৬ (ষোল) হাজার
৯।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক, তবে ৫ (পাঁচ) টনের অধিক নহে এইরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৯ (নয়) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
১০।	১.৫ (দেড়) টনের অধিক নহে এইরূপ পেলোড ক্যাপাসিটি বিশিষ্ট ট্রাক, লরি বা ট্যাংক লরি	৪ (চার) হাজার

১১।	পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, ম্যাক্সি বা অটো রিক্সা	৪ (চার) হাজার
১২।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ট্যাক্সিক্যাব	১১ (এগারো) হাজার ৫০০ (পাঁচশত)
১৩।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নহে এইরূপ ট্যাক্সিক্যাব	৪ (চার) হাজার

(২) যেইক্ষেত্রে একাধিক বৎসরের জন্য নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধিতব্য কর নিবন্ধন প্রদান বা ফিটনেস নবায়নের বৎসরের পরবর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখ বা তৎপূর্বে সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো বৎসর কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী বৎসরে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ ***ক+খ*** নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত অগ্রিম করের পরিমাণ, এবং

খ = পরিশোধের বৎসরে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন অগ্রিম কর সংগ্রহ করা যাইবে না, যদি মোটরযানটি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হয়, যথা:-

(ক) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ;

(খ) সরকার বা স্থানীয় সরকারের অধীন কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কার্যক্রম;

(গ) কোনো বৈদেশিক কূটনীতিক, বাংলাদেশে কোনো কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ ও ইহার অঙ্গ সংগঠনের দপ্তরসমূহ;

(ঘ) বাংলাদেশের কোনো বিদেশি উন্নয়ন অংশীজন এবং ইহার সংযুক্ত দপ্তর বা দপ্তরসমূহ;

(ঙ) সরকারের এমপিওভুক্ত (Monthly Payment Order) কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(চ) সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (public university);

(ছ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা; বা

(জ) অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে না মর্মে বোর্ড হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী কোনো প্রতিষ্ঠান।

নৌযান পরিচালনা হতে কর সংগ্রহ

১৩৯। **নৌযান পরিচালনা হইতে কর সংগ্রহ।—**

(১) Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত Ordinance এর section 9 এর অধীন কোনো নৌযানকে সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন না বা section 12 এর অধীন সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন করিবেন না, যদি না সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত হারে পরিশোধিত অগ্রিম কর জমার চালান সংযুক্ত করা হয়, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	**নৌযানের বর্ণনা**	**অগ্রিম কর (টাকা)**
(১)	(২)	(৩)
১।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যানের ক্ষেত্রে	দিবাকালীন যাত্রী পরিবহণের ক্ষমতার ভিত্তিতে যাত্রী প্রতি ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা।
২।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কন্টেইনার (মাল্টিপারপাস) বা কোস্টারের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহণের ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রস টনেজ প্রতি ১৭০ (একশত সত্তর) টাকা।
৩।	অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত ডাম্পবার্জের ক্ষেত্রে	মালামাল পরিবহণের ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রস টনেজ প্রতি ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা।

(২) যেইক্ষেত্রে একাধিক বৎসরের জন্য সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদান বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধতব্য কর সার্ভে

সার্টিফিকেট প্রদান বা সার্ভে সার্টিফিকেট নবায়নের বৎসরের পরবর্তী বৎসর বা কোনো বৎসরের ৩০ জুন তারিখ বা তৎপূর্বে সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে কোনো বৎসর কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুযায়ী অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী বৎসরে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ ***ক+খ*** নিয়মে নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত অগ্রিম করের পরিমাণ, এবং

খ = পরিশোধের বৎসরে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী পরিশোধিতব্য অগ্রিম করের পরিমাণ।

(৪) এই ধারায় "**নৌ-যান (Inland Ship**)" এবং "**অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ (Inland Water)"** বলিতে Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976) এ সংজ্ঞায়িত যথাক্রমে "Inland Ship" এবং "Inland Water" কে বুঝাইবে।

পরিশিষ্ট-২৫

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০২৭.০৯.০০১.২৩.৭৪০ তারিখ: ০৩ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা-৮ এর উপধারা-৪ ও উপধারা-৫ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পত্র নং 08.00.0000.037.15.022.22-113, তারিখঃ ১৯/1১/2023 খ্রি. এর প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে জারিকৃত অধিক্ষেত্র সংক্রান্ত সকল আদেশ রহিত করে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করছে যে, নিম্নোক্ত তফসিল অনুযায়ী কলাম-৩ এ বর্ণিত অধিক্ষেত্র ন্যস্ত করা হলো এবং এতে অন্য কোনো মহাপরিচালক/কর কমিশনারের অধিক্ষেত্র থাকবে না।

<u>তফসিল</u>

<u>কর অঞ্চল-১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘A’ দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Aa- Am) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	

<u>**কর অঞ্চল-১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)**</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	**২**	**৩**	**৪**
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার ‘B’ দ্বারা শুরু ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘A’ দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Aa- Am) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ইংরেজী বর্ণমালার A হইতে F অক্ষর দ্বারা শুরু সকল বেসরকারি ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লি:, জিএমজি এয়ারলাইন্স, এসকে আকিজ উদ্দিন লি:, ইউনাইটেড ঢাকা টোবাকো লি:, পারফেক্ট টোবাকো লি:, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ লি:, আলফা টোবাকো ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি: এ ঢাকায় কর্মরত কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৪। সকল বিদেশি এয়ারলাইন্সে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৫। ঢাকা জেলায় অবস্থিত নিম্নলিখিত কর্পোরেশনসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহঃ ১। বি.এস.ই.সি ২। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। ৩। বি.আই.ডাব্লিউ.টি.সি ৪। আই.সি.বি ৫। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড ৬। বি.আই.ডি.এস ৭। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা। ৮। বাংলাদেশ হ্যান্ড লুম ৯। জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন বোর্ডে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

<u>কর অঞ্চল-১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	**২**	**৩**	**৪**
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নবর্ণিত ওয়ার্ডসমূহঃ- **ওয়ার্ড নং-১০:** মতিঝিল কলোনী, (হাসপাতাল জোন, আল হেলাল জোন ও আইডিয়াল জোন), এইচ টাইপ কোয়ার্টার, পোস্টাল কলোনী, টি এন্ড টি কলোনী, বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-১১:** শাহজাহানপুর, শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনী, দক্ষিণ খিলগাঁও, খিলগাঁও বাগিচা, শহীদ বাগ, মোমেন বাগ, আউটার সার্কুলার রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-১২:** মালিবাগ বাজার রোড, (মতিঝিল অংশ), মালিবাগ, বকশী বাগ, গুলবাগ, শান্তিবাগ, ইন্দ্রপুরী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-১৩:** চামেলী বাগ ও আমিনবাগ, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পুরানা পল্টন, জিপিও, বায়তুল মোকাররম স্টেডিয়াম, (সুইমিং পুল স্পোর্টস কাউন্সিল), আউটার স্টেডিয়াম, বিজয় নগর, নয়াপল্টন, পুরানা পল্টন লাইন, ট্রাফিক পুলিশ ব্যারাক, পুলিশ হসপিটাল ও সিএন্ডবি মাঠ, শান্তিনগর, শান্তিনগর বাজার এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-১৯:** মিন্টু রোড, কাকরাইল, সার্কিট হাউস রোড, সিদ্ধেশ্বরী রোড ও লেন, মগবাজার, এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার ইস্পাহানী কলোনী, নিউ ইস্কাটন রোড, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, আমিনাবাদ কলোনী ও ইষ্টার্ণ হাউজিং এ্যাপার্টমেন্ট, বেইলী স্কোয়ার ও বেইলী রোড, কাকরাইল, ডি,আই,টি কলোনী ও পশ্চিম মালিবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২০:** সেগুনবাগিচা, তোপখানা রোড, বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউ ও রেস্ট হাউজ, টি,বি ক্লিনিক এলাকা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ও আ/এ, হাইকোর্ট ষ্টাফ	

<u>কর অঞ্চল-১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কোয়ার্টার ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ফুলবাড়ীয়া ষ্টেশন পূর্ব এলাকা, পশ্চিম ফুলবাড়ীয়া এবং সেক্রেটারিয়েট রোড, আব্দুল গণি রোড এবং সচিবালয় স্টাফ কোয়ার্টার, পশ্চিম পুরাতন রেলওয়ে কলোনী, রেলওয়ে হাসপাতাল এলাকা, ইস্টার্ন হাউজিং এবং টয়েনবি সার্কুলার রোড, রমনা গ্রীন হাউজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবাসিক এলাকা, নজরুল ইসলাম হল, আহসান উল্যাহ হল, তিতুমীর হল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল (ফজলে রাব্বি হল), শেরেবাংলা হল (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), সোহরাওয়ার্দী হল (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়), শহীদুল্লাহ হল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ফজলুল হক হল, ডঃ এম এ রশিদ হল, শহীদ স্মৃতি হল, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হল সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ইংরেজী বর্ণমালার ‘A’ হইতে ‘F’ অক্ষর দ্বারা শুরু সকল ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ (ধারা ১০২)।	

<u>কর অঞ্চল-২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)</u>			
ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘S’ দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Sa- Sm) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	

কর অঞ্চল-২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)			
ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'D' দ্বারা শুরু ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'S' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Sa- Sm) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ- **ওয়ার্ড নং-৩০:** হাকিম হাবিবুর রহমান রোড, রবীন বোস স্ট্রীট, সোয়ারী ঘাট পূর্ব এবং পশ্চিম, রুই হাট্টা, বড় কাটারা, ছোট কাটারা, দেবীদাস ঘাট লেন, কমিটি গঞ্জ, চম্পাতলী লেন, জুম্মন বেপারী লেন, রজনী বোস লেন, রায় ঈশ্বরচন্দ্র শীল বাহাদুর স্ট্রীট, মহিউদ্দিন লেন, যাদব নারায়ন দাস লেন, ইমাম গঞ্জ, মেটফোর্ড রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩১:** মৌলভী বাজার, আজিজুল্লাহ রোড, বেগম বাজার, আবুল হাসনাত রোড, পদ্মলোচন রায় লেন, কে.এম. আজম লেন, নুর বক্স লেন, আলী হোসেন খান রোড, নাবালক মিয়া লেন, আরমেনিয়ান ষ্ট্রীট, আবুল খয়রাত রোড, কেদার নাথ দে লেন, আগা নওয়াব দেউড়ী, বেচারাম দেউড়ী, হাফিজ উল্লাহ রোড, গোলাম মোস্তফা লেন, ডি,সি রায় রোড, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোড, এ,সি, রায় রোড, জেলা রোড, দিগু বাবু লেন, মকিম কাটারা, বি,কে, রায় লেন, সেন্ট্রাল জেল, যোগেন্দ্র নারায়ণ শীল ষ্ট্রীট সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩২:** বংশাল রোড (হোল্ডিং নং-৪৩/১-১০৮), কে,পি ঘোষ ষ্ট্রীট, কসাইটুলী, গোবিন্দ দাস লেন, সৈয়দ হাসান আলী লেন, পি,কে রায় লেন, হাজী আঃ রশিদ লেন, রায় বাহাদুর ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ ষ্ট্রীট, কাজী জিয়া উদ্দীন রোড, সামসাবাদা লেন, শাহজাদা মিয়া	

কর অঞ্চল-২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)			
ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		লেন, গোপী নাথ দত্ত কবিরাজ ষ্ট্রীট ও হারনী ষ্ট্রীট, বাগডাসা লেন, হায়বাৎ নগর লেন শরৎচক্রবর্তী রোড (হোল্ডিং নং-১৭-১০৩), কাজী মুদ্দিন সিদ্দিকী লেন, আকমল খান রোড, জিন্দা বাহার লেন, জুমরাইল লেন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৩:** বংশাল রোড (হোল্ডিং নং-১০৯-২০৭/১), আলী, নকী দেউরী, আব্দুল হাদী লেন, নবাব কাটরা, চানখার পুল লেন, আগামীসহ লেন (হোল্ডিং নং-১-১১৫), শিক্কাটুলী লেন, আগা সাদেক রোড, বি, কে, গাঙ্গুলী লেন, আবুল হাসনাত রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৪:** সিদ্দিক বাজার, টেকের হাট লেন, নবাবপুর রোড (হোল্ডিং নং-১৪৪-২২২), হাজী ওসমান গনি রোড (হোল্ডিং নং-১-১৬৫), নাজিরা বাজার লেন, লুৎফর রহমান লেন, কাজী আব্দুল হামিদ লেন, কাজী আলাউদ্দীন রোড, ফুলবাড়ীয়া পুরাতন রেলওয়ে ষ্টেশন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	১। ঢাকা জেলার সরকারের নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা পারসন কর্তৃক (কোম্পানী/সমবায় সমিতি/এনজিও ব্যতীত) ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে : (ক) কোন চুক্তি সম্পাদন (অংশ ৭ এর অন্য কোনো ধারায় উল্লিখিত কোনো সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট চুক্তি ব্যতীত); (খ) পণ্য সরবরাহ; (গ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তর; (ঘ) মুদ্রণ, প্যাকেজিং বা বাঁধাই; (ধারা ৮৯ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩) মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ:-	

কর অঞ্চল-২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)			
ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		(১) রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, (২)প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, (৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, (৪) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, (৫) সংসদ সচিবালয়, (৬) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, (৭) ভূমি মন্ত্রণালয়, (৮) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (৯) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, (১০) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (১১) সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়, (১২) কৃষি মন্ত্রণালয়, (১৩) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় (১৪) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (১৫) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।	

কর অঞ্চল-৩, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'M' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Ma- Mm) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'X, Y' এবং 'Z' দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'M' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Ma- Mm) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায়	

কর অঞ্চল-৩, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-২:** সেকশন-১২, ব্লক-এ, ব্লক-বি, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, ব্লক-ই, ব্লক-ত, ব্লক-ধ, ব্লক-প (উত্তর কালশী), সেকশন-৯, ব্লক-খ, বুড়ির টেক। কালশী সরকার বাড়ী, ব্লক-প সম্প্রসারিত সাগুপ্তা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫:** সেকশন-১১, সেকশন-১১, ব্লক-এ, ব্লক-বি, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, ব্লক-ই, ব্লক-এফ, পলাশনগর। **ওয়ার্ড নং-৬:** পল্লবী, বর্ধিত পল্লবী, নতুন পল্লবী সেকশন-৭, মিল্কভিটা রোড, সুজাতনগর, হরুনাবাদ, মল্লিকা হাউজিং আরামবাগ, আরিফাবাদ, ছায়ানীড়, সেকশন-৬, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, ব্লক-ই, ব্লক-ট, ব্লক-ঝ, আলব্দী, দুয়ারীপাড়া, ৬-জ, রূপনগর টিনশেড ও ইষ্টান হাউজিং এর দ্বিতীয় পর্ব এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৭:** সেকশন-২, ব্লক-এ, ব্লক-বি, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, ব্লক-ই, ব্লক-এফ, ব্লক-জি (১), ব্লক-এইচ, ব্লক-কে, ব্লক-জে, রূপনগর আবাসিক এলাকা, সেকশন-৭, ব্লক-এ, সেকশন-২, ব্লক-চ, দূয়ারীপাড়া। ৬-এ, ৬-বি, ৬-ট, ৬-জ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৮:** সেকশন-১, ওয়াপদা কলোনী, ব্লক-এ, ব্লক-বি, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, ব্লক-ই, ব্লক-এফ, ব্লক-জি, ব্লক-এইচ, বানিজ্যিক প্লট, স্থানীয় বাড়ী, গৃহ-খ, গৃহ-গ, আল কামাল হাউজিং, চিড়িয়াখানা আবাসিক এলাকা, নবাবের বাগ, গোড়ান চটবাড়ী, বি.আই.এস.এফ স্টাফ কোয়ার্টার, কুমীরশাহ মাজার ও বক্স নগর, উত্তর বিশিল, প্রিয়াংকা হাউজিং (সেকশন-১), নিউ সি ব্লক,	

কর অঞ্চল-৩, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		বোটানিক্যাল গার্ডেন আবাসিক এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ঢাকা জেলার ১। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন (ধারা ১৩১)। ২। সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হতে কর সংগ্রহ, স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা ডিরেক্টর কর্তৃক স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর (ধারা-১৩৫)। ৩। স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার হস্তান্তর – ধারা – ১৩৬।	

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘C’ দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার ‘A’ দ্বারা শুরু এরুপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘C’ দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		২। ডাক্তার ও নার্স ব্যতীত ঢাকা জেলায় কর্মরত প্রথম অক্ষর ইংরেজী বর্ণমালা A হইতে M দিয়ে শুরু বেসামরিক সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পেনশনভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সকল কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-২৫:** জগন্নাথ সাহা রোড (হোল্ডিং নং-১-১১৩), কাজী রিয়াজ উদ্দিন রোড, লালবাগ দূর্গ এবং পুষ্পরাজ সাহা রোড, আতস খান লেন, রাজশ্রী নাথ ষ্ট্রীট, হরমোহন শীল ষ্ট্রীট, গঙ্গারাম রাজার লেন, লালবাগ রোড (হোল্ডিং নং-৪৮-১৫৭ এবং ২৫৭-৩২৫/১), নগর বেলতলী লেন, শেখ সাহেব বাজার, সুবল দাস রোড (হোল্ডিং নং-৪৭-৪৯) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২৬:** আজিমপুর রোড (হোল্ডিং নং-১-১৭৮), আজিমপুর এষ্টেট, পলাশী ব্যারাক পশ্চিম ও দক্ষিণ, ইডেন মহিলা কলেজ হোস্টেল স্টাফ কোয়ার্টার এবং গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজ, বি.সি দাস স্ট্যীট, নিলক্ষেত সরকারি বাজার (আজিমপুর), লালবাগ রোড, (হোল্ডিং নং-১-৪৭ এবং ১৫৮-১৯৯), ঢাকেশ্বরী রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২৭:** হোসনী দালান রোড, অরফানেজ রোড, কমল দাহ রোড, নাজিমুদ্দিন রোড (হোল্ডিং নং-১-১২৪), গিরদা উর্দু রোড, জয়নাগ রোড, বকসী বাজার রোড, বকসী বাজার লেন, আমলা পাড়া সিটি রোড, তাতখানা লেন, উমেশ দত্ত রোড, নবাব বাগিচা, নূর ফাতা লেন, পলাশী ফায়ার সার্ভিস স্টেশন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২৮:** কে.বি রুদ্র রোড, উর্দূ রোড, গৌড় সুন্দর রায় লেন, হায়দার বকস লেন, খাজে দেওয়ান প্রথম এবং দ্বিতীয় লেন, চক সার্কুলার রোড, আজগর লেন,	

কর অঞ্চল-৪, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		হরনাথ ঘোষ রোড, হরনাথ ঘোষ লেন, খাজে দল সিং লেন, নন্দ কুমার দত্ত রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ঢাকা জেলার দোহার উপজেলা।**	
৫	উৎসে কর	ধারা ১২৩ এ উল্লিখিত পণ্য রপ্তানি কোম্পানি যাদের প্রথম অদ্যক্ষর A থেকে M পর্যন্ত।	

কর অঞ্চল-৫, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলার সকল বিল্ডার্স এন্ড ডেভেলপারস্ কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	
২	বৈতনিক	১। সকল বিল্ডার্স এন্ড ডেভেলপারস্ কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলায় অবস্থিত সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলায় অবস্থিত সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর ইন্সুরেন্স এজেন্সী/ইউনিট/এজেন্টগণের কর মামলাসমূহ। ৪। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন বেক্সিমকো ইঞ্জিনিয়ারিং লি;, ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লি: এর ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-৫, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৩	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-১:** খিলগাঁও- এ এবং সি জোন, খিলগাঁও কলোনী 'সি' সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২:** গোড়ান সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪:** পূর্ব বাসাবো (হোল্ডিং নং-২৯/১ হতে শেষ), পশ্চিম বাসাবো, উত্তর বাসাবো, দক্ষিণ বাসাবো, উত্তর-পূর্ব বাসাবো, মধ্য বাসাবো, বাসাবো ওহাব কলোনী, মাদারটেক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫:** মায়াকানন, সবুজবাগ, উত্তর মুগদাপাড়া ডেপুটি কলোনী, আহম্মদবাগ, রাজারবাগ উত্তর ও দক্ষিণ, কদমতলা বাসাবো, পূর্ব বাসাবো (হোল্ডিং নং-১-৫৯) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৭৩:** নন্দীপাড়া বাজার, দক্ষিণগাঁও নয়াবাগ, কুসুমবাগ, দক্ষিণগাঁও পশ্চিমপাড়া, দক্ষিণগাঁও, দক্ষিণগাঁও দাসপাড়া, দক্ষিণগাঁও ৬ রোড দক্ষিণগাঁও শাহীবাগ, বেগুনবাড়ি, মানিকদিয়া, মানিকদিয়া, উত্তর মানিকদিয়া চেয়ারম্যানবাড়ী, ভাইগদিয়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৭৪:** নন্দীপাড়া ১নং ওয়ার্ড অংশ (পশ্চিম নন্দীপাড়া, রসুলবাগ, উত্তর নন্দপাড়া) ২নং ওয়ার্ড অংশ (মধ্য নন্দপাড়া, নন্দীপাড়া স্কুল রোড, ইমামবাগ), নন্দপাড়া ৩নং ওয়ার্ড অংশ (নন্দীপাড়া, নেওয়াজবাগ, ব্যাংক কলোনী) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৭৫:** ইদারকান্দি, ফকির খালী, বাবুল পাড়, বাবুর জায়গা, দাসেরকান্দি, জোড়ভিটা, ত্রিমোহনী পূর্বপাড়া, লায়ন হাটি, ত্রিমোহনী ইমামবাগ, উত্তরগাঁও, ত্রিমোহনী টেকপাড়া, ত্রিমোহনী ৬নং ওয়ার্ড,	

কর অঞ্চল-৫, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		গৌরনগর ইসলামবাগ, নাসিরাবাদ, শেখের জায়গা, নাগদারপাড় সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৪	উৎসে কর	১। ঢাকা জেলার রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হতে – (ধারা – ১২৬)। ২। ঢাকা জেলার রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভলপার) নিকট হতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় (ধারা-১১৫)।	

কর অঞ্চল-৬, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'R' এবং 'Y' দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'C' দ্বারা শুরু এরুপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'R' এবং 'Y' দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-৬, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		২। ইংরেজী বর্ণমালার G হইতে P অক্ষর দ্বারা আরম্ভ সকল বেসরকারি ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-১৫:** ধানমন্ডি আ/এ, ধানমন্ডি রোড নং-১৫ ষ্টাফ কোয়ার্টার, রোড নং-১৫ পূর্ব রায়ের বাজার ও ঈদগাহ রোড, শেরেবাংলা রোড, ও মিতালী রোড, হাজী আফসারউদ্দিন রোড, হাতেমবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-১৬:** ফ্রী স্কুল স্ট্রিট কাঁঠালবাগান, নর্থরোড, সার্কুলার রোড, গ্রীণ কর্ণার, গ্রীন স্কয়ার (গ্রীন রোড), গ্রীন রোড পূর্ব, ওয়েষ্ট এন্ড ষ্ট্রীট (ওয়েষ্ট স্ট্যীট), আল আমিন রোড, নর্থ সার্কুলার রোড, ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট (হাতিরপুল), ক্রিসেন্ট রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-১৭:** লেক সার্কাস উত্তর ধানমন্ডি ও আবেদঢালী রোড, বশির উদ্দিন রোড, উত্তর ধানমন্ডি, কলাবাগান, গ্রীনরোড পশ্চিম, গ্রীন রোড ষ্টাফ কোয়ার্টার, তল্লাবাগ, শুক্রাবাদ, সোবহানবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-১৮:** নীলক্ষেত বাবুপুরা, সমাজ কল্যান ও গবেষনা ইনস্টিটিউট, আইয়ুব আলী কলোনী ও রহিম স্কয়ার, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল, সেন্ট্রাল রোড, নায়েম নিয়েয়ার রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, টি,টি, কলেজ, গভ: ল্যাবরেটরী স্কুল এলাকা এবং ঢাকা কলেজ, সাইন্স ল্যাবরেটরী ষ্টাফ কোয়ার্টার, এলিফ্যান্ট রোড, মিরপুর রোড, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বিডিআর পিলখানা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

কর অঞ্চল-৬, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ওয়ার্ড নং-২১: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা, জহুরুল হক হল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), সলিমুল্লাহ হল, স্যার এ,এফ রহমান হল, শামসুন নাহার হল, জগন্নাথ হল, কবি জসিম উদ্দিন হল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, সূর্যসেন হল, হাজী মোহাম্মদ মহসিন হল, বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, ময়মনসিংহ লেন, ময়মনসিংহ রোড, পি,জি ইনস্টিটিউট, জাতীয় যাদুঘর অফিসার্স কোয়ার্টার, পি,জি হাসপাতাল ও কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, হাবিবুল্লাহ রোড, আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস, রোকেয়া হল, পরিবাগ শাহ সাহেব রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ঢাকা জেলার ১। পরিবহণ মাসুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন – (ধারা ১১৩)। ২। বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে কমিশন বা পারিশ্রমিক – (ধারা – ১১৬)।	

কর অঞ্চল-৭, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'H' & 'V' দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	

কর অঞ্চল-৭, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'E' দ্বারা শুরু এরুপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'H' & 'V' দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। সকল ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ৩। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন জনকণ্ঠ লি:, মিডিয়াস্টার লি:, বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি: এর ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-৩৫:** মালিটোলা লেন, মালিটোলা রোড, বংশাল রোড (হোল্ডিং নং- ১-৪২, ২১১-২৬৭), বংশাল লেন, গোলক পাল লেন, আনন্দ মেহান বসাক লেন (বাসাবাড়ী লেন), ভিতরবাড়ী লেন, গোয়াল নগর লেন, ইংলিশ রোড, পুরানা মোগলটুলী, নবাব ইউসুফ রোড, নবাবপুর রোড (হল্ডিং নং- ২২৬-২৮২), হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, হাজী মইনুদ্দনি রোড, নয়াবাজার সুইপার কলোনী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৬:** আশেক লেন, রাধিকা মোহন বসাক লেন, হরি প্রসন্ন মিত্র রোড, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট , উচ্ছব পোদ্দার লেন, প্রসন্ন পোদ্দার লেন, রাখাল চন্দ্র বসাক লেন, বাঁশিচরন সেন পোদ্দার লেন ইসলামপুর (হোল্ডিং নং-৫৩-১১৭/২/৩), নবরয় লেন, কৈলাশ ঘোষ লেন, শাখারী বাজার (হোল্ডিং-১-৬৫) বাজার দেউরী, জজ কোর্ট, ডিসি	

কর অঞ্চল-৭, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কোর্ট ও রায় সাহেব বাজার সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৭:** আহসান উল্লাহ রোড, কবিরাজ লেন, জি,এল গার্থ লেন, সিমশন রোড, পাটুয়াটুলী রোড, ইসলামপুর (হোল্ডিং নং-১-৫২), পাটুয়াটুলী লেন, কুমারটুলী লেন, লিয়াকত এভিনিউ, নর্থ ব্রক হল রোড (হোল্ডিং নং-১-৩৮), ওয়াইজ ঘাট, রকাকান্ত নন্দি লেন, লয়াল ষ্ট্রীট, পি,কে, রায় রোড (বাংলা বাজার), চিত্তরঞ্জনএ্যাভিনিউ, হকার্স মার্কেট, শাখারী বাজার (হোল্ডিং নং-৬৬-১৪২) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৮:** মদন মোহন বসাক রোড (হোল্ডিং নং-১-১৫/২ এবং ৩৬ হতে শেষ), লালচান মকিম লেন, গোপী বিষান লেন, গোপী মোহন বসাক লেন (হোল্ডিং নং-১-৩৬), তাহের বাগ লেন, শশী মোহন বসাক লেন, গোয়াল ঘাট লেন, মুচী পাড়া, নরেন্দ নাথ বসাক লেন, নবাবপুর রোড (হোল্ডিং নং-১-১৪৩), বি সি সি রোড (হোল্ডিং নং-১-১৩৪), কাপ্তান বাজার (হোল্ডিং নং-১-১০০), জুরিয়াটুলী লেন, জদুনাথ বসাক লেন, বনগ্রাম রোড (হোল্ডিং নং-১-১৫৮), মহাজনপুর লেন, বনগ্রাম লেন, যোগী নগর রোড ও লেন, চন্দ্রনাথ বসাক ষ্ট্রীট, মদন পাল লেন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৯:** কে, এম দাস লেন, অভয়দাস লেন, টয়েনবি সার্কুলার রোড, জয়কালী মন্দির রোড, হোল্ডিং নং-১৯ হতে শেষ), ভগবতী ব্যানার্জী রোড, ফোল্ডার ষ্টীট (হোল্ডিং নং-৯ হতে শেষ), হাটখোলা রোড (হোল্ডিং নং-২-৪৪/৩), আর,কে মিশন রোড (হোল্ডিং নং১-৯১/১) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪১:** লালমোহন সাহা ষ্ট্রীট, ভজহরি সাহা ষ্ট্রীট, দক্ষিণ মসুন্দি, ওয়ারী ষ্ট্রীট, জয়কালী মন্দির রোড, (হোল্ডিং নং-১-১৮) নবাব ষ্ট্রীট, মদন মোহন বসাক রোড, টিপু সুলতান রোড (হোল্ডিং নং-১৫/৩-	

কর অঞ্চল-৭, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		৩৭), (র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীট), পদ্ম নিধি লেন, হেয়ার ষ্ট্রীট ল্যান্ড অকসেন লেন, নারিন্দা রোড (হোল্ডিং নং-১-৫৩), জোরপুল লেন ফোল্ডার ষ্ট্রীট (হোল্ডিং নং-১-৪), চন্ডী চরণ বোস ষ্ট্রীট, হাটখোলা রোড এ্যান্ড বলধা হাউস (হোল্ডিং নং-১), লারমিনি ষ্ট্রীট রাঁধা-শ্যাম সাহা ষ্ট্রীট) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ঢাকা জেলার ১। ইট প্রস্তুত কারক- (ধারা ১৩০)। ২। স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য – (ধারা ১৩৭)। ৩। প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপণ আয় হতে। সংবাদপত্র, সাময়িকী, বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল, বেসরকারী রেডিও স্টেশন, ইত্যাদিতে প্রচারিত বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পরিশোধ। (ধারা-৯২)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত পর্যায় নির্বিশেষে সকল ইলেকট্রনিক এন্ড প্রিন্ট মিডিয়া ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-৮, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'B' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ a থেকে m (Ba- Bm) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য	

		তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'F' দ্বারা শুরু এরুপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'B' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ 'Ba- Bm' পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল আইনজীবি, উকিল, এফসিএমএ, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, আয়কর উপদেষ্টা এবং স্থপতিদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলায় অবস্থিত নিম্নবর্ণিত স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন ও বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত(অনিবাসী করদাতা ব্যতীত) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহঃ ক) বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি খ) বাংলাদেশ নিউজ এজেন্সি লি. গ) বিএফডিসি (ফিল্ম) ঘ) বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন ঙ) বাংলাদেশ সুগার এন্ড ফুড ইন্ডা. কর্পো. চ) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন ছ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন জ) বিএফআইডিসি ঝ) পেট্রোবাংলা ঞ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-১৮:** বারিধারা আবাসিক এলাকা ব্লক-আই, কে এবং জে কালাচাঁদপুর, নর্দ্দা, শাহজাদপুর (ক, খ, ও গ)। **ওয়ার্ড নং-১৯:** বনানী, গুলশান ১ ও ২ এবং কড়াইল। **ওয়ার্ড নং-২০:** মহাখালী, গুলশান-১ লিংকা রোড, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও নিকেতন	
৫	উৎসে কর	১। স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে :	

		রয়্যালটিজ, ফ্র্যাঞ্চাইজ, লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, কপিরাইট, শিল্প নকশা, উদ্ভিদের জাত, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বা মেধাসত্ত্ব সংক্রান্ত অন্য কোনো সম্পত্তি অথবা অভৌত বা অমূর্ত বা নিরাকার (intangibles) বিষয় (ধারা ৯১)। ২। ঢাকা জেলার (ক) উপদেষ্টা অথবা কনসালটেন্সি সার্ভিস (খ) পেশাগত সেবা, কারিগরি সেবা বা কারিগরি সহায়তা ফি, (ডাক্তার কর্তৃক প্রাপ্ত পেশাগত ফি ব্যতীত), বিধি-৪ ধারা ৯০।	

কর অঞ্চল-৯, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘K’ দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার ‘G’ দ্বারা শুরু এরুপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘K’ দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ডাক্তার ব্যতীত ঢাকা জেলায় কর্মরত সামরিক সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পেনশনভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত কোম্পানী পর্যায়ভুক্ত সকল ক্যাবল অপারেটর ও তাদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-৯, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		৪। পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল রি রোলিংস মিলস এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৫। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন আবুল খায়ের স্টিল প্রডাক্টস লি:, রহিম স্টিল প্রডাক্টস লি:, প্রাইম স্টিল প্রোডাক্টস কো: লি:, ডায়মন্ড স্টিল প্রডাক্টস লি:, বাংলাদেশ থাই এ্যালুমিনিয়াম লি:, বাংলাদেশ ব্লেড ফাক্টরি লি: এর ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৬। ঢাকা সিভিল ডিভিশনে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল মানিচেঞ্জার কোম্পানীতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-১:** উত্তরা মডেল টাউন ১ হতে ১০ নং সেক্টর, আব্দুল্লাপুর (আংশিক), শৈলপুর (আংশিক), ফায়দাবাদ (আংশিক), বাউনিয়া (আংশিক), দক্ষিণ খান (আংশিক), ও রানাভোলা (আংশিক) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫১:** উত্তরা মডেল টাউন ১১ হতে ১৪ নং সেক্টর, বাইলজুড়ী (আংশিক) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫২:** বাইলজুড়ী (আংশিক), বাউনিয়া (আংশিক), দলিলপাড়া, আহলিয়া, পাকুড়িয়া, বাদালদি, উলুদহা, চান্দুরা, তাফলিয়া, মান্দুরা, ষোলাহাটি সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫৩:** নলভোগ, নয়ানগর, শুক্রভাঙ্গা, ধরাঙ্গারটেক, পুরানকালিয়া, শেখভদিরটেক, দিয়াবাড়ী, তারারটেক, নিমতলীরটেক, চন্ডালভোগ, রানাভোলা (আংশিক), ফুলবাড়িয়া, ধউর (আংশিক), বামনারটেক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

কর অঞ্চল-৯, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ওয়ার্ড নং-৫৪: রোশাদিয়া (আংশিক), কামারপাড়া, কালিয়ারটেক, খায়েরটেক, ভাটুলিয়া, নয়ানীচালা, রাজাবাড়ী, ধউর (আংশিক), আশুতিয়া, গ্রাম ভাটুলিয়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	১। ঢাকা জেলার প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হতে - (ধারা ১৩৩)। ২। ঢাকা জেলার পোস্টঅফিস সঞ্চয় ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের উপর সুদ – (ধারা – ১০৩)। ৩। ঢাকা জেলার লটারী আয়-(ধারা-১১৮)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত কোম্পানী পর্যায়ভুক্ত সকল ক্যাবল অপারেটর ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল রি রোলিংস মিলস কোম্পানী ও তাদের পরিচালকবৃন্দের এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনরে অন্তর্গত সকল প্রকার রি রোলিংস মিলস মিল মালিকদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা সিভিল ডিভিশনে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল মানিচেঞ্জার কোম্পানী ও তাদের পরিচালকবৃন্দের এবং এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সকল প্রকার মানিচেঞ্জার কোম্পানীসমূহের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১০, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক, ডায়গনষ্টিক	

কর অঞ্চল-১০, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		সেন্টার ও নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকদের কর মামলাসমূহ।	
২	বৈতনিক	১। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় কর্মরত সরকারী, বেসরকারী ডাক্তার, নার্স এবং হোমিও/ইউনানী আয়ুর্বেদীয় ও অন্যান্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিসহ অন্যান্য ব্যক্তির কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল বেসরকারি মেডিকেল কলেজে কর্মরত ডাক্তার, নার্স এবং চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির কর মামলাসমূহ সহ অন্যান্য ব্যক্তির কর মামলা। ৩। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন তাইরুনেচ্ছা মেমোরিয়াল মেডিকেল সেন্টার কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৩	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-৩০:** বায়তুল আমান হাউজিং, পিসিকালচার হাউজিং, নবোদয় হাউজিং, প্রমিন্যান্ট পান্থশালা হাউজিং, তুরাগ হাউজিং, আক্কাছ হাউজিং, বেরীবাধ ইবনেসিনা হাউজিং, শ্যামলী হাউজিং, একতা হাউজিং, উত্তর আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা হাউজিং, রফিক হাউজিং, মুনসুরাবাদ হাউজিং, সুনিবিড় হাউজিং, আলিফ হাউজিং, মফিজ হাউজিং, মেহেদী বাগ হাউজিং, ইউনিক হাউজিং, আদর্শ ছায়ানীড়, মোহাম্মদপুর হাউজিং, আদাবর ও সেকেরটেক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৩:** মোহাম্মদীয়া হাউজিং লিমিটেড, মোহাম্মদীয়া হাউজিং সোসাইটি, কাদেরাবাদ	

কর অঞ্চল-১০, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		হাউজিং এস্টেট, কাটাসুর, বাশবাড়ী, চানমিয়া হাউজিং ও চাঁদ হাউজিং, চাঁদ উদ্যান বছিলা, বছিলা রোড, নবীনগর হাউজিং, ঢাকা উদ্যান, ঢাকা উদ্যান, ঢাকা রিয়েল এস্টট, আলী এন্ড নুর রিয়েল এস্টেট, আরাম মডেল টাউন, বেড়ী বাঁধ, বছিলা মডেল টাউন, চন্দ্রিমা মডেল টাউন, বছিলা সিটি ডেভেলপার্স, সাতমসজিদ গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি লিঃ, জাপান গার্ডেন সিটি, বিজ্ঞবিভর হাউজিং, নবোদয় হাউজিং, ব্রাদার্স, ফিউচার টাউন, লতিফ রিয়েল এস্টেট, অনিন্দ হাউজিং, বাঁশবাড়ী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৪:** পশ্চিম ধানমন্ডি, মাদার কেয়ার হাসপাতাল, সুলতানগঞ্জ, রায়ের বাজার পূর্ব, জাফরাবাদ, মেট্রো হাউজিং সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৪	উৎসে কর	১। সঞ্চয়পত্রের মুনাফা (ধারা ১০৫)। ২। পেশাগত সেবা (ডাক্তার কর্তৃক প্রদত্ত), (ধারা-৯০)।	

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলার সকল বিদেশী কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য	

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	বৈতনিক	১। সকল বিদেশি কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন শেভরন বাংলাদেশ লিঃ এর ব্লোক-১৩ ও ১৪তে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৩	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-৯:** গোলারটেক, ছোট দিয়াবাড়ী, বড় দিয়াবাড়ী, জহুরাবাদ, আনন্দনগর, কোটবাড়ী, চারআনী পাড়া, বারআনীপাড়া, বাগবাড়ী, হরিরামপুর, কড় বাজার, জাহানাবাদ, ঋশিপাড়া, বর্ধন বাড়ী, গাবতলী বাস টার্মিনাল, গাবতলী গরুর হাট, সুইপার কলোনী, গাবতলী (আমিন বাজার) পাইকারী কাঁচা বাজার সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-১০:** মাজার রোড, মিরপুর রোড (আংশিক), ১ম কলোনী, 2য় কলোনী, ৩য় কলোনী, দারুস সালাম এলাকা, গৈদারটেক, লালকুঠী, বাতেন নগর আবাসিক এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-১১:** কল্যানপুর, পাইকপাড়া, মধ্য পাইকপাড়া, দারুস সালাম রোড (আংশিক) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-১২:** আহম্মদনগর, (আংশিক), শাহআলীবাগ, দক্ষিণ বিশিল, পাইকপাড়া,	

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		টোলারবাগ (উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-১৩:** বড়বাগ, মনীপুর, পীরেরবাগ, (উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব), শেওড়াপাড়া (পশ্চিম ও মধ্য) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৪	উৎসে কর	১। অনিবাসীর আয়: (ধারা ১১৯) (১) উপদেষ্টা বা পরামর্শ (২) প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন (৩) পেশাদার সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা ফি, বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (৪) আর্কিটেকচার, ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন (৫) সার্টিফিকেশন, রেটিং ইত্যাদি (৬) স্যাটেলাইট, এয়ারটাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার বাবদ ভাড়া বা অন্য কোনো ব্যয়/চ্যানেল সম্প্রচার বাবদ ভাড়া (৭) আইনি সেবা (৮) ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ব্যবস্থাপনা সেবা (৯) কমিশন (১০) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা স্পর্শাতীত (intangibles) পরিশোধ (১১) সুদ (১২) বিজ্ঞাপন সম্প্রচার (১৩) বিজ্ঞাপন নির্মাণ ও ডিজিটাল মার্কেটিং (১৪) বিমান পরিবহন বা নৌ পরিবহন (১৫) কন্ট্রাক্ট বা সাব-কন্ট্রাক্ট (১৬) সরবরাহ (১৭) মূলধনি মুনাফা	

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		(১৮) বীমা প্রিমিয়াম (১৯) যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া (২০) লভ্যাংশ ১। কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ২। কোম্পানি, তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি ২১) শিল্পী, গায়ক/গায়িকা, খেলোয়াড় (২২) বেতন বা পারিশ্রমিক (২৩) পেট্রোলিয়াম অপারেশনের অনুসন্ধান বা ড্রিলিং (২৪) কয়লা, তেল বা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সমীক্ষা (২৫) জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সার্ভেয়ার ফি ইত্যাদি (২৬) তেল বা গ্যাসক্ষেত্রে এবং এর রপ্তানি পয়েন্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যেকোনো সেবা (২৭) ব্যান্ডউইদ বাবদ পরিশোধ (২৮) কুরিয়ার সার্ভিস (২৯) অন্য কোন পরিশোধ (ধারা ১১৯ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৫)	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। ঢাকা জেলার সকল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল এবং এসকল স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত যে কোন পর্যায়ভূক্ত সকল প্রাইভেট কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এর কর	

কর অঞ্চল-১১, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		মামলাসমূহ এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলায় অবস্থিত যে কোন পর্যায়ভূক্ত সরকারী, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমুহের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৪। অন্য কোথাও নির্দিষ্টভাবে ন্যাস্ত না থাকিলে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সকল সরকারী/বেসরকারী স্কুল, কিন্ডার গার্টেন, কোচিংসেন্টার এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের কর মামলাসমূহ। ৫। মাদ্রাসা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, বি,সি,এস,আই,আর, বাংলা একামেী, শিল্পকলা একাডেমী ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন, ব্রিটিশ কাউন্সিল, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এ কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘T’ দ্বারা আরম্ভ কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত	

কর অঞ্চল-১২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার ‘H’ দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘T’ দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **১। ওয়ার্ড নং-১৪:** বীরবান কাচড়া, গজলমহল রোড, হাজারীবাগ ট্যানারী এলাকা, জিকাতলা (তিন মাজার), দক্ষিণ সুলতানগঞ্জ, সোনাতনগর (মনেশ্বর), জিকাতলা ষ্টাফ কোয়ার্টার, মনেশ্বর (জিকাতলা), শিকারীটোলা, মনেশ্বর (১-৩৬), তল্লাবাগ এবং মিতালী রোডের অংশ, চরকঘাটা তল্লাবাগ এবং টালী অফিস রোড, দক্ষিণ মধুবাজার সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **২। ওয়ার্ড নং-২২:** মনেশ্বর রোড, মনেশ্বর লেন, বাড্ডানগর লেন, বোরহানপুর লেন কুলাল মহল লেন, কাজীরবাগ লেন, নবীপুর লেন, হাজারীবাগ লেন, হাজারীবাগ রোড, কালু নগর, এনায়েতগঞ্জ, গণকটুলী, ভাংঙ্গী কলোনী, নীলাম্বর সাহা রোড, ভাগলপুর লেন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা।**	
৫	উৎসে কর	১। অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, পরিচালক ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গকে পরিশোধ – (ধারা ৯৩)।	

কর অঞ্চল-১২, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		২। কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফিস – (ধারা ৯৪)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল সিনেমা হল কোম্পানী ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অর্ন্তগত সকল পর্যায়ে সিনেমা হল মালিকদের কর মামলাসমূহ। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত কোম্পানী পর্যায়ভুক্ত সকল চলচিত্র প্রযোজক পরিবেশন কোম্পানী ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অর্ন্তগত সকল পর্যায়ের বিজ্ঞাপনী সংস্থা, প্যাকেজ অনুষ্ঠান নির্মাতার কর মামলাসমূহ। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অর্ন্তগত সকল চলচিত্র প্রযোজক পরিবেশনদের কর মামলাসমূহ। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অর্ন্তগত সকল চলচিত্র অভিনেতা, অভিনেত্রী, রেডিও ও টেলিভিশন শিল্পীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'D' দ্বারা আরম্ভ কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত	

কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার "I" দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'D' দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলায় কর্মরত Grameenphone এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ- **ওয়ার্ড নং-৪২-** লক্ষিবাজার, বাহাদুরসাহেব বাজার, রায়সাহেব বাজার সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪৩-** পারিদাস রোড, রুপচান লেন, বিকেকুমার দাস লেন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪৪:** কাঠের পুল লেন (বানিয়া নগর), ঠাকুরদাস লেন, জাস্টিন লালমোহন দাস লেন, ঋষিকোষ দাস রোড, বেগমগঞ্জ লেন, মিউনিসিপ্যাল স্টাফ কোয়ার্টার (বানিয়া নগর), তনুগঞ্জ লেন, ওয়াল্টার রোড, রেবতী মোহন দাস রোড (হোল্ডিং নং-১-১৭৫) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪৫ :** ডিষ্ট্রিলারী রোড, দীন নাথ সেন রোড, কেশব ব্যানার্জী রোড (হোল্ডিং নং-৯২-৯৯), শশীভূষণ চ্যাটার্জী লেন, রজনী চৌধুরী	

কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		রোড, সাবেক শরাফৎগঞ্জ লেন, সত্যেন্দ্র কুমার দাস রোড) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪৬:** মিল ব্যারাক এ্যান্ড পুলিশ লাইন, কেশাব ব্যানার্জী রোড (হোল্ডিং নং-১-৮৭/২), অক্ষয় দাস লেন, শাখারী নগর লেন, হরিচরণ রায় রোড (হোল্ডিং নং-১-১৪, ৪৯-৫৬), আলমগঞ্জ রোড, ঢালকানগর লেন (হোল্ডিং নং-১-৪৪, ৭১-১০৫), সতীশ সরকার রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪৭:** লাল মোহন পোদ্দার লেন, পোস্তগোলা, ঢাকা কটন মিলস, হরিচরণ রায় রোড (হোল্ডিং নং-১৫-৪৮), বাহাদুরপুর লেন, গেন্ডারিয়া রাজউক প্লট ১ এবং ২, নবীন চন্দ্র গোস্বাসী রোড, ফরিদাবাদ লেন, বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী, ঢালকা নগর লেন (হোল্ডিং নং-৪৫-৭০) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ঢাকা জেলার ১। লভাংশ/ডিভিডেন্ড – (ধারা- ১১৭)।	

কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘G’ এবং ‘W’ দ্বারা আরম্ভ কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	

কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “J” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘G’ এবং ‘W’ দ্বারা আরম্ভ লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। সকল প্রকার প্রাইভেট সিকিউরিটিজ সার্ভিস এ ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-৩:** সেকশন-১০, ব্লক-এ, ব্লক-সি, ব্লক-ডি, সেকশন-১১, ব্লক-সি, রোড/এভিঃ-৫, মদিনা নগর, এভিনিউ-৩ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং- ৪:** সেকশন-১৩, সেকশন-১৩/এ, ১৩/বি, টিনসেড, সেকশন-১৪, বাইশটেকী, সেকশন-১৫। **ওয়ার্ড নং- ১৪:** রোকেয়া স্মরণী, মিরপুর রোড, সেনপাড়া পর্বতা, কাজীপাড়া (পশ্চিম ও পূর্ব), শেওড়াপাড়া (পশ্চিম ও পূর্ব) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং- ১৫:** মানিকদী, মাটিকাটা, বালুঘাট, লালারসই, ধামালকোর্ট, আলুব্দীরটেক, বাইগারটেক, বারনটেক, ভাষানটেক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-১৬:** কাফরুল, উত্তর কাফরুল, দক্ষিণ কাফরুল, পশ্চিম কাফরুল (তালতলা), ইব্রাহিমপুর, কচুক্ষেত রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৫	উৎসে কর	ঢাকা জেলার কাস্টম হাউজ পণ্য আমদানি (ধারা ১২০)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা সিভিল ডিভিশনে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল প্রাইভেট সিকিউরিটিজ সার্ভিস প্রতিষ্ঠান ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত পর্যায় নির্বিশেষে সকল ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি), সাইবার ক্যাফে, ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, কম্পিউটার ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ আমদানীকারক, সফটওয়্যার ডেভেলপার, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ই-কমার্স, কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত কোম্পানী পর্যায়ভুক্ত সকল ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি), সাইবার ক্যাফে, ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডার, কম্পিউটার ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ আমদানীকারক, সফটওয়্যার ডেভেলপার, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ই-কমার্স	

<u>**কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা (পুনর্গঠিত)**</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন বাংলাদেশ অনলাইন লি: ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৩	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহ: **ওয়ার্ড নং-৬:** মুগদাপাড়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৭:** মানিকনগর, মানিকনগর মিয়াজান লেন, কাজিরবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৮:** বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী এবং সোনালী ব্যাংক কলোনী, আর,কে মিশন রোড গোপীবাগ, কমলাপুর, মতিঝিল, বি, রেলওয়ে ব্যারাক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৯:** আরামবাগ, ফকিরাপুল, ফকিরাপুল বাজার এলাকা, মতিঝিল সি/এ, দিলকুশা সি/এ, বঙ্গভবন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪৯-** ব্রাক্ষ্মণ চিরন, ধলপুর সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৪	উৎসে কর	১। ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হতে – (ধারা ১২২)। ২। আর্ন্তজাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ – (ধারা ১০৮ - সমগ্র বাংলাদেশ)।	

কর অঞ্চল-১৬, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার A দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (An-Az) এবং ‘U’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “L” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার A পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (An-Az) এবং ‘U’ বর্ণমালা দিয়ে শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ডাক্তার ও নার্স ব্যতীত ঢাকা জেলায় কর্মরত ইংরেজী বর্ণমালা N হইতে Z দিয়ে শুরু বেসামরিক সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পেনশনভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সকল কর মামলাসমূহ। ৩। অটোমোবাইলস কোম্পানীতে ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৪। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন আফতাব অটোমোবাইলস্ লি:, উত্তরা অটোমোবাইলস্ লি:, এটলাস বাংলাদেশ লি:, নিলয় মটরস লি:, উত্তরা মটরস লি:, প্যাসিফিক মটরস লি: এ ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১৬, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নবর্ণিত ওয়ার্ডসমুহঃ **ওয়ার্ড নং-২২** রামপুরা, উলন, বাগিচার টেক, নাছিরের টেক, ওমর আলী লেন, পশ্চিম হাজীপাড়া, বাড্ডা টু গুলশান-১ লিংক রোড সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২৩** খিলগাঁও 'বি' জোন, খিলগাঁও পূর্ব হাজীপাড়া, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া (নূর মসজিদের উত্তর মহল্লাসহ), মালিবাগ ও মালিবাগ বাজার রোড, (সবুজবাগ অংশ) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২৪** তেজগাঁওশিল্পএলাকা, বেগুনবাড়ী, কুনিপাড়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২৫** নাখালপাড়া, আরজতপাড়া, সিভিল এভিয়েশন ষ্টাফ কোয়ার্টার সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২৬** কারওয়ান বাজার বানিজ্যিক এলাকা, কারওয়ান বাজার লেন, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, গ্রীন রোড, তেজতুরী বাজার পূর্ব, তেজতুরী বাজার পশ্চিম, স্টেশন রোড, তেজকুনীপাড়া (শহীদ বীর উত্তম জিয়াউর রহমান সড়ক, বসুন্ধারা সিটি মার্কেট সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৫** বড়মগবাজার, দিলুরোড, নিউ ইস্কাটন রোড, পশ্চিম মগবাজার, মধ্য পেয়ারাবাগ, গ্রীনওয়ে, উত্তর নয়াটোলা ১ম ভাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৬** মিরেরটেক, মিরবাগ, মধুবাগ, উত্তর নয়াটোলা ২য় ভাগ, পূর্ব নয়াটোলা,	

কর অঞ্চল-১৬, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		দক্ষিণ নয়াটোলা, মগবাজার ওয়ারলেস কলোনী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ঢাকা জেলার সম্পত্তি হস্তান্তর (ধারা-১২৫)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সকল অটোমোবাইলস ।	

কর অঞ্চল-১৭, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘L’ এবং S দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (Sn-Sz) দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “P” ও “Q” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘L’ এবং S দ্বারা আরম্ব পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (Sn-Sz) দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন অলটেক্স ফেব্রিক্স লি:,	

কর অঞ্চল-১৭, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		অলটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, এপেক্স স্পিনিং এন্ড নিটিং মিলস্ লি:, এশিয়ান টেক্সটাইল মিলস্ লি:, বেক্সিমকো সিনথেটিক লি:, আলিফ ম্যানুফ্যাকচারিং, কোটস বাংলাদেশ লি:, হংকং সাংহাই মানজালা টেক্সটাইল লি:, টেকনো টেক্সটাইল মিলস লি:, শামীম কম্পোজিট মিলস লি:, স্কয়ার টেক্সটাইল লি:, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি লি:, এ্যাপেক্স উইভিং এন্ড ফিনিসিং মিলস লি:, পদ্মা পলিকন নিট ফেব্রিকস লি:, রাসেল স্পিনিং মিলস লি:, সিলভার লাইন কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলস লি:, রবিটেক্স বাংলাদেশ লি:, অটো স্পিনিং লি:, নিউ ঢাকা ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, প্রাইম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস লি:, রিলায়েন্স স্পিনিং মিলস লি:, হানিফ স্পিনিং মিলস লি: সহ অন্যান্য টেক্সটাইল কোম্পানিতে ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলার সকল টাগ, কার্গো, লঞ্চ, বাল্কহেড এ কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নবর্ণিত ওয়ার্ডসমুহঃ **ওয়ার্ড নং-২৩:** লালবাগ রোড (হোল্ডিং নং-১৫৮-২৫৬), মেডিকেল ষ্টাফ কোয়ার্টার থেকে বিডিআর গেট নং-১, কাশ্মীরী টোলা লেন, হোসেন উদ্দীন খান লেন, ডুরি আঙ্গুল লেন, নবাবগঞ্জ রোড, নবাবগঞ্জ লেন, আব্দুল আজিজ লেন,	

কর অঞ্চল-১৭, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ললিত মোহন দাস লেন, এম,সি রায় রোড, নতুন পল্টন লাইন, পিল খানা রোড, সুবল দাস রোড (হোল্ডিং নং-৪৭, ৪৮ এবং ৪৯) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২৪:** জগন্নাথ সাহা রোড (হোল্ডিং নং- ১১৪-৩১৫), শহীদ নগর, রাজ নারায়ন ধার রোডসহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২৯:** ইসলাম বাগ, শায়েস্তা খান রোড, রহমতগঞ্জ লেন, ওয়াটার ওয়ার্কস রোড, হাজী বালু রোড, গণি মিঞার হাট, ফরিয়া পট্টি সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫৫:** ঝাউচর, ঝাউলাহাটি, নয়াগাঁও, হাসান নগর, মুন্সীহাটি, মুন্সীহাটি নদীর পার, মুনসুর বাগ, সিরাজনগর, নবীনগর, ট্যাকের হাটি, আমিনবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫৬:** পশ্চিম রসুলপুর, পূর্ব রসুলপুর, দক্ষিণ রসুলপুর, বড়গ্রাম পশ্চিম, বড়গ্রাম, ইসলামনগর, আলীনগর, হুজুরপাড়া, পশ্চিম আশ্রাফাবাদ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫৭:** আহছানবাগ, মমিনবাগ, আশ্রাফাবাদ, দুখুরিয়া, জঞ্জাল বাড়ী, কুমিল্লা পাড়া, রহমতবাগ, বাগচান খাঁ পশ্চিম, বাগচাঁন খাঁ (পূর্ব) (১ম অংশ) এটিএমবুথ গলি-ভাষা আন্দোলন স্কুল-রফিকুল ইসলাম রোড, মনির চেয়ারম্যান গলির দক্ষিণাংশ, বাগচান খাঁ (পূর্ব) (২য় অংশ) এটিএমবুথ গলি-ভাষা আন্দোলন	

কর অঞ্চল-১৭, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		স্কুল-রফিকুল ইসলাম রোড-মনির চেয়ারম্যান গলির উত্তরাংশ, হাসলাই, মুসলিমবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	১।ইংরেজী বর্ণমালার G হইতে P অক্ষর দ্বারা শুরু সকল ব্যাংক ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়ী আমানত এবং স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ (ধারা-১০২)। ২। নৌযান পরিচালনা হতে অগ্রিম কর (ধারা-১৩৯)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা জেলার সকল টাগ, কার্গো, লঞ্চ, বাল্কহেড মালিকদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'J' এবং 'M' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (Mn-Mz) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার "T" দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	

<u>**কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)**</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'J' এবং 'M' দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (Mn-Mz) পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন মার্চেন্টব্যাংক এবি ইনভেস্টমেন্ট লি:, অগ্রণী ইকুইটি এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, অগ্রনী এসএমই ফাইন্যান্স কোম্পানি লি:, এআইবিএল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি:, এআইবিএল ক্যাপিটাল মার্কেট সার্ভিসেস লি:, আল ফালাহ ইসলামী ফাইনান্স ইনভেস্টমেন্ট লি:, সিটিগ্রুপ গ্লোবাল মার্কেট বাংলাদেশ প্রা: লি:, বেনকো ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, বিডি ফাইনান্স ক্যাপিটাল হোল্ডিং লি:, বিডি ফাইনান্স সিকিউরিটিজ লি:, বিডিবিএল সিকিউরিটিজ লি:, বিএল আই ক্যাপিটাল লি:, ইউনিক্যাপ ইনভেস্টমেন্ট লি:, ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লি;, ফারইস্ট কমার্স এন্ড ফ্যাইন্যান্স লি;, ফাস ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, ফাস্ট সিকিউরিটিজ ইসলামি ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি:, আইডিএলসি ইনভেস্টমেন্ট লি:, আইএফআইসি সিকিউরিটিজ লি:, আইআইডিএফসি ক্যাপিটাল লি:, পিএলএফএস ইনভেস্টমেন্ট লি;, প্রিমিয়ার ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট	

কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		লি:, প্রিমিয়ার ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি:, প্রাইম ব্যাংক ইনভেস্টমেন্ট, ইসি সিকিউরিটিজ লি:, এভারগ্রীন ইসলামী ফাইনান্স লি:, এক্সিম ইসলামী ইনভেস্টমেন্ট লি:, লংকা বাংলা ইনভেস্টমেন্ট লি:, রেচ পোর্টফলিও এন্ড ইস্যু ম্যানেজমেন্ট লি:, রেচ পোর্টফলিও এন্ড ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, রুটস ইনভেস্টমেন্ট লি:, রুপালিব্যাংক সিকিউরিটিজ লি:, রূপালি ইনভেস্টমেন্ট লি:, ইবিএল ইনভেস্টমেন্ট লি:, দি সিটি ব্যাংক ক্যাপিটাল রিসোর্সেস লি:, ব্যাংক এশিয়া সিকিউরিটিজ লি:, ঢাকা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি:, বেটা ওয়াল ইনভেস্টমেন্ট লি:, ওয়ান সিকিউরিটিজ লি:, ট্রাস্ট ব্যাংক ইনভেস্টমন্ট, এনবিএল ক্যাপিটাল এন্ড ইকুইটি ম্যানেজমেন্ট লি:, এনডিবি ক্যাপিটাল লি:, এনসিসিবি ক্যাপিটাল লি:, ব্রাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্ট লি:, ব্রাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লি:, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং সিকিউরিটিজ লি:, শাহাজালাল ইসলামী ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি:, এসআইবিএল ইনভেস্টমেন্ট লি:, এনএলআই সিকিউরিটিজ লি:, এসআইবিএল সিকিউরিটিজ লি:, হাল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি:, জিএসপি ইনভেস্টমেন্ট লি:, মেসার্স স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি:, মেসার্স উত্তরা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি:, মার্কেন্টাইল ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি;, মনজিল ফাইনান্স এন্ড	

কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ইনভেস্টমেন্ট লি:, এমটিবি ক্যাপিটাল লি:, এনডিবি ক্যাপিটাল লি:, সন্ধানী লাইফ ফাইনান্স লি:, এসবিএল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি:, সোনালি ইনভেস্টমেন্ট লি:, সাউথইস্ট ব্যাংক ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লি:, এশিয়ান টাইগার ক্যাপিটাল পার্টনার্স ইনভেস্টমেন্ট লি:, সিটিজেন সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, ইসলামী ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি:, হজ্ব ফিনান্স লি:, ইউবি ক্যাপিটাল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, ইউনিকর্ন ইকুইটি লি:, কমার্স ব্যাংক সিকিউরিটিজ এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, আইএল ক্যাপিট্যাল লি:, যমুনা ব্যাংক ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লি:, জনতা ক্যাপিটাল ইনভস্টমেন্ট লি:, এনসিসিবি সিকিউরিটিজ এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লি:, এএফসি ক্যাপিটাল লি:, ব্লু চিপ সিকিউরিটিজ লি:, ইস্টার্ন ক্যাপিটাল লি:, যমুনা ব্যাংক সিকিউরিটিজ লি:, বেঙ্গল ইনভেস্টমেন্ট লি:, এ্যাবাসি ইনভেস্টমেন্ট লি:, এ্যাবসি ইনভেস্টমেন্ট লি:, বিএমএসএল ইনভেস্টমেন্ট লি: সহ অন্যান্য মার্চেন্ট ব্যাংকে ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলার পর্যায় নির্বিশেষে কমিউনিটি সেন্টারে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৪। ঢাকা জেলার পর্যায় নির্বিশেষে বিউটি পার্লারে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

<u>**কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)**</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-৬২:** উত্তর কুতুবখালী, দক্ষিণ কাজলা, দক্ষিণ কাজলা (নয়ানগন), ছনটেক, শেখদী, গোবিন্দপুর, উত্তর রায়েরবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৬৫:** মোমেনবাগ, আদর্শবাগ, রহমতপুর, মধুবাগ, মুসলিমনগর, মোগল নগর, খুরিয়াপাড়া, কেরানী পাড়া, দক্ষিণ পাড়া, ভূইয়া বাড়ী, খানবাড়ী, রায়ের বাগ, হাশেম রোড, রায়েরবাগ খানকা, মাতুয়াইল মেডিকেল ও সাদ্দাম মার্কেট, তুষারধারা, গিরিধারা ও বিশ্ব রোডের দক্ষিণ অংশ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৬৬:** ডগাইর (পূর্ব) পুরাতন (৭নং ওয়ার্ড অংশ), বামৈল, ডগাইর (পুর্ব) পুরাতন (৮নং ওয়ার্ড অংশ), ডগাইর পশ্চিম পাড়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৬৭ :** শকুরসী জোকা, সান্দিরা জোকা তিতাস কলোনী, সান্দিরা জোকা মৌজার অংশ (পূর্ব পশ্চিম বক্সনগর ও করিম কলোনী), সারুলিয়া টেংরা (দক্ষিণ, পশ্চিম ও বাহির) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৬৮:** সারুলিয়া টেংরা করিম জুট মিলস এলাকা (১নং ওয়ার্ড অংশ), সারুলিয়া টেংরা করিম জুট মিলস এলাকা (৫নং ওয়ার্ড অংশ), গোপ দক্ষিণ হাজী	

কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		নগর, সারুলিয়া টেংরা (দক্ষিণ, পশ্চিম ও বাহির টেংরা রসুল নগর) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	১। সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হতে কর্তন-(ধারা-৯০) (৩) ক্যাটারিং; ক্লিনিং; সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি; ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; জনবল সরবরাহ; ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; জনসংযোগ; ইভেন্ট পরিচালনা; প্রশিক্ষণ; কর্মশালা পরিচালনা; কুরিয়ার সার্ভিস; প্যাকিং এবং শিফটিং; বা একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা (৪) মিডিয়া ক্রয়ের এজেন্সি সেবা, (৫) ইন্ডেটিং কমিশন (৬) মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী, (৮) ক্রেডিট রেটিং সার্ভিস (৯) মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ, (১০) ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড (১১) শিপিং এজেন্সি কমিশন, (১২) স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেশন কমিশন (১৩) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়াকিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যে কোন প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্লাটফর্ম (১৪) বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিয়োজিত হুইলিং চার্জ (১৫) ইন্টারনেট	

কর অঞ্চল-১৮, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		(১৬) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা অথবা তাদের চ্যানেল পার্টনারদের সার্ভিস ডেলিভারি এজেন্ট (১৭) ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ এ সুনির্দিষ্টকৃত নয় এমন যেকোনো সেবা (ধারা ৯০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৪) ২। সংসদ সদস্যদের সম্মানী হতে (ধারা-৮৭)। ৩। কোনো সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হতে প্রেরিত আয় – (ধারা-১২৪)। ৪। ভাড়া হতে আয় – (ধারা ১০৯)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা সিভিল ডিভিশনে প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এইরুপ সকল কমিউনিটি সেন্টার ও তাদের পরিচালকদের কর মামলাসমুহ। ২। ঢাকা জেলার সকল বিউটি পার্লার।	

কর অঞ্চল-১৯, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘P’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন	

		তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার "K" দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১) ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'P' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২) বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন দাইউ বাংলাদেশ লি:, বাংলাদেশ ডায়িং এন্ড ফিনিসিং ইন্ড: লি:, সুচিন কোম্পানি বিডি লি:, দাদা ঢাকা লি:, আকিজ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ট্যানারি, এ্যাপেক্স ট্যানারি লি:, শিপিং লাইনস, এইচ আর সি শিপিং লাইনস লি:, এইচ আর সি শিপিং লি:, ট্রিপল সুপার ফসফেটস্ লি:, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ, বাটারফ্লাই মার্কেটিং লি:, রহিম আফরোজ ব্যাটারি লি:, কাসেম ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, রোজ হ্যাভেন বলপেন লি; ফুটওয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং, এপেক্স ফুটওয়ার লি:, বাটা সু কোম্পানি লি:, এক্সেলসওর সুজ লি;, মার্ক বাংলাদেশ শিল্প এন্ড ইন্জিনিয়ারিং লি:, হার্ডবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারিং, আকিজ পার্টিকেল বোর্ড লি:, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ড্রষ্ট্রিজ লি:, নাভানা লি:, এমজেএল বাংলাদেশ লি:, ফ্লোরা লি:, রহিম আফরোজ ডিস্ট্রিবিউশন লি:, রংপুর ফাউন্ড্রি লি:, মিরাকল ইন্ডাষ্ট্রিজ লি:, আগোরা লি:, ট্রান্সকম ডিস্ট্রিবিউসন লি:, ইসি সিকিউরিটিজ লি:, ইবনেসিনা পলিমার লি; বসুন্ধরা পেপার মিলস লি:, ম্যাক পেপারস ইন্ড্রাস্ট্রিজ লি:,	

		তিতাস গ্যাস লি:, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লি: মোবাইল টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানীসমূহ- (Bangladesh Tower Company Limited, TASC Summit Tower, Kirtankhola Tower Bangladesh Limited and HiTech Consortium Limited) ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নিম্নবর্ণিত ওয়ার্ডসমুহঃ **ওয়ার্ড নং-২১** উত্তর বাড্ডা, দক্ষিণ বাড্ডা, মধ্য বাড্ডা, পূর্ব মেরুল বাড্ডা, পশ্চিম মেরুল বাড্ডা এবং গুপিপাড়া বাড্ডা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৭** দাওকান্দি, টেকপাড়া বাড্ডা, সোনা কাটরা, সেকান্দারবাগ, মধ্যবাড্ডা, মোল্লাপাড়া, বেপারীপাড়া, পোস্ট অফিস রোড ও লৌহেরটেক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৮** মধ্যপাড়া, মোল্লাপাড়া, মোল্লাপাড়া আদর্শ নগর, উত্তরবাড্ডা পূর্বপাড়া, উত্তরবাড্ডা ময়নারটেক, বাওয়ালীপাড়া, উত্তরবাড্ডা পূর্বপাড়া (আব্দুল্লাহবাগ), উত্তরবাড্ডা মিছরী টোলা, উত্তরবাড্ডা হাজীপাড়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩৯**- পশ্চিম নুরের চালা, পূর্ব নুরের চালা। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন- **ওয়ার্ড -৩** মেরাদিয়াসহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা।**	

৫	উৎসে কর	১। ঢাকা জেলার অধিগ্রহনকৃত সম্পত্তির বিপরীতে ক্ষতিপূরন প্রদান (ধারা-১১১)। ২। সিগারেট উৎপাদনকারী (ধারা ১২৯)। ৩। নিবাসী করদাতার জাহাজ ব্যবসা – (ধারা ১৩২)। ৪। ঢাকা জেলার সম্পত্তি ইজারার বিপরীতে উৎসে কর – (ধারা-১২৮)।	

কর অঞ্চল-২০, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'I' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার "M" দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'I' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ইংরেজী বর্ণমালার Q হইতে Z দ্বারা আরম্ভ সকল বেসরকারি ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের ঢাকায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত পর্যায় নির্বিশেষে সকল সি এন্ড এফ	

		এজেন্ট, ফ্রেইট হ্যান্ডলার ও তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলা সমূহ। ৪। আইসিডিডিআরবি তে কর্মরত সকল কর্মকর্তা /কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নিম্নবর্ণিত ওয়ার্ডসমুহঃ **ওয়ার্ড নং-৪০** দয়াগঞ্জ রোড, দয়াগঞ্জ হাটলেন, দয়াগঞ্জ জেলেপাড়া, নারিন্দা লেন, নারিন্দা রোড (হোল্ডিং নং -৫৪ হতে শেষ), শরৎ ্গুপ্ত রোড, বসু বাজার লেন, মুনির হোসেন লেন, শাহ্ সাহেব লেন, মেথরপটিধ (উত্তর ও দক্ষিন), ্গুরুদাস সরকার লেন, করাতিটোলা লেন, স্বামীবাগলেন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫০ :** পশ্চিম যাত্রাবাড়ী, এন্ড উত্তর-পশ্চিম যাত্রাবাড়ী, উত্তর যাত্রাবাড়ী, দক্ষিণ-পূর্ব যাত্রাবাড়ী ওয়াপদা কলোনী, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫৯ :** চাকদাহ, ঢাকা ম্যাচ, রাজউক ২য় পর্ব, ওয়াসা কলোনী, মুন্সিখোলা তেলকল, পূর্ব কদমতলী, মোহাম্মদবাগ, মেরাজনগর সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৬০ :** নুরপুর-১, নুরপুর-২, পাটেরবাগ, মুক্তধারা, ইসলামবাগ (রসুলবাগ, রহমতবাগ, শাহজালালবাগ), পলাশপুর, জনতাবাগ, স্মৃতিধারা, দক্ষিণ রায়েরবাগ, মেরাজনগর (দনিয়ার অংশ), মদিনাবাগ, দক্ষিণ জনতাবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৬১:** নুরবাগ, পুরাতন দনিয়া-১, পুরাতন দনিয়া-২, দক্ষিণ দনিয়া-১, দক্ষিণ দনিয়া-২, সরাই, দক্ষিণ কুতুবখালী,	

		কবিরাজবাগ, রসুলপুর (৩নং ওয়ার্ড অংশ), রসুলপুর (৪নং ওয়ার্ড অংশ), দাসপাড়া, নয়াপাড়া, উত্তর দনিয়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	ইংরেজী বর্ণমালার Q হইতে Z অক্ষর দ্বারা শুরু সকল ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয়ী আমানত এবং স্থায়ী আমানত, ইত্যাদির সুদ (ধারা-১০২)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত পর্যায় নির্বিশেষে সকল সি এন্ড এফ এজেন্ট, ফ্রেইট হ্যান্ডলার ও তাদের পরিচালক বৃন্দের কর মামলাসমূহ। ২। পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সকল স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-২১, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘B’ দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ n থেকে z (Bn- Bz) পর্যন্ত এবং ‘O’, ‘Z’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “U” ও “V” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘B’ দ্বারা আরম্ভ পরবর্তী বর্ণ ‘Bn- Bz’ পর্যন্ত এবং ‘O’,	

		‘Z’ দ্বারা দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ফার্মাসিউটিকালস লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লি:, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লি:, ওরিয়ন ইনফিউসন লি, নোভাটিজ লি:, স্কয়ার ফার্মাসিউটিকল কো: লি:, সানোফি বাংলাদেশ লি:, সোসাল মার্কেটিং কোম্পানি লি:, জেনস ফার্মাসিউটিকল লি:, দি ইবনেসিনা, এসিআই, এসেনসিয়াল ড্রাগস লি:, গন স্বাস্থ ফার্মাসিউটিক্যাল লি:, ইবনেসিনা ন্যাচারাল মেডিসিন লি:, ইবনেসিনা এপিআই লি: এর ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৪। ঢাকা জেলায় অবস্থিত নিম্নবর্ণিত স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন ও বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত(অনিবাসী করদাতা ব্যতীত) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহঃ ক) বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন খ) বিআরটিসি গ) বাংলাদেশ ওয়েল গ্যাস এন্ড মিনারেল কর্পোরেশন ঘ) বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড ঙ) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডা. কর্পো. চ) বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি কমিশন ছ) বাংলাদেশ পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড জ) বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোনস অথরিটি।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নিম্নবর্ণিত ওয়ার্ডসমুহঃ	

		ওয়ার্ড নং-১৭ খিলক্ষেত, কুড়িল, কুড়াতলী, জোয়ারসাহারা, অলিপাড়া (আংশিক), জগন্নাথপুর, , নিকুঞ্জ-১ ও ২, ও টানপাড়াসহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪০** ভাটারা (আংশিক), ছোলমাইদ, নয়ানগর উত্তর ও নয়ানগর দক্ষিণ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪১** পুকুরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, তালতলা, উত্তরপাড়া পশ্চিমাংশ, উত্তরপাড়া পূর্বাংশ, পাঁচখোলা, মেরুলখোলা, মগারদিয়া, পূর্ব পদরদিয়া, পশ্চিম পদরদিয়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪২** বড় বেরাইদ পূর্বপাড়া, বড় বেরাইদ ভূঁইয়াপাড়া, বড় বেরাইদ ঋষিপাড়া, বড় বেরাইদ আরাদ্দাপাড়া, ছোট বেরাইদ ডগরদিয়া, আশকারটেক, চান্দারটেক, পাঁচদিরটেক, হারারদিয়া, বড় বেরাইদ মোড়লপাড়া (উত্তর), বড় বেরাইদ মোড়লপাড়া (দক্ষিণ), বড় বেরাইদ আগারপাড়া, বড় বেরাইদ চটকিপাড়া, বড় বেরাইদ চিনাদিপাড়া, নিগুর অ্যাপ্লাইদ (ফকিরখালী) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	আইসিডি পণ্য আমদানি এবং পানগাঁও পণ্য আমদানি (ধারা ১২০)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	ঢাকা জেলায় যে সকল ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সে সকল ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানী ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (LTU ব্যতীত)।	

কর অঞ্চল-২২, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘E’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “N” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘E’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংকের ঢাকায় কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ৩। সকল ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনারী লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৪। পর্যায় নির্বিশেষে ঢাকা জেলার সকল ট্রাভেল এজন্সী ও জনশক্তি রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৫। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন শবনম ভেজিটাবেল অয়েল লি:, বে ফিসিং কর্পোরেশন লি:, মেঘনা	

		ভেজিটেবল ওয়েল লি: এ ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-৪৩ :** ডেলনা, তলনা, মাউসতল, পাতিরা, পিংক সিটি ও ডুমনি সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪৪ :** আমাইয়া, বড়বাড়ী, চামুরখান, কাঁচকুড়া, স্নানঘাটা, ভাটুরিয়া, পলাশিয়া, ছোট পলাশিয়া, পোড়াদিয়া, রাতুটি, ভারারদি, আক্তারটেক, বাওথার, বেতুলী, করিমের বাগ ও দোবাদিয়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪৫ :** উত্তরখান (দক্ষিণ অংশ) ও উত্তরখান (উত্তর অংশ) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪৬:** বাবুর পাড়া, বড়বাগ, ওজা পাড়া, রাজাবাড়ী, মুন্ডা পুলার টেক, ভাটুলিয়া, মাউছাইদ, বাদুরী পাড়া, চানপাড়া, ফৌজারবাড়ী, গোবিন্দপুর, খঞ্জুরদিয়া, কমুদ খোলা, মৈনারটেক, নিন্নিরটেক, নোয়াখোলা, সাওরারটেক ও উজানপুর সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪৭:** ফায়দাবাদ, কোটবাড়ী, মৌশাইর ও চালাবন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪৮:** দক্ষিণখান, সোনার খোলা, হলান, আনল, বরুয়া ও জামুন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৪৯ :** কাওলার, আশকোনা ও গাওয়াইর সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫০:** মোল্লারটেক, ইরশাল ও আজমপুর সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	
৫	উৎসে কর	১। সকল ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হতে-(ধারা ৯৫)। ২। জনশক্তি রপ্তানি – (ধারা ১২১)।	

৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সকল ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনারী লিমিটেড কোম্পানী ও তাদের পরিচালকদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলার সকল পর্যায়ের ট্রাভেল এজেন্ট ও জনশক্তি রপ্তানীকারকদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-২৩, ঢাকা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'N' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার "O" দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'N' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সোনালী ব্যাংক ব্যতীত অন্য সকল রাষ্ট্রয়াত্ব ব্যাংক এবং অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান এর ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ- **ওয়ার্ড নং-২৭:** তেস্তুরী বাজার চক, তেস্তুরী বাজার চকলেন, সজল স্কয়ার, গ্রীন রোড,	

		বীর উত্তম কে, এম, শফিউল্লাহ সড়ক, মনিপুরী পাড়া, বীর উত্তম শহীদ জিয়াউর রহমান সড়ক সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২৮:** শ্যামলী বাগ, পশ্চিম আগারগাঁও, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-২৯:** মোঃপুর ব্লক-সি, তাজমহল রোড, ব্লক-এফ, শাহজাহান রোড, মেট্রো পলিটন হাউজিং, কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, মোঃপুর-এফ, জুহুরী মহল্লাসহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩১:** আযম রোড, আসাদ এভিনিউ, রাজিয়া সুলতানা রোড, তাজমহল রোড, শেরাশাহসুরী রোড, নুরজাহান রোড, জাকির হোসেন রোড, শাহাজাহান রোড, আওরঙ্গজেব রোড ও কাজী নজরুল ইসলাম রোড ব্লক-ই সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৩২:** লালমাটিয়া ব্লক-এ, লালমাটিয়া ব্লক-বি, লালমাটিয়া ব্লক-সি, লালমাটিয়া ব্লক-ডি, লালমাটিয়া ব্লক-ই, লালমাটিয়া ব্লক-এফ, লালমাটিয়া ব্লক-জি, স্যার সৈয়দ রোড, হুমায়ন রোড, বাবর রোড, ইকবাল রোড, আওরঙ্গাজেব রোড, খিলজী রোড, আসাদ এভিনিউ, মো:পুর কলোনী, মো:পুর কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি: ব্লক-ক, গজনবী রোড, (পিসিকালচার) লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট নিউকলোনী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলা।**	
৫	উৎসে কর	১। ঢাকা জেলার সরকারের নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা পারসন কর্তৃক	

		(কোম্পানী/সমবায় সমিতি/এনজিও ব্যতীত) ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে : (ক) কোন চুক্তি সম্পাদন (অংশ ৭ এর অন্য কোনো ধারায় উল্লিখিত কোনো সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট চুক্তি ব্যতীত); (খ) পণ্য সরবরাহ; (গ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তর; (ঘ) মুদ্রণ, প্যাকেজিং বা বাঁধাই; (ধারা ৮৯ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩) মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ:- শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়।	

<u>**কর অঞ্চল-২৪, ঢাকা (নতুন অফিস)**</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	১। ঢাকা জেলার সকল পর্যায়ের আবাসিক হোটেল এবং উহাদের বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলসহ পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড পিজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলায় প্রধান কা্র্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল এন,জি,ও এবং উহাদের বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলসহ করদাতাদের কর মামলাসমূহ। ৪। ঢাকা জেলায় প্রধান কা্র্যালয় অবস্থিত এইরূপ সকল সমবায় সমিতির কর মামলাসমূহ।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'R' দ্বারা শুরু এরুপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সকল হোটেল এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সকল এন,জি,ও ও সমবায় সমিতি এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। সিমেন্ট কোম্পানীতে ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

		৪। এলটিইউ এর অধিক্ষেত্রাধীন আকিজ সিমেন্ট কো: লি:, সিয়াম সিটি সিমেন্ট (বাংলাদেশ) লি:, নিলয় সিমেন্ট ইন্ডাষ্ট্রিজ লি:, হাইডেলবার্গ সিমেন্ট লি:, পদ্মা সিমন্ট লি:, মুন্নু সিরামিকস লি:, লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লি:, মীর সিমেন্ট লি:, সেভেন সার্কেল বাংলাদেশ লি:, আর এ কে সিরামিকস লি:, মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লি:, ফু-ওয়াং সিরামিকস লি:, হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লি:, জেমিনি সি ফুড লি:, নেসলে বাংলাদেশ লি:, ট্রান্সকম বেভারেজ লি:, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কো লি, নিউজিলান্ড ডেইরি প্রডাক্টস লি:, অলিম্পিক ইন্ডাষ্ট্রিজ লি:, বেভারেজ ডিস্ট্রিবিউসন লি: এ ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-৫১:** মীর হাজারীবাগ, ধোলাই পাড়, পাড় গেন্ডারিয়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫২:** মুরাদপুর-১ (হোল্ডিং নং-১-৪৬ বাদে), মুরাদপুর ২, ৩ এবং ৪ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫৩**: পূর্ব জুরাইন মুরাদপুর-১ (হোল্ডিং নং-১-৪৬) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫৪:** করিম উল্লারবাগ, নতুন জুরাইন আলম বাগ, পশ্চিম জুরাইন (মাজার এলাকাসহ) সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৫৮:** কদমতলী, কদমতলী শিল্প এলাকা-১, নতুন কদমতলী, নতুন শ্যামপুর, আফসার করিম রোড, বৌ-বাজার, গ্যাস পাইপ, নামা শ্যামপুর (৪নং ওয়ার্ড অংশ), বাগান বাড়ী বাগিচা, নতুন ওয়াসা রোড, নামা শ্যামপুর (৫নং ওয়ার্ড অংশ), আলী	

		বহর, রাজাবাড়ী, নতুন আলী বহর (বিক্রমপুর হাউজিং), দোলেশ্বর (১নং ওয়ার্ড অংশ), গুলবাগ সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা।**	
৫	উৎসে কর	১। নগদ রপ্তানি ভর্তুকি-(ধারা ১১২)। ২। বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে পরিশোধ-(ধারা ১১৪)। ৩। সরকারি ষ্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন (ধারা ১২৭)।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	সিমেন্ট কোম্পানী এবং তাদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

<u>কর অঞ্চল-২৫, ঢাকা (নতুন অফিস)</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘F’, ‘Q’, এবং’X’, দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত ঢাকা জেলার ইংরেজী বর্ণমালার “S” ও “W” দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। ঢাকা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘F’ ‘Q’ এবং ’X’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর ঢাকায় কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

		২। গ্রামীনফোন ব্যতীত অন্যান্য টেলিকম কোম্পানীতে ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ৩। বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর অধিক্ষেত্রাধীন টেলিটক বাংলাদেশ লি:, রবি আজিয়াটা লি:, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লি:, প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লি:, এয়ারটেল লি:, দাইউ বাংলাদেশ লি:, বাংলাদেশ ডায়িং এন্ড ফিনিসিং ইন্ড: লি:, সুচিন কোম্পানি বিডি লি:, দাদা ঢাকা লি:, আকিজ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ট্যানারি, এ্যাপেক্স ট্যানারি লি:, শিপিং লাইনস, এইচ আর সি শিপিং লাইনস লি:, এইচ আর সি শিপিং লি:, ট্রিপল সুপার ফসফেটস্ লি:, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ, বাটারফ্লাই মার্কেটিং লি: এ ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। ঢাকা জেলার সকল পর্যায়ের কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ৪। ঢাকা জেলার সকল পর্যায়ের মোবাইল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিম্নলিখিত ওয়ার্ডসমূহঃ **ওয়ার্ড নং-৪৮ :** সায়েদাবাদ, উত্তর যাত্রাবাড়ী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৬৩:** কাজলার পাড়, ভাঙ্গাপ্রেস, কাজীরগাঁও, মাতুয়াইল মাঝপাড়া, মাতুয়াইল উত্তরপাড়া, মাতুয়াইল শরীফ পাড়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৬৪:** কোনাপাড়া, পুরাতন পাড়াড গাইর, আইআরটিউবস ফ্যাক্টরী, ধার্মিক পাড়া, সিটি মিলস্, মল্লিকপাড়া, পাড়া ডগার নতুন পাড়া সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

		ওয়ার্ড নং-৬৯: কামার গোপ খলাপাড়া, কামার গোপ দক্ষিণ, ডেমরা, আহম্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিল, লতিফ বাওয়ানী জুট মিল, নড়াইবাগ, মিরপাড়া, রাজাখালী সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৭০:** দেইল্লা, পাইটি, কায়েতপাড়া, ঠুলঠুলিয়া, তাম্বুরাবাদ, নলছটা, ধীৎপুর, দূর্গাপুর, মেন্দিপুর, আমুলিয়া, শূন্যা , শূন্যা টেংরা সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৭১:** গ্রীন মডেল টাউন হতে কাজি বাড়ী, কাজি বাড়ী পশ্চিম পাশ হতে দানবের গলির পূর্ব পাশ , দানবের গলির পশ্চিম পাশ হতে হিরু মিয়া রোডের পূর্ব পাশ, হিরু মিয়া রোডের পশ্চিম পাশ হতে লাল মিয়া রোডের পূর্ব পাশ, লাল মিয়া রোডের পশ্চিম পাশ হতে মান্ডা খাল পাড় সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ওয়ার্ড নং-৭২:** মান্ডা খাল পাড় হতে সোনা মিয়া রোডের পশ্চিম পাশ, সোনা মিয়া রোডের পূর্ব পাশ হতে গনি মিস্ত্রি রাস্তার পশ্চিম পাশ, গনি মিস্ত্রি রাস্তার পূর্ব পাশ হতে জেলে পাড়া রাস্তার পশ্চিম পাশ , জেলেপাড়া রাস্তার পূর্ব পাশ হতে গ্রীন মডেল টাউন সহ ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। **ঢাকা বিভাগের মানিকগঞ্জ জেলা।**	
৫	উৎসে কর	ধারা ১২৩ এ উল্লিখিত পণ্য রপ্তানি কোম্পানি যাদের প্রথম অদ্যক্ষর N থেকে Z।	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। ঢাকা জেলার সকল পর্যায়ের কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ। ২। ঢাকা জেলার সকল পর্যায়ের মোবাইল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ও তাদের পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	

বৃহৎ করদাতা ইউনিট

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আদেশের মাধ্যমে প্রদত্ত অধিক্ষেত্র। ২। মোবাইল টাওয়ার শেয়ারিং কোম্পানীসমূহ (EDOTCO Bangladesh Limited, TASC Summit Tower, Kirtankhola Tower Bangladesh Limited and HiTech Consortium Limited)।	
২	উৎসে কর	বিদ্যমান অধিক্ষেত্র।	

কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	ভৌগোলিক	বিদ্যমান অধিক্ষেত্র	
২	উৎসে কর	ব্যক্তিগত মোটরগাড়ির মালিকগণের নিকট হতে অগ্রিম কর ও পরিবেশ সারচার্জ- (ধারা ১৫৩)।	

বিসিএস (কর) একাডেমি (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	বিশেষায়িত	১। আয়কর সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন।	

	(সমগ্র বাংলাদেশ)	২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পরিপালন।	

<u>**কর অঞ্চল- ০১, চট্টগ্রাম (পুনর্গঠিত)**</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘A’, ‘D’, ’L’, এবং ‘Q’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলার ইংরেজী বর্ণমালার A’, ‘D’, ’L’, এবং ‘Q’ দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার A’, ‘D’, ’L’, এবং ‘Q’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। ডাক্তার ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত সকল সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও পেনশনভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সকল কর মামলাসমূহ। ৩। চট্টগ্রাম জেলায় কর্মরত সামরিক সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পেনশনভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্ন লিখিত ওয়ার্ড সমূহঃ ওয়ার্ড নং- ১০: উত্তর কাট্টলী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

		ওয়ার্ড নং- ১৪: লালখান বাজার এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ২৫: রামপুর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ২৬: উত্তর হালিশহর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ২৭: দক্ষিণ আগ্রাবাদ এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৭: হালিশহর, মুনির নগর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ৩৮: দক্ষিণ মধ্য হালিশহর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ৩৯: দক্ষিণ হালিশহর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। এবং চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড, মীরসরাই, সন্দীপ উপজেলা	
৫	উৎসে কর	চট্টগ্রাম জেলার- ১। পণ্য আমদানি (ধারা ১২০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৭) ২। সরকারি ষ্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশোধিত কমিশন (ধারা ১২৭)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে চট্টগ্রাম জেলার সকল- ১। রি-রোলিং মিলস ২। শিপব্রেকিং ৩। সমবায় সমিতি ৪। এনজিও ৫। কমিউনিটি সেন্টার এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল- ০২, চট্টগ্রাম (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘J’, ‘O’, ’S’, ‘U’ এবং	

		‘Y’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী ও বান্দরবন জেলার সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলার ইংরেজী বর্ণমালার ‘J’, ‘O’, ’S’, ‘U’ এবং ‘Y’ দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘J’, ‘O’, ’S’, ‘U’ এবং ‘Y’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। চট্টগ্রাম সিভিল জেলা সদর দপ্তরে অবস্থিত সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৩। চট্টগ্রাম সিভিল জেলা সদর দপ্তরে অবস্থিত সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানীর ইন্সুরেন্স এজেন্সী/ইউনিট/এজেন্টগণের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্ন লিখিত ওয়ার্ড সমূহঃ ওয়ার্ড নং- ৭: পশ্চিম ষোলশহর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ৮: ষোলশহর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ৯: উত্তর পাহাড়তলী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ১২: সরাইপাড়া এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ১৩: পাহাড়তলী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ২১: জামাল খান এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

		এবং চট্টগ্রাম বিভাগের বান্দরবন সিভিল জেলা। চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী, বোয়ালখালি উপজেলা।	
৫	উৎসে কর	চট্টগ্রাম জেলার- ১। ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে : (ক) কোন চুক্তি সম্পাদন (অংশ ৭ এর অন্য কোনো ধারায় উল্লিখিত কোনো সেবা প্রদান সংশ্লিষ্ট চুক্তি ব্যতীত); (খ) পণ্য সরবরাহ; (গ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তর; (ঘ) মুদ্রণ, প্যাকেজিং বা বাঁধাই; (ধারা ৮৯ এবং উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩) ২। স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে : রয়্যালটিজ, ফ্র্যাঞ্চাইজ, লাইসেন্স, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, কপিরাইট, শিল্প নকশা, উদ্ভিদের জাত, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বা মেধাসত্ত্ব সংক্রান্ত অন্য কোনো সম্পত্তি অথবা অভৌত বা অমূর্ত বা নিরাকার (intangibles) বিষয় (ধারা ৯১) ৩। সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে ক্ষতিপূরণ প্রদান-(ধারা ১১১) ৪। ট্রেড লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের সময়-(ধারা ১৩১)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে চট্টগ্রাম জেলার সকল- ১। ভেজিটেবল ওয়েল ২। অনিবাসী ৩। শিপিং ফ্রেইট্ ৫। স্বর্ণ ব্যবসা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ৬। কম্পিউটার, সফটওয়ার, কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, সাইবার ক্যাফে, আই.এস.পি ব্রডব্যান্ড সংযোগকারী, ক্যাবল	

		অপারেটর; সংস্থা, পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল- ০৩, চট্টগ্রাম (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘F’, ‘G’, ’H’ এবং ‘M’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী ও রাঙ্গামাটি জেলার সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলার ইংরেজী বর্ণমালার ‘F’, ‘G’, ’H’ এবং ‘M’ দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘F’, ‘G’, ’H’ এবং ‘M’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্ন লিখিত ওয়ার্ড সমূহঃ ওয়ার্ড নং-৪: চাঁদগাঁও এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৫: মোহরা এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৬: পূর্ব হালিশহর এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৭: পশ্চিম বাকলিয়া এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৮: পূর্ব বাকলিয়া এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

		ওয়ার্ড নং-১৯: দক্ষিণ বাকলিয়া এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২০: দেওয়ান বাজার এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৫: বক্সিরহাট এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। এবং চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙ্গামাটি সিভিল জেলা ও চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া, আনোয়ারা উপজেলা	
৫	উৎসে কর	চট্টগ্রাম জেলার- ১। বিদেশী ক্রেতার্ এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক-(ধারা ১১৬) ২। সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে-(ধারা ১৩৫) ৩। কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে (ধারা ১৩৬) ৪। স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে (ধারা ১৩৭) ৫। পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন (ধারা ১১৩) ৬। বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে পরিশোধ (ধারা ১১৪) ৭। বিদেশী ক্রেতার্ এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক (ধারা ১১৬) ৮। লটারি, ইত্যাদি হইতে (ধারা ১১৮) ৯। ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে (ধারা ১২২) ১০। নৌযান পরিচালনা হতে অগ্রিম কর (ধারা ১৩৯)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে চট্টগ্রাম জেলার সকল-	

		১। সিএন্ডএফ এজেন্ট ২। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ৩। ক্লাব ৪। স্টিভেডরিং ৫। কন্টেইনার ইয়ার্ড ৬। রিকন্ডিশন গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল- ০৪, চট্টগ্রাম (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘C’, ‘E’, ’R’, ‘W’ এবং ‘X’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী ও খাগড়াছড়ি জেলার সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলার ইংরেজী বর্ণমালার ‘C’, ‘E’, ’R’, ‘W’ এবং ‘X’ দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘C’, ‘E’, ’R’, ‘W’ এবং ‘X’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্ন লিখিত ওয়ার্ড সমূহঃ ওয়ার্ড নং-২৩: উত্তর পাঠানটুলী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২৯: পশ্চিম মাদারবাড়ী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

		ওয়ার্ড নং-৩০: মাদারবাড়ী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩১: আল করণ এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৩: ফিরিঙ্গি বাজার এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪০: উত্তর পতেঙ্গা এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৪১: দক্ষিণ পতেঙ্গা এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। এবং চট্টগ্রাম বিভাগের খাগড়াছড়ি সিভিল জেলা, চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া, চন্দনাইশ উপজেলা।	
৫	উৎসে কর	চট্টগ্রাম জেলার- ১। কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি (ধারা ৯৪) ২। পোষ্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাংকে রক্ষিত অর্থের উপর সুদ (ধারা ১০৩) ৩। কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদান (ধারা ১১০) ৪। লভ্যাংশ (ধারা ১১৭) ৫। সিগারেট উৎপাদনকারী (ধারা ১২৯) ৬। ইট প্রস্তুতকারক (ধারা ১৩০) ৭। নিবাসী করদাতার জাহাজ ব্যবসা (ধারা ১৩২)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে চট্টগ্রাম জেলার সকল- ১। ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, আয়কর উপদেষ্টা ও আইনজীবী ২। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ৩। প্রাইভেট স্কুল, কলেজ ও কিন্ডারগার্টেন ৪। কোচিং সেন্টার, প্রশিক্ষণকেন্দ্র ৫। বিদেশী	

		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লিয়াজোঁ অফিস; সংস্থা, পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল- ০৫, চট্টগ্রাম (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'B', 'T', 'I' এবং 'V' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলার ইংরেজী বর্ণমালার 'B', 'T', 'I' এবং 'V' দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার 'B', 'T', 'I' এবং 'V' দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ। ২। বৃহৎ করদাতা ইউনিট, চট্টগ্রামের অধিক্ষেত্রাধীন কোম্পানীসমূহের চট্টগ্রামে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্ন লিখিত ওয়ার্ড সমূহঃ ওয়ার্ড নং- ১১: দক্ষিণ কাট্টলী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ১৫: বাগমনিরাম এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

কর অঞ্চল- ০৫, চট্টগ্রাম (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ওয়ার্ড নং- ২২: এনায়েত বাজার এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ২৪: উত্তর আগ্রাবাদ এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ২৮: পাঠানটুলি এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩২: আন্দরকিল্লা এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। এবং চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া, লোহাগড়া, বাশঁখালী উপজেলা।	
৫	উৎসে কর	চট্টগ্রাম জেলার ১। সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে : (১) উপদেষ্টা পরামর্শ (২) পেশাদার সেবা, প্রযুক্তিগত সেবা ফি, বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ফি (৩) ক্যাটারিং; ক্লিনিং; সংগ্রহ এবং পুনরুদ্ধার এজেন্সি; ব্যক্তিগত নিরাপত্তা; জনবল সরবরাহ; ক্রিয়েটিভ মিডিয়া; জনসংযোগ; ইভেন্ট পরিচালনা; প্রশিক্ষণ; কর্মশালা পরিচালনা; কুরিয়ার সার্ভিস; প্যাকিং এবং শিফটিং; বা একই প্রকৃতির অন্যান্য সেবা (৪) মিডিয়া ক্রয়ের এজেন্সি সেবা, (৫) ইন্ডেটিং কমিশন (৬) মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি বা সম্মানী, (৮) ক্রেডিট রেটিং সার্ভিস (৯) মোটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কশপ, (১০) ব্যক্তিগত কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড (১১) শিপিং এজেন্সি কমিশন, (১২) স্টিভডোরিং/বার্থ অপারেশন কমিশন	

কর অঞ্চল- ০৫, চট্টগ্রাম (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		(১৩) পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া, রাইড শেয়ারিং সেবা, ওয়াকিং স্পেস সরবরাহ সেবা, আবাসন সরবরাহ সেবাসহ যে কোন প্রকার শেয়ারিং ইকনোমিক প্লাটফর্ম (১৪) বিদ্যুৎ সঞ্চালনায় নিয়োজিত হুইলিং চার্জ, (১৫) ইন্টারনেট (১৬) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা অথবা তাদের চ্যানেল পার্টনারদের সার্ভিস ডেলিভারি এজেন্ট (১৭) ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ এ সুনির্দিষ্টকৃত নয় এমন যেকোনো সেবা (ধারা ৯০ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৪) ২। ভাড়া হইতে (ধারা ১০৯) ৩। ট্রাভেল এজেন্ট (ধারা ৯৫)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে চট্টগ্রাম জেলার সকল- ১। ডাক্তার ২। ফার্মাসিউটিক্যালস ৩। ক্লিনিক, হাসপাতাল, প্যাথলজি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। ৪। ট্রাভেল এজেন্ট ৫। জনশক্তি রপ্তানি ৬। প্রাইভেট সিকিউরিটি; সংস্থা, পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল- ০৬, চট্টগ্রাম (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘K’, ‘N’, ’P’ এবং ‘Z’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানী এবং উল্লিখিত কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কোম্পানী ব্যতীত চট্টগ্রাম জেলার ইংরেজী বর্ণমালার ‘K’, ‘N’, ’P’ এবং ‘Z’ দ্বারা শুরু এরূপ ঠিকাদার শ্রেণীর কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	১। চট্টগ্রাম জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ইংরেজী বর্ণমালার ‘K’, ‘N’, ’P’ এবং ‘Z’ দ্বারা শুরু লিমিটেড কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিম্ন লিখিত ওয়ার্ড সমূহঃ ওয়ার্ড নং-১: দক্ষিণ পাহাড়তলী এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-২: জালালাবাদ এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং- ৩: পাঁচলাইশ এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-১৬: চকবাজারসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। ওয়ার্ড নং-৩৪: পাথরঘাটা এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা।	

কর অঞ্চল- ০৬, চট্টগ্রাম (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ওয়ার্ড নং- ৩৬: গোসাইলভাঙা এলাকাসহ অত্র ওয়ার্ডের অন্যান্য এলাকা। এবং চট্টগ্রাম জেলার রাউজান, হাটহাজারী, ফটিকছড়ি উপজেলা।	
৫	উৎসে কর	চট্টগ্রাম জেলার ১। রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভলপার) নিকট হইতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে (ধারা ১১৫) ২। সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর (ধারা ১২৫ ও উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৬) ৩। রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীর নিকট হইতে কর (ধারা ১২৬) ও *(উৎসে কর বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৬ ক)* ৪। সম্পত্তির ইজারা হইতে (ধারা ১২৮) ৫। প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে (ধারা ১৩৩) ৬। প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে : সংবাদপত্র, সাময়িকী, বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল, বেসরকারী রেডিও স্টেশন, ইত্যাদিতে প্রচারিত বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পরিশোধ (ধারা ৯২)	
৬	বিশেষ অধিক্ষেত্র	পর্যায় নির্বিশেষে চট্টগ্রাম জেলার সকল-	

কর অঞ্চল- ০৬, চট্টগ্রাম (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		১। সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ২। সংবাদপত্র/মিডিয়া ৩। হোটেল (আবাসিক ও অনাবাসিক), রেস্ট হাউজ, গেস্ট হাউজ ৪। ফাস্টফুড, পিজাশপ, চাইনিজ, থাই, ইন্ডিয়ান হোটেল ও রেস্টুরেন্ট (দেশীয় সাধারণ মানের হোটেল/রেস্টুরেন্ট ব্যতীত) ৫। বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান;সংস্থা, পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলা সমূহ। ৬। মানি চেঞ্জার ৭। রেন্ট-এ-কার, ট্যাক্সিক্যাব, ট্যুর অপারেটর। ৭। রিয়েল এস্টেট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-ফরিদপুর (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় প্রধান	

কর অঞ্চল-ফরিদপুর (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক অধিক্ষেত্র	গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ।	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট,	

কর অঞ্চল-ফরিদপুর (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-নরসিংদী (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ,	

		এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ।	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-ময়মনসিংহ (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ।	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ।	

কর অঞ্চল-ময়মনসিংহ (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		২। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-কক্সবাজার (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	কক্সবাজার জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	কক্সবাজার জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	

৩	বৈতনিক	কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	কক্সবাজার জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ।	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-খুলনা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয়	

		যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

<u>কর অঞ্চল-যশোর (নতুন অফিস)</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত	

কর অঞ্চল-যশোর (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। যশোর, নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদাহ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-কুষ্টিয়া (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য

১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ।	

		৩। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

<u>কর অঞ্চল-রংপুর (পুনর্গঠিত)</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	

৪	ভৌগোলিক	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারি ও গাইবান্ধা জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

<u>কর অঞ্চল-বগুড়া (পুনর্গঠিত)</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড	

কর অঞ্চল-বগুড়া (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	বগুড়া, সিরাঞ্জগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	বগুড়া, সিরাঞ্জগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	বগুড়া, সিরাঞ্জগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। বগুড়া, সিরাঞ্জগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। বগুড়া, সিরাঞ্জগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-বগুড়া (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		৩। বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও জয়পুরহাট জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

র অঞ্চল-দিনাজপুর (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক	

		প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ।	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-কুমিল্লা (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক	

		তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল	

		কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

<u>**কর অঞ্চল-নোয়াখালি (নতুন অফিস)**</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন	

কর অঞ্চল-নোয়াখালি (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-পাবনা (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	পাবনা ও নাটোর জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	

২	কণ্ট্রাকটরস	পাবনা ও নাটোর জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	পাবনা ও নাটোর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	পাবনা ও নাটোর জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। পাবনা ও নাটোর জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। পাবনা ও নাটোর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। পাবনা ও নাটোর জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

<u>কর অঞ্চল-রাজশাহী (পুনর্গঠিত)</u>

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট	

		হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। রাজশাহী, নওগাঁ ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-নারায়নগঞ্জ (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	

কর অঞ্চল-নারায়নগঞ্জ (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। নারায়নগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-গাজীপুর (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল,	

কর অঞ্চল-গাজীপুর (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কন্ট্রাকটরস	গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। গাজীপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক	

কর অঞ্চল-গাজীপুর (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-সিলেট (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	

কর অঞ্চল-সিলেট (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

কর অঞ্চল-বরিশাল (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	কোম্পানিজ	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় যেসকল লিমিটেড কোম্পানীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত ঐ সকল লিমিটেড কোম্পানী এবং	

কর অঞ্চল-বরিশাল (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর বার্ধক্য তহবিল বা পেনশন তহবিল, আনুতোষিক তহবিল, স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল ও পরিচালকবৃন্দের কর মামলাসমূহ (এল.টি.ইউ ব্যতীত)।	
২	কণ্ট্রাকটরস	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এরূপ সকল ঠিকাদারী ব্যবসার কর মামলাসমূহ।	
৩	বৈতনিক	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও, সরকারি/বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমাতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর মামলাসমূহ।	
৪	ভৌগোলিক	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলার সকল আয়কর মামলাসমূহ	
৫	বিশেষ অধিক্ষেত্র	১। বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় অবস্থিত সকল পর্যায়ের সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, এনজিও কর্তৃক উৎসে আয়কর কর্তন মনিটরিং করা এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ। ২। বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না	

কর অঞ্চল-বরিশাল (পুনর্গঠিত)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
		কেন) সকল পর্যায়ের আবাসিক/অনাবাসিক হোটেল, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুড, পিৎজা সপ ইত্যাদির কর মামলাসমূহ। ৩। বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় অবস্থিত (নিবন্ধন/প্রধান কার্যালয় যেখানেই থাকুক না কেন) পর্যায় নির্বিশেষে সকল প্রাইভেট হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ক্লিনিক ও ডায়গনষ্টিক সেন্টারের কর মামলাসমূহ।	

আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	বিশেষায়িত (সমগ্র বাংলাদেশ)	১। গোয়েন্দা ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আয়কর ফাঁকি উদঘাটন ও রাজস্ব পুনরুদ্ধার। ২। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পুর্ণাঙ্গ কার্যপরিধি প্রণয়ন করা হবে।	

ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	বিশেষায়িত	১। আয়কর বিভাগের ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন যাবতীয় কার্যাবলি বাস্তবায়ন।	

	(সমগ্র বাংলাদেশ)	২। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পুর্ণাঙ্গ কার্যপরিধি প্রণয়ন করা হবে।	

উৎসে কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	বিশেষায়িত (সমগ্র বাংলাদেশ)	১। কর অঞ্চলসমূহের ডিজিটালাইজড উৎসে কর ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন ও উৎসে কর মনিটরিং সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলি। ২। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পুর্ণাঙ্গ কার্যপরিধি প্রণয়ন করা হবে।	

আন্তর্জাতিক কর ইউনিট (নতুন অফিস)

ক্রমিক নং	অধিক্ষেত্রের প্রকৃতি	প্রস্তাবিত অধিক্ষেত্র	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	বিশেষায়িত (সমগ্র বাংলাদেশ)	১। আন্তর্জাতিক চুক্তি, ট্রান্সফার প্রাইসিং ও মানি লন্ডারিং সম্পর্কিত কার্যাবলি। ২। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পুর্ণাঙ্গ কার্যপরিধি প্রণয়ন করা হবে।	

০২। কর অঞ্চল-১, ঢাকা থেকে কর অঞ্চল-২৫, ঢাকা এর অধিক্ষেত্রভুক্ত হওয়ার যোগ্য কোন এলাকা, ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানী ইত্যাদি যদি বাদ পড়ে এবং পরবর্তীতে তা প্রণিধানযোগ্য হয় তবে তা কর অঞ্চল-১, ঢাকার অধিক্ষেত্রভুক্ত বলে গণ্য হবে।

০৩। কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম থেকে কর অঞ্চল-০৬,চট্টগ্রাম এর অধিক্ষেত্রভুক্ত হওয়ার যোগ্য কোন এলাকা, ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানী ইত্যাদি যদি বাদ পড়ে এবং পরবর্তীতে তা প্রণিধানযোগ্য হয় তবে তা কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম অধিক্ষেত্রভুক্ত বলে গণ্য হবে।

০৪। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ম পর্যায়ে বিদ্যমান কর অঞ্চল-১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১১/১২/১৩/১৪/১৫, ঢাকা, কর অঞ্চল-১/২/৩/৪, চট্টগ্রাম, কর অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ/ গাজীপুর/ময়মনসিংহ/বগুড়া/রংপুর/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/কুমিল্লা, বৃহৎ করদাতা ইউনিট ও কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল, কর আপীল অঞ্চল-১/২/৩/৪, ঢাকা, কর আপীল অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম, কর আপীল অঞ্চল- খুলনা /রাজশাহী এর সাথে নবসৃষ্ট কর অঞ্চল- ১৬/১৭/১৮/১৯/২০/২১/২২/২৩/২৪/২৫-ঢাকা, কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিট, ই-ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা ইউনিট, উৎসে কর ব্যবস্থাপনা ইউনিট কার্যক্রম শুরু হবে।

০৫। ২য় পর্যায়ে কর অঞ্চল-৫/৬-চট্টগ্রাম, কর অঞ্চল- কক্সবাজার/ফরিদপুর/নরসিংদী/যশোর/কুষ্টিয়া/দিনাজপুর/নোয়াখালি এর কার্যক্রম শুরু হবে।

০৬। ৩য় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক কর ইউনিট, কর অঞ্চল-পাবনা, কর আপীল অঞ্চল- ৫/৬, ঢাকা, কর আপীল অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম, কর আপীল অঞ্চল-রংপুর এর কার্যক্রম শুরু হবে।

০৭। কর আপীল অঞ্চলসমূহের অধিক্ষেত্র আদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পরবর্তীতে প্রণীত হবে।

০৮। কর পরিদর্শন পরিদপ্তরের বিদ্যমান অধিক্ষেত্র ও কার্যপরিধি অপরিবর্তিত থাকবে।

০৯। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে। তবে ১ম পর্যায়ের নবসৃষ্ট কর অঞ্চলসমূহে আয়কর নথি বদলি, কর নির্ধারণ ও কর আহরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম আগামী ১ জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে কার্যকর হবে। ২য় পর্যায় ও ৩য় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরুর তারিখ পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারি করা হবে।

১০। ২য় ও ৩য় পর্যায়ের নবসৃষ্ট কর অঞ্চলসমূহের কার্যক্রম শুরুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত নবসৃষ্ট কর অঞ্চলসমূহের অধিক্ষেত্র বর্তমানে বিদ্যমান কর অঞ্চলসমূহের অধীনে থাকবে।

১১। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের সম্মতি ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সিদ্ধান্ত এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ জারি করা হলো।

(সৈয়দ মোহাম্মদ আবু দাউদ)
সদস্য (কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা)

অর্থ আইন, ২০২৪

৮৭। ২০২৪ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ করবর্ষের আয়কর, সারচার্জ ও কর রেয়াত।—

(১) উপ-ধারা (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ২০২৪ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনের তফসিল-২ এর প্রথম অংশে নির্দিষ্ট করহার অনুযায়ী আয়কর ধার্য হইবে।

(২) যে সকল ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর তফসিল প্রযোজ্য হইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে আরোপণযোগ্য কর উক্ত তফসিল অনুসারেই ধার্য করা হইবে, কিন্তু করহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৩) আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ অনুসারে কর কর্তনের নিমিত্ত বর্ণিত হার বা অগ্রিম কর পরিশোধের হার ২০২৪ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ আয়বর্ষে হইতে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) এই ধারায় এবং এই ধারার অধীন আরোপিত আয়কর হারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত "মোট আয়" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধান অনুসারে নিরূপিত মোট আয়।

(৫) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৪ সালের ১ জুলাই হইতে আরব্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-২ এর দ্বিতীয় অংশে ও তৃতীয় অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী সারচার্জ ধার্য হইবে।

(৬) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৪ সালের ১ জুলাই হইতে আরব্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-২ এর চতুর্থ অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

(৭) এই আইনের ধারা ৫৪ এর দফা (ক) ও (খ) এর বিধানাবলির ফলে উদ্ভূত ন্যূনতম করদায় ১ জুলাই, ২০২৪ তারিখে আরব্ধ করবর্ষ হইতে প্রযোজ্য হইবে না।

৮৮। ২০২৫ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ করবর্ষের আয়কর, সারচার্জ ও কর রেয়াত।—

(১) আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ২০২৫ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনের তফসিল-৩ এর প্রথম অংশে নির্দিষ্ট করহার অনুযায়ী আয়কর ধার্য হইবে।

(২) এই ধারায় এবং এই ধারার অধীন আরোপিত আয়কর হারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত "মোট আয়" অর্থ আয়কর আইন, ২০২৩ এর বিধান অনুসারে নিরূপিত মোট আয়।

(৩) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৫ সালের ১ জুলাই হইতে আরব্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-৩ এর দ্বিতীয় অংশে ও তৃতীয় অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী সারচার্জ ধার্য হইবে।

(৪) আয়কর আইন, ২০২৩ এর আওতায় ২০২৫ সালের ১ জুলাই হইতে আরব্ধ করবর্ষের জন্য কোনো কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তফসিল-৩ এর চতুর্থ অংশে নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

(৫) এই আইনের তফসিল-৩ এর নিমিত্ত আয়কর আইন, ২০২৩ এর অংশ ৭ অনুসারে কর পরিশোধের বিধানাবলি ২০২৪ সালের ১ জুলাই তারিখে আরব্ধ আয়বর্ষ হইতে প্রযোজ্য হইবে।

(৬) এই আইনের ধারা ৫৪ এর দফা (ক) ও (খ) এর বিধানাবলির ফলে উদ্ভূত ন্যূনতম করদায় ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে আরব্ধ করবর্ষ হইতে প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল-২

(ধারা ৮৭ দ্রষ্টব্য)

১ জুলাই, ২০২৪ তারিখে আরদ্ধ করবর্ষের জন্য আয়করের হার

প্রথম অংশ

অনুচ্ছেদ-ক

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২(৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের (person) মধ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীসহ সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

-৬-

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	৫%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	২৫%

তবে শর্ত থাকে যে,-

(ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,০০,০০০/- টাকা;

(খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,৭৫,০০০/- টাকা;

(গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,০০,০০০/- টাকা;

(ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০/- টাকা অধিক হইবে; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;

(ঙ) বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ সকল করদাতার জন্য এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না;

(চ) মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করিলে ন্যূনতম করের পরিমাণ কোনোভাবেই নিম্নরূপে বর্ণিত হারের কম হইবে না, যথা:-

এলাকার বিবরণ	**ন্যূনতম কর (টাকা)**
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন , ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০/-
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০/-

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) বলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ মোতাবেক প্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

অনুচ্ছেদ-খ

কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, তহবিল এবং অন্যান্য সত্তা যাহাদের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ-ক প্রযোজ্য হইবে না সেই সকল প্রত্যেক করদাতা, যাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) অনুযায়ী কর আরোপিত হয়, তাহাদের মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(১) ‘‘যে কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত সেই কোম্পানি হইতে লব্ধ লভ্যাংশ আয় ব্যতিরেকে অন্য’’ সর্ব প্রকার আয়ের উপর-

(ক) দফা (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) তে বর্ণিত কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্র ব্যতীত-

(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded company কোম্পানির যাহাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public	উক্ত আয়ের ২২.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য

	Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে-	আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হইবে;
(আ)	এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded company কোম্পানির যাহাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২২.৫% হইবে;
(ই)	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত এক ব্যক্তি কোম্পানির (OPC) ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ২২.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার

	অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হইবে;
(ঈ) উপ-দফা (অ), (আ) ও (ই) তে উল্লিখিত কোম্পানি ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩১) এ সংজ্ঞায়িত অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে;
(খ) ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত):	
(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company-	উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
(আ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company নহে:	উক্ত আয়ের ৪০%;
(গ) মার্চেন্ট ব্যাংক এর ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
(ঘ) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানির ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৪৫%;

(ঙ)	মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির ক্ষেত্রে –	উক্ত আয়ের ৪৫%: তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকিতে পারিবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করত: Publicly traded company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হইবে ৪০%: আরও শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offering (IPO) এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে;
(২)	কোম্পানি এবং ব্যক্তিসংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৩০%;

(৩)	কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৪৫%;
(৪)	কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%: তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে;
(৫)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২০%;
(৬)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্বৃত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ১৫%;

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে "**publicly traded company**" বলিতে এইরূপ কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে যাহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয়বর্ষের আয়কর নির্ধারণ করা হইবে সেই আয়বর্ষ সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানিটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ
সারচার্জের হার

অনুচ্ছেদ ক

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being individual) এর ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক)নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৪ (চার) কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে; বা, স্বীয় নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮,০০০বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

ব্যাখ্যা।— এই অনুচ্ছেদে-

(১) “নিট পরিসম্পদের মূল্যমান” বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নিট পরিসম্পদের মূল্যমান (total net worth) বুঝাইবে; এবং

(২) “মোটর গাড়ি” বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ খ

(১) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

(২) কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

তৃতীয় অংশ
পরিবেশ সারচার্জের হার

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি (any individual) যাহার নামে একাধিক মোটর গাড়ি (অতঃপর গাড়ি বলিয়া উল্লিখিত) রহিয়াছে, তাহার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত গাড়ির বিপরীতে উল্লিখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	**মোটর গাড়ির বর্ণনা**	**পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)**
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য -১১-	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০
৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যেই গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হইবে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

(খ) পরিবেশ সারচার্জ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত হইবে;

(গ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইলে যেই অর্থ বৎসরে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী অর্থ বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্যহারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঘ) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = বিগত বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,

খ = যেই বৎসরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিবেন সেই অর্থ বৎসরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;

(ঙ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হইলে উপ-কর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে উহা আদায় করিবেন;

(চ) এই অংশের অধীনের প্রদেয় পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্য কোনো প্রকারের কর বা সারচার্জের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে না;

(ছ) এই অংশের উদ্দেশ্যে “মোটর গাড়ি” বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চতুর্থ অংশ
কর রেয়াত

(১) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

(২) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

তফসিল-৩

(ধারা ৮৮ দ্রষ্টব্য)

১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে আরব্ধ করবর্ষের জন্য আয়করের হার

প্রথম অংশ

অনুচ্ছেদ-ক

আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২(৬৯) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তিগণের (person) মধ্যে অনিবাসী বাংলাদেশীসহ সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি (individual), হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ও অংশীদারি ফার্মের ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	৫%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর --	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২০%
(চ) পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর--	২৫%
(ছ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর --	৩০%

:

তবে শর্ত থাকে যে,-

(ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,০০,০০০/- টাকা;

(খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৪,৭৫,০০০/- টাকা;

(গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা হইবে ৫,০০,০০০/- টাকা;

(ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০/- টাকা অধিক হইবে; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করিবেন;

(ঙ) বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ সকল করদাতার জন্য এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হইবে না;

(চ) মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করিলে ন্যূনতম করের পরিমাণ কোনোভাবেই নিম্নরূপে বর্ণিত হারের কম হইবে না, যথা:-

এলাকার বিবরণ	**ন্যূনতম কর (টাকা)**
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন , ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০/-
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০/-

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (person with disability) বলিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ মোতাবেক প্রতিবন্ধী হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে বুঝাইবে;

অনুচ্ছেদ-খ

কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ট্রাস্ট, তহবিল এবং অন্যান্য সত্তা যাহাদের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ-ক প্রযোজ্য হইবে না সেই সকল প্রত্যেক করদাতা, যাহাদের ক্ষেত্রে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) অনুযায়ী কর আরোপিত হয়, তাহাদের মোট আয়ের উপর করহার নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(১) ''যে কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত সেই কোম্পানি হইতে লব্ধ লভ্যাংশ আয় ব্যতিরেকে অন্য'' সর্ব প্রকার আয়ের উপর-

(ক) দফা (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) তে বর্ণিত কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্র ব্যতীত-

(অ)	এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded company কোম্পানির যাহাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% এর অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২২.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হইবে;
(আ	এইরূপ প্রত্যেকটি publicly traded company কোম্পানির যাহাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা ১০% এর কম শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে

		উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২২.৫% হইবে;
(ই)	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত এক ব্যক্তি কোম্পানির (OPC) ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ২২.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হইবে;
(ঈ)	উপ-দফা (অ), (আ) ও (ই) তে উল্লিখিত কোম্পানি ব্যতীত আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩১) এ সংজ্ঞায়িত অন্যান্য কোম্পানির ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%; তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে;

(খ)	ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান ও ফাইন্যান্স কোম্পানিসমূহ (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত):	
	(অ) এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company-	উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
	(আ এইরূপ প্রত্যেকটি কোম্পানির ক্ষেত্রে যাহা publicly traded company নহে:	উক্ত আয়ের ৪০%;
(গ)	মার্চেন্ট ব্যাংক এর ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৩৭.৫%;
(ঘ)	সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানির ক্ষেত্রে-	উক্ত আয়ের ৪৫%;
(ঙ)	মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির ক্ষেত্রে -	উক্ত আয়ের ৪৫%: তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকিতে পারিবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করত: Publicly traded company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হইবে ৪০%: আরও শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি উহার পরিশোধিত মূলধনের

		ন্যূনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offering (IPO) এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে;
(২)	কোম্পানি এবং ব্যক্তিসংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এইরূপ অন্যান্য সকল করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৩০%;
(৩)	কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ৪৫%;
(৪)	কোম্পানি নহে, ট্রাস্ট, তহবিল, ব্যক্তিসংঘ এবং অন্যান্য করারোপযোগ্য সত্তার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২৭.৫%: তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬ (ছত্রিশ) লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হইবে;

(৫)	সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ২০%;
(৬)	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ এর উদ্বৃত আয়ের উপর প্রযোজ্য কর-	উক্ত আয়ের ১৫%;

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে "**publicly traded company**" বলিতে এইরূপ কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে বুঝাইবে যাহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয়বর্ষের আয়কর নির্ধারণ করা হইবে সেই আয়বর্ষ সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানিটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ
সারচার্জের হার

অনুচ্ছেদ ক

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা (assessee being individual) এর ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৪ (চার) কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৪ (চার) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক নহে; বা, স্বীয় নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ১০ (দশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ২০ (বিশ) কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নিট পরিসম্পদের মূল্যমান ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

ব্যাখ্যা।— এই অনুচ্ছেদে-

(১) "নিট পরিসম্পদের মূল্যমান" বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নিট পরিসম্পদের মূল্যমান (total net worth) বুঝাইবে; এবং

(২) "মোটর গাড়ি" বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অনুচ্ছেদ খ

(১) সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

(২) কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।

তৃতীয় অংশ

পরিবেশ সারচার্জের হার

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি (any individual) যাহার নামে একাধিক মোটর গাড়ি (অতঃপর গাড়ি বলিয়া উল্লিখিত) রহিয়াছে, তাহার একের অধিক প্রত্যেকটি গাড়ির জন্য নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লিখিত গাড়ির বিপরীতে উল্লিখিত হারে পরিবেশ সারচার্জ প্রদেয় হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	মোটর গাড়ির বর্ণনা	পরিবেশ সারচার্জের হার (টাকায়)
১।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াট পর্যন্ত প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২৫,০০০
২।	১৫০০ সিসি বা ৭৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৫০,০০০
৩।	২০০০ সিসি বা ১০০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৭৫,০০০
৪।	২৫০০ সিসি বা ১২৫ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	১,৫০,০০০
৫।	৩০০০ সিসি বা ১৫০ কিলোওয়াটের অধিক কিন্তু ৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক নহে এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	২,০০,০০০

৬।	৩৫০০ সিসি বা ১৭৫ কিলোওয়াটের অধিক এমন প্রতিটি মোটর গাড়ির জন্য	৩,৫০,০০০

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) একাধিক গাড়ির ক্ষেত্রে যেই গাড়ির উপর সর্বনিম্ন হারে পরিবেশ সারচার্জ আরোপিত হইবে উক্ত গাড়ি ব্যতীত অন্যান্য গাড়ির বিপরীতে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

(খ) পরিবেশ সারচার্জ গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎসে সংগৃহীত হইবে;

(গ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইলে যেই অর্থ বৎসরে গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করা হইয়াছে তৎপরবর্তী অর্থ বৎসরগুলোর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে প্রযোজ্যহারে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

(ঘ) যেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা শর্ত (গ) মোতাবেক উৎসে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন সেইক্ষেত্রে নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়নকালে ক + খ নিয়মানুযায়ী পরিবেশ সারচার্জ হার নির্ধারিত হইবে, যেখানে-

ক = বিগত বৎসর বা বৎসরগুলোতে অপরিশোধিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ,

খ = যেই বৎসরে করদাতা পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করিবেন সেই অর্থ বৎসরের জন্য নির্ধারিত পরিবেশ সারচার্জের পরিমাণ;

(ঙ) একাধিক বৎসরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন বা ফিটনেস নবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ পরিশোধ করা না হইলে উপ-কর কমিশনার আয়কর রিটার্ন প্রসেস বা কর নির্ধারণকালে উহা আদায় করিবেন;

(চ) এই অংশের অধীনের প্রদেয় পরিবেশ সারচার্জ প্রত্যর্পনযোগ্য বা অন্য কোনো প্রকারের কর বা সারচার্জের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে না;

(ছ) এই অংশের উদ্দেশ্যে "মোটর গাড়ি" বলিতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভুক্ত হইবে।

চতুর্থ অংশ
কর রেয়াত

(১) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

(২) কোনো করদাতা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মোট জনবলের অন্যূন ১০% (দশ শতাংশ) অথবা ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক কর্মচারী তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে হইতে নিয়োগ করিলে উক্ত করদাতাকে প্রদেয় করের ৫% (পাঁচ শতাংশ) অথবা তৃতীয় লিঙ্গের কর্মচারীগণের পরিশোধিত মোট বেতনের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ), যাহা কম, কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।

পরিশিষ্ট-২৭

সরকারি কোষাগারে আয়কর জমার জন্য কর অঞ্চলভিত্তিক একাউন্ট কোড

কর অঞ্চল	আয়কর - কোম্পানি সমূহ	আয়কর - কোম্পানি ব্যতীত	অন্যান্য ফি সমূহ
কর অঞ্চল-১, ঢাকা	১-১১৪১-০০০১-০১০১	১-১১৪১-০০০১-০১১১	১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, ঢাকা	১-১১৪১-০০০৫-০১০১	১-১১৪১-০০০৫-০১১১	১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা	১-১১৪১-০০১০-০১০১	১-১১৪১-০০১০-০১১১	১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা	১-১১৪১-০০১৫-০১০১	১-১১৪১-০০১৫-০১১১	১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা	১-১১৪১-০০২০-০১০১	১-১১৪১-০০২০-০১১১	১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা	১-১১৪১-০০২৫-০১০১	১-১১৪১-০০২৫-০১১১	১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩০-০১০১	১-১১৪১-০০৩০-০১১১	১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩৫-০১০১	১-১১৪১-০০৩৫-০১১১	১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮০-০১০১	১-১১৪১-০০৮০-০১১১	১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮৫-০১০১	১-১১৪১-০০৮৫-০১১১	১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯০-০১০১	১-১১৪১-০০৯০-০১১১	১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯৫-০১০১	১-১১৪১-০০৯৫-০১১১	১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা	১-১১৪১-০১০০-০১০১	১-১১৪১-০১০০-০১১১	১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা	১-১১৪১-০১০৫-০১০১	১-১১৪১-০১০৫-০১১১	১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	১-১১৪১-০১১০-০১০১	১-১১৪১-০১১০-০১১১	১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৪০-০১০১	১-১১৪১-০০৪০-০১১১	১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৪৫-০১০১	১-১১৪১-০০৪৫-০১১১	১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৫০-০১০১	১-১১৪১-০০৫০-০১১১	১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০১৩৫-০১০১	১-১১৪১-০১৩৫-০১১১	১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- খুলনা	১-১১৪১-০০৫৫-০১০১	১-১১৪১-০০৫৫-০১১১	১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রাজশাহী	১-১১৪১-০০৬০-০১০১	১-১১৪১-০০৬০-০১১১	১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রংপুর	১-১১৪১-০০৬৫-০১০১	১-১১৪১-০০৬৫-০১১১	১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- সিলেট	১-১১৪১-০০৭০-০১০১	১-১১৪১-০০৭০-০১১১	১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বরিশাল	১-১১৪১-০০৭৫-০১০১	১-১১৪১-০০৭৫-০১১১	১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- গাজীপুর	১-১১৪১-০১২০-০১০১	১-১১৪১-০১২০-০১১১	১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ	১-১১৪১-০১১৫-০১০১	১-১১৪১-০১১৫-০১১১	১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বগুড়া	১-১১৪১-০১৪০-০১০১	১-১১৪১-০১৪০-০১১১	১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- কুমিল্লা	১-১১৪১-০১৩০-০১০১	১-১১৪১-০১৩০-০১১১	১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ	১-১১৪১-০১২৫-০১০১	১-১১৪১-০১২৫-০১১১	১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬
বৃহৎ করদাতা ইউনিট	১-১১৪৫-০০১০-০১০১	১-১১৪৫-০০১০-০১১১	১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬
কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল	১-১১৪৫-০০০৫-০১০১	১-১১৪৫-০০০৫-০১১১	১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬